উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

১৯ অগ্রহায়ণ ১৪৩০ বুধবার ৪.০০ টাকা 6 December 2023 Wednesday 14 Pages Rs. 4.00 ইন্টারনেট সংস্করণ http://www.uttarbangasambad.in COB

বিরাটকে আমি সরাইনি : সৌরভ

চোদ্দোর পাতায়

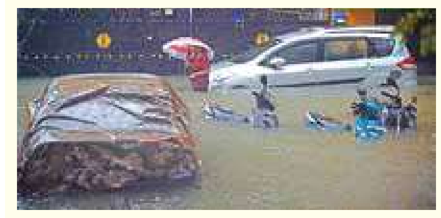

মিচাংয়ের তাণ্ডবে মৃত্যু বেড়ে ১২

নয়ের পাতায়

মমতার বাড়ি দেখে স্তম্ভিত সলমন

কলকাতা, ৫ ডিসেম্বর : মমতায় মুগ্ধ সলমন। বলা ভালো, কয়েক মাস আগে মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ি দেখে তাঁর বিস্ময় এখনও কাটেনি। চলচ্চিত্র উৎসবের মঞ্চে ছড়ালেন সেই বিস্ময়। কপট রাগে জানালেন, এজন্য তাঁর বাংলার মুখ্যমন্ত্রীকে হিংসা করতে ইচ্ছা হয়। নামডাক-ধনসম্পদ যাই থাক, বলিউডের 'ভাইজান'-এর বাস মুম্বই শহরের বিশাল ফ্ল্যাটের ছোট্ট একটা ঘরে। তা বলে একজন মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ি এরকম? কয়েক মাস আগে কলকাতায় এসে কালীঘাটের সেই বাড়িতে গিয়েছিলেন সলমন খান।

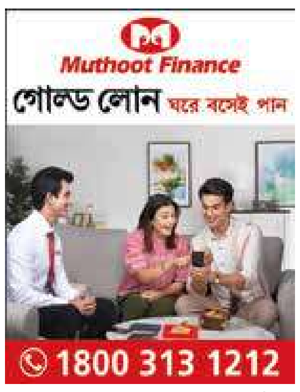

২৯তম কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসবের মঞ্চে ফাঁস করলেন তাঁর কালীঘাটে যাওয়ার মতলব। জানালেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িটা কেমন, সেটা দেখাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। কী দেখেছিলেন? বলিউড, টলিউডের শিল্পীদের ভিড় ও সিনেমাপ্রেমীদের সমাবেশে সেটাই হাট করে দিলেন। তাঁর ভাষায়, 'সত্যি বলতে কী, আমার কৌতূহল ছিল, দিদির বাড়িটা কেমন দেখার।'

যা দেখলেন, তাঁর বর্ণনা, 'আমি তো চমকে গেলাম। আমি ভাবতাম, আমার বাড়িটাই বোধহয় ছোট। তার মধ্যে আমার মা বাস্তুমতে সবকিছু করার কত চেষ্টা করতেন।

এরপর দশের পাতায়

সলমন-অনিল-সোনাক্ষীর সঙ্গে নাচের তালে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পাশে সৌরভ, শত্রুঘ্ন। মঙ্গলবার কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসবের উদ্বোধনে। -রাজীব মণ্ডল

ভালভ বিকল, নির্জলা শহর

বিশ্বজিৎ সাহা

মাথাভাঙ্গা, ৫ ডিসেম্বর : মাথাভাঙ্গা শহরে পানীয় জল সরবরাহের জন্য জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের (পিএইচই) একমাত্র ওভারহেড রিজার্ভারের সুইচ ভালভ বিকল হয়েছে। এর জেরে রবিবার থেকে পানীয় জল পরিষেবা থেকে শহরের ৩, ৫ এবং ৬ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দারা বঞ্চিত। একই সমস্যার জেরে ১, ২, ৪, ৭, ৮ এবং ১২ নম্বর ওয়ার্ডেও কমবেশি সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। পিএইচই সূত্রে খবর, সোমবার সুইচ ভালভ মেরামত করা হলেও রিজার্ভারের ডেলিভারি পাইপের সঙ্গে মেইন পাইপলাইনের 'টি' জলের চাপে ভেঙে যাওয়ায় ওই ওয়ার্ডগুলিতে পানীয় জল পরিষেবা নিয়ে অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে। এনিয়ে শহরে ক্ষোভ ছড়ানোর পাশাপাশি দ্রুত পদক্ষেপের দাবি জোরলো হয়েছে।

মাথাভাঙ্গা পুরসভার চেয়ারম্যান লক্ষপতি প্রামাণিক বলেন, 'দ্রুত পানীয় জল পরিষেবা স্বাভাবিক করার জন্য পিএইচই কর্তৃপক্ষের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখা হচ্ছে। দ্রুতই সমস্যা মিটবে বলে পিএইচই'র পক্ষ থেকে আমাদের আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।' পিএইচই মাথাভাঙ্গার অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার ঋষিন ঘোষ বলেন, 'সমস্যা মেটাতে কর্মীরা লাগাতার কাজ চালাচ্ছেন। বুধবার থেকেই সমস্যা মিটে যাবে।'

বিপাকে মাথাভাঙ্গার বাসিন্দারা

১২ ওয়ার্ড বিশিষ্ট মাথাভাঙ্গা পুরসভার ৯, ১০ এবং ১১ নম্বর ওয়ার্ড মূল মাথাভাঙ্গা শহর থেকে সুটুঙ্গা নদী দিয়ে বিচ্ছিন্ন। ওই তিনটি ওয়ার্ডের পানীয় জল সরবরাহের জন্য পুরসভার দুটি এবং পিএইচই'র দুটি পাম্প রয়েছে। সুটুঙ্গার বাঁদিকে থাকা বাকি নয়টি ওয়ার্ডের জন্য পিএইচই'র পাঁচটি ও পুরসভার একটি পাম্প এবং একটি ওভারহেড রিজার্ভার রয়েছে। এক মাস ধরে সাড়ে চার লক্ষ লিটার জলধারণক্ষমতা সম্পন্ন ওভারহেড রিজার্ভারটির সুইচ ভালভ বিকল থাকায় রিজার্ভারটিতে জল ভর্তি করতে সমস্যা হচ্ছিল। মাথাভাঙ্গা পুরসভার পানীয় জলের ট্যাংক এবং বিএসএফের জলের ট্যাংকের জন্য নিয়মিত রিজার্ভার থেকে জল নেওয়া হয়। রিজার্ভারের সুইচ ভালভ মেরামত করতে হলে রিজার্ভারে জল উত্তোলন বিঘ্নিত হবে এই আশঙ্কায় এবং নভেম্বর মাসজুড়ে বিয়ের মরশুম থাকায় পুরসভার পক্ষ থেকে নভেম্বর মাসে সুইচ ভালভ মেরামত না করে ডিসেম্বর মাসে সেটি মেরামত করার জন্য পুরসভার পক্ষ থেকে পিএইচইকে জানানো হয়।

সেই মোতাবেক সুইচ ভালভ মেরামত করতে গিয়েই পানীয় জল সরবরাহে শহরজুড়ে বিপত্তি। শুধু তাই নয়, সুইচ ভালভ মেরামতের পর রিজার্ভারের ডেলিভারি পাইপের সঙ্গে মেইন পাইপলাইনের 'টি' জলের চাপে ভেঙে যাওয়ায় ওভারহেড রিজার্ভার চত্বর জলমগ্ন হয়ে পড়ে। ওভারহেড রিজার্ভার সংলগ্ন মাথাভাঙ্গা মহকুমা প্রশাসনের ডিএমডিসি আবাসনেও জল ঢুকে পড়ে।

এরপর দশের পাতায়

একনজরে

তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী রেবন্তই

বিআরএস বধের নায়ক রেবন্ত রেড্ডির ওপরই আস্থা রাখছেন রাহুল গান্ধি। তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রীর পদে বসছেন তিনিই। মঙ্গলবার মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে তাঁর নাম ঘোষণার পর কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃত্বকে ধন্যবাদ জানান রেবন্ত। মিজোরামের জোরাম পিপলস পার্টির লালদুহোমারও মুখ্যমন্ত্রী হওয়া নিশ্চিত। এদিনই আইজলে তাঁর বাড়িতে দলের জয়ী ২৭ জন বিধায়ক বৈঠক করেছেন।

বিস্তারিত নয়ের পাতায়

ইন্ডিয়া জোটের বৈঠক ভেস্তে গেল

পারিবারিক অনুষ্ঠানে ব্যস্ত থাকায় যেতে পারবেন না মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। যাওয়ার আগ্রহ দেখাননি বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার এবং সমাজবাদী পার্টির নেতা অখিলেশ যাদব। এই পরিস্থিতিতে বুধবার মল্লিকার্জুন খাড়গের বাড়িতে সন্ধ্যায় ডাকা ইন্ডিয়া জোটের বৈঠক বাতিল হয়ে গেল। ডিসেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহে ওই বৈঠক হতে পারে বলে কংগ্রেস সূত্রের খবর। মমতা সোমবারই জানিয়েছিলেন, আগে জানা থাকলে তিনি হয়তো তাঁর উত্তরবঙ্গ সফরসূচি রদবদল করতেন। তবে নীতীশ ও অখিলেশ কেউই জোটের বৈঠকে যেতে আগ্রহী নন।

বিস্তারিত নয়ের পাতায়

ভাড়া বেশি, বিতর্কে দেবত্র ট্রাস্ট

গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ৫ ডিসেম্বর : যত দোষ নন্দ ঘোষ। কোচবিহার পুরসভাই যেন সেই নন্দ।

ঐতিহ্যবাহী রাসমেলায় স্টল দেওয়া নিয়ে কোচবিহার পুরসভা কিছুটা ভাড়া বাড়ানোয় চারদিকে মারমার কাটকাট শুরু হয়েছে। ঘটনার প্রতিবাদে কোচবিহার জেলা ব্যবসায়ী সমিতি এবার রাসমেলায় করা পুরসভার সাংস্কৃতিক মঞ্চ পর্যন্ত বয়কট করেছে। আশ্চর্যের বিষয় বলতে, দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ড মদনমোহন মন্দিরের সামনে বসা বিভিন্ন দোকান থেকে পুরসভার তুলনায় অনেকটা বেশি ভাড়া নিলেও ব্যবসায়ী সমিতি আশ্চর্যজনকভাবে বিষয়টি নিয়ে মুখে কুলুপ এঁটেছে। গোটা বিষয়টি জানাজানি হতেই বিভিন্ন মহলে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ডের নেওয়া ভাড়ার বিষয়ে তাদের কিছু জানা নেই বলে কোচবিহার জেলা ব্যবসায়ী সমিতির দাবি। সমিতির সম্পাদক সুরজ ঘোষ বলেন, 'মদনমোহন মন্দিরের সামনে বসা বিভিন্ন দোকান থেকে দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ড বেশি ভাড়া নিচ্ছে কি না তা জানা নেই। তবে এমনটা যদি হয়ে থাকে তবে অবশ্যই তার প্রতিবাদ হওয়া উচিত। কেননা এভাবে ভাড়া নিলে অবধারিতভাবে নানা জিনিসপত্রের দাম বাড়তে বাধ্য।' মদনমোহন মন্দিরের সামনে বসা বিভিন্ন দোকান থেকে ভাড়া নেওয়ার বিষয়টি দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ডের সদ্যপ্রাক্তন সচিব বিশ্বদীপ মুখোপাধ্যায় মেনে নিয়েছেন। তাঁর কথায়, 'মন্দিরের সামনে কিছু দোকান বসে। রসিদ দিয়ে ওই দোকানগুলি থেকে কিছু টাকা নেওয়া হয়।' এর কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বিশ্বদীপ বলেন, 'রাস উৎসব করতে প্রতিদিন আলোর জন্য পাঁচ হাজার টাকা করে খরচ হয়। ২০ দিনের এই উৎসবে সবমিলিয়ে প্রায় ১৫ লক্ষ টাকা খরচ হয়।

এরপর দশের পাতায়

চাপে ব্যবসায়ীরা

- রাসমেলায় ২৫ বর্গফুটের দোকানের জন্য পুরসভার ভাড়া প্রায় ১৫০০ টাকা
- মদনমোহন মন্দিরের সামনে একই মাপের দোকান থেকে দেবত্র ট্রাস্ট নিচ্ছে ৫০০০ টাকা
- ব্যবসায়ী সমিতি মুখে কুলুপ এঁটে থাকায় তাদের ভূমিকায় প্রশ্ন
- রাস উৎসবের আয়োজনে বিভিন্ন খরচ সামাল দিতেই এত ভাড়া, বোর্ডের দাবি

দোলনাতে পড়ুয়ারা। মঙ্গলবার।

বিশেষভাবে সক্ষমদের জন্য উদ্যোগী অধ্যাপক

সুভাষ বর্মন

পলাশবাড়ি, ৫ ডিসেম্বর : মেঘা রায়, তৃথা বর্মন, শুভঙ্কর বর্মনরা আর পাঁচজন স্কুল পড়ুয়ার মতো নয়। মেঘারা সবাই বিশেষভাবে সক্ষম। কিন্তু সবাই স্কুলে আসে। পড়াশোনা করে। তবে খেলাধুলো করার ক্ষেত্রে এতদিন সেরকম মনোরঞ্জন হত না। আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের পলাশবাড়িতে বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় চলে মেঘাদের স্কুল। আর খেলাধুলোর পরিবেশে মেঘাদের খুশি করতে এবার এগিয়ে এলেন আলিপুরদুয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক জ্যোতিবিকাশ নাথ। মঙ্গলবার তিনি একটি দোলনা দান করেন এই স্কুলে। আর এরকম দোলনা পেয়ে বিশেষভাবে সক্ষম পড়ুয়ারা যারপরনাই খুশি। হাসি ফুটেছে অভিভাবকদের মুখেও। মুহূর্তেই যেন সেখানকার পরিবেশটাও বদলে যায়।

জানা গেল, অবসরপ্রাপ্ত এই অধ্যাপক মাঝেমধ্যেই পলাশবাড়ির বিশেষভাবে সক্ষম পড়ুয়াদের স্কুলে আসেন। স্কুলের একাধিক অনুষ্ঠানে তিনি শামিল হন। এর আগে আর্থিকভাবেও এই স্কুলকে সহযোগিতা করেন। এখন সরকারি কিংবা বেসরকারি স্কুলে পড়ুয়াদের খেলাধুলোর নানা সরঞ্জাম থাকে। প্রাকপ্রাথমিক ও প্রাথমিকের পড়ুয়াদের খেলার জন্য দোলনাও রয়েছে অনেক স্কুলে। আর পলাশবাড়িতে স্বপ্ন সোসাইটি পরিচালিত এই স্কুলে পড়ুয়াদের খেলাধুলোর সরঞ্জাম সেই তুলনায় অনেকটাই কম। কারণ, ওই স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা কোনওভাবে স্কুলটি চালিয়ে যাচ্ছে। সরকারি অনুদানও সবরকমের মেলে না। অথচ নানা এলাকার অভিভাবকরা তাঁদের বিশেষভাবে সক্ষম সন্তানদের এই স্কুলে পড়াচ্ছেন। এরকম খামতি দেখেই স্কুল চত্বরে দোলনা বসানোর আলোচনা হয়। আর সেই আলোচনা শুনেই জ্যোতিবিকাশবাবু নিজেই সেই দোলনা দেওয়ার প্রস্তাব দেন। এদিন দেখা গেল, লোহার রং করা ওই দোলনা স্কুল চত্বরে বসানো হয়েছে। আর এমন দোলনা পেয়েই খেলতে শুরু করে দেয় পড়ুয়ারা।

জ্যোতিবিকাশ নাথ বলেন, 'আমি মাঝেমধ্যেই পলাশবাড়ির ওই স্কুলে যাই। পাশে দাঁড়ালে বিশেষভাবে সক্ষম পড়ুয়ারা যাতে আরও একটু স্বাভাবিক হতে পারে সেই উদ্দেশ্যেই সহযোগিতা করা।' ওই স্কুল পরিচালন সমিতির কর্ণধার তাপস বর্মন বললেন, 'সকলের সহযোগিতাতেই বিশেষভাবে সক্ষম পড়ুয়াদের এই স্কুল চলছে। জ্যোতিবিকাশ স্যার আমাদের নানাভাবে সহযোগিতা করেন। এজন্য স্যারের কাছে আমরাও কৃতজ্ঞ।' পড়ুয়ারা যে কতটা খুশি তা এদিন খেলার পরিবেশ দেখেই বোঝা গেল। ধাপে ধাপে সব পড়ুয়াই দোলনায় বসে খেলতে থাকে। হাসিমুখই বলে দিচ্ছে যে, খেলার এই সরঞ্জাম পেয়ে সবাই দারুণ খুশি। ইন্দ্রজিৎ বর্মন নামে এক অভিভাবকের কথায়, 'আমার মেয়ে বিশেষভাবে সক্ষম। স্বাভাবিক স্কুলে পড়াশোনা করানো সম্ভব নয়। তাই এই স্কুলে পড়াচ্ছি। আর এদিন দোলনা পেয়ে মেয়ে ভীষণ খুশি হয়।' মলয় বিশ্বাস নামে আরেক অভিভাবকেরও একই বক্তব্য।

রায়গঞ্জের গ্রামে এখনও বেঁচে মানবতা

বিপন্নদের আলোর পথযাত্রী সফিকুল

বিশ্বজিৎ সরকার

রায়গঞ্জ, ৫ ডিসেম্বর : এ যেন 'নতুন প্রেরণার দূত'। পেশায় মামুলি প্যান্ডেল ব্যবসায়ী। সাইকেলে চেপে এক চত্বর থেকে অন্য চত্বর চষে বেড়ান। অসুস্থ মানুষ দেখলেই বাহন থামিয়ে শুশ্রূষায় ব্যস্ত হয়ে পড়েন। অসুস্থকে নিকটবর্তী স্বাস্থ্যকেন্দ্র কিংবা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করেন, চিকিৎসকদের সঙ্গে যোগাযোগের বন্দোবস্তও করেন। খোঁজ নেন, মানুষটির পরিবারে আর কে কে আছেন অথবা সংসার কেমন করে চলছে। খুঁটিয়ে সব জানার পর সাধ্যমতো সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন। মঙ্গলবার এমন এক ব্যক্তির সঙ্গে আচমকাই দেখা রায়গঞ্জ মেডিকেল চত্বরে।

ছাব্বিশের কোঠায় বয়স। ওই যুবকের বাড়ি গৌরী গ্রাম পঞ্চায়েতের ভিটিআর গ্রামে। পকেট থেকে ম্যাড়মেড়ে একটা নোটবই বের করে জানালেন, 'এখানে জেলার সব চিকিৎসকের নাম আর ফোন নম্বর লেখা রয়েছে। ভালো করে বুঝিয়ে বললে গরিব রোগীদের বিনা পয়সায় চিকিৎসা হয়ে যায়।' নিজের রোজগারের ভাবনা সরিয়ে তিনি একজন জীবন বিজ্ঞানের শিক্ষকের মতো মানবদেহের নানা অবস্থান সম্পর্কে সবাইকে বোঝান। কীভাবে শরীরের ভিতরে জটিল রোগ তৈরি হয়, প্রতিকারের জন্য কোন চিকিৎসক উপযুক্ত, কীভাবে সরকারি হাসপাতালে যেতে হয় কিংবা রায়গঞ্জ মেডিকেলের আউটডোরে কখন, কবে, কে রোগী দেখেন, সব যেন তাঁর ঠোঁটের ডগায়। বছর দশেক ধরে এভাবেই অসহায় মানুষের সেবায় সমর্পিত সফিকুল হক।

গ্রামের ভাঙা রাস্তা তৈরি করছেন সফিকুল।

১৫ বছর আগে বিনা চিকিৎসায় সফিকুলের বাবার মৃত্যু হয়েছিল। এখন গ্রামেই প্যান্ডেলের ব্যবসা করে খুব সামান্য আয়। শ্যামবর্ণ, পেটানো চেহারার যুবকটি চুপচাপ থাকেন। এসব নিয়ে প্রশ্ন করলে আন্তরিকতার সঙ্গে উত্তর দেন, 'রোজগারের কথা ভাবার সময় পাইনি, তবে একটা কাজ তো করছি।' বন্ধু, আত্মীয় বা স্বজনদের ভিড়েই কেটে যায় সময়। নিজের ভবিষ্যতের কথা ভাবছেন না? সৌম্য দর্শন যুবকটির বক্তব্য, 'যদি সাহায্য না করি তাহলে ওই মানুষগুলির কী হবে ভাবতে পারছেন! তাছাড়া আমার এই কাজ করতে ভালোই লাগে।'

সফিকুলের মনোভাবে খুশি সবাই। রায়গঞ্জের চিকিৎসক এনসি পাল জানালেন, 'বিশ্বায়িত হাওয়ায় এমন মানুষ যে এখনও আছেন তা ভাবতেও ভালো লাগে। অসহায়ের পাশে দাঁড়াতেই হবে। আর সেটা মানুষই পারবে।'

সফিকুলের কোনও রাজনৈতিক রং নেই। মনের নানা রং নিয়েই ঝাঁপিয়ে পড়েন আর্তদের সেবায়। খুব অসুবিধে হলে সরকারি আধিকারিকদের শরণাপন্ন হন। প্রয়োজনে গুটি কয়েক বন্ধুকে পাশে পান। যেভাবেই হোক না কেন, সংকল্প সফলে সফিকুল হক অনড়।

গৌরী গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন প্রধান বরেন রায় বলেন, 'দীর্ঘদিন ধরেই মানুষের সেবায় নিয়োজিত ওই যুবক। গ্রামের যে সমস্ত রাস্তা ভেঙে গিয়েছে, কয়েকজন বন্ধুকে নিয়ে তিনি সেই রাস্তাগুলি মেরামত করেন। গ্রামের মহিলা-পুরুষদের সই (স্বাক্ষর) শেখানোর জন্য শনি ও রবিবার বাড়িতে বিনা পয়সায় স্কুল খুলেছেন। স্বাক্ষর করতে পারলে পুরস্কার বাবদ মহিলাদের শাড়ি, চুড়িদার, পুরুষদের জামা-প্যান্ট, লুঙ্গি, গেঞ্জি দেওয়া হয়। তিনি সবটাই করেন নিজের গাঁটের টাকা খরচ করে।'

সুটুঙ্গা নদীতে পরিযায়ী পাখির ভিড়। মাথাভাঙ্গা শহরে।

ঠ্যালাতে মক্কায়

লন্ডন, ৫ ডিসেম্বর ঃ হেঁটেই দশ-দশটি দেশ পার করেছেন ব্রিটেনের অ্যাডাম মহম্মদ। ২০২২ সালের ১ অগাস্ট ইংল্যান্ড থেকে যাত্রা শুরু করেছিলেন। সম্প্রতি মক্কায় পৌঁছে যাত্রায় ইতি টেনেছেন। দীর্ঘ পথ পাড়ি দেওয়ার সময় তাঁর সঙ্গে ছিল নিজের হাতে বানানো ঠ্যালাগাড়ি। আর গাড়ির সঙ্গে ছিল স্পিকার, যার মাধ্যমে শান্তি ও সাম্যের বাণী প্রচার করে চলেছিলেন।

পরিযায়ীদের কলরবে মুখরিত সুটুঙ্গা নদী

বিশ্বজিৎ সাহা

মাথাভাঙ্গা, ৫ ডিসেম্বর ঃ ডিসেম্বরের শুরুতেই মাথাভাঙ্গা শহরের সুটুঙ্গা নদীতে হাজির পরিযায়ী পাখির দল। সকাল থেকে সন্ধ্যা শহরের ওই সমস্ত এলাকা মুখরিত হচ্ছে পরিযায়ী পাখির কলরবে। নদীর জলে পরিযায়ী পাখির ঘুরে বেড়ানো ও বসে থাকার দৃশ্য উপভোগ করছেন এলাকার বাসিন্দারা। পরিযায়ী পাখির ছবি ক্যামেরাবন্দি করতে নদীর ধারে হাজির হচ্ছেন আলোকচিত্রীরাও।

তবে শুধু সুটুঙ্গা নদীই নয়, শহরের মানসাই নদী এবং শহর লাগোয়া বিভিন্ন বিল ছাড়াও ধরলা, দোলং নদীতেও দেখা মিলছে ঝাঁক ঝাঁক পরিযায়ী পাখির। তেকুনিয়া ইকো পার্ক সংলগ্ন এলাকাতেও আস্তানা গেড়েছে পরিযায়ী পাখির দল।

এবছর কালীপুজোর পর শীতের পরশ পড়তেই মাথাভাঙ্গা শহরের ৫ নম্বর ও ১১ নম্বর ওয়ার্ডের মাঝে সুটুঙ্গা নদীতে দেখা মিলতে শুরু করে পরিযায়ী পাখির। ১১ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা প্রশান্ত সাহা, অমর দাস, শুভাশিস ধররা জানান, প্রথম দিকে পরিযায়ী পাখির সংখ্যা কম থাকলেও বর্তমানে বাড়ির সামনের নদীতে ঝাঁকে ঝাঁকে পরিযায়ী পাখির ভিড়ে জমজমাট গোটা এলাকা। তাঁরা বলেন, প্রথম দিকে কেউ কেউ পাখিদের উত্ত্যক্ত করলেও বর্তমানে সচেতনতা বাড়ায় কেউ আর তাদের উত্ত্যক্ত করে না। ফলে পরিযায়ী পাখিরাও এই এলাকাকে নিরাপদ মনে করায় প্রতিবছরই এখানে এসে ভিড় জমাচ্ছে। গোটা শীতের মরশুম এই এলাকায় কাটিয়ে মার্চ মাসের মাঝামাঝি নাগাদ তারা এখান থেকে চলে যায়।

সুটুঙ্গা নদীতে পরিযায়ী পাখির সমাগমে খুশি আলোকচিত্রীরাও। মাথাভাঙ্গা ফোটোগ্রাফি ক্লাবের অন্যতম সদস্য পার্থ রায় বলেন, 'সুটুঙ্গা নদীতে মূলত লেজার হইসলিং ডাক (সরাল) প্রচুর পরিমাণে এসেছে। এছাড়াও রুডি শেল ডাকেরও (চখা) দেখা মিলছে।'

মাথাভাঙ্গা শহরের অন্যতম আলোকচিত্রী সুব্রত চৌধুরী বলেন, 'লেজার হইসলিং ডাক ও রুডি শেল ডাক ছাড়াও গত বছর মাথাভাঙ্গায় দেখা মিলেছে ব্ল্যাক আইভিসের (কালো দোচারা)।' শহরের ১১ নম্বর ওয়ার্ডে মানসাই ও সুটুঙ্গা নদীর মোহনায় নদীর চরে গত বছর ব্ল্যাক আইভিসের ছবি তিনি ক্যামেরাবন্দি করেছেন।

ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতির মাথাভাঙ্গা শাখা সম্পাদক তন্ময় চক্রবর্তী বলেন, 'মাথাভাঙ্গায় সুটুঙ্গা, মানসাই সহ বিভিন্ন নদী সংলগ্ন এলাকায় পরিযায়ী পাখির আনাগোনার অন্যতম কারণ এই অঞ্চলের নদী ও বিলে এখনও তাদের খাবার রয়েছে।

তবে আগের তুলনায় পরিযায়ী পাখির প্রজাতির সংখ্যা কমেছে। ইউরোপ থেকে আসা নর্দার্ন ল্যাপউইংয়ের আগে দেখা মিললেও এখন আর দেখা মিলছে না। হয়তো অনেক পরিযায়ী পাখি এখনও আসে অথচ আমাদের চোখে পড়ে না। তবে যেভাবে জল, পরিবেশ ও শব্দ দূষণ বাড়ছে তাতে কতদিন পরিযায়ী পাখির দেখা এই অঞ্চলে মিলবে তা নিয়ে সংশয় রয়েছে।'

বন বিভাগের মাথাভাঙ্গার রেঞ্জ অফিসার সজল পাল বলেন, 'নদীসংলগ্ন এলাকায় বন বিভাগের পক্ষ থেকে প্রচুর পরিমাণে গাছপালা লাগানো হয়েছে যা কি না পরিযায়ী পাখির পক্ষে আদর্শ। পরিযায়ী পাখিদের যাতে উত্ত্যক্ত না করা হয় সেজন্য বন বিভাগের পক্ষ থেকে প্রচার চালানো হয়। তবে জল ও শব্দ দূষণ রোধে নাগরিক সচেতনতা অত্যন্ত জরুরি।'

দেশি ধানের জমিতে মদনমোহন আইচ। মঙ্গলবার দেওয়ানহাটে।

মদনমোহনের ৩৮ দেশি ধান

তুষার দেব

দেওয়ানহাট, ৫ ডিসেম্বর : কথায় আছে, দেশি ধান অমৃত সমান। কিন্তু আধুনিকতার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ভারতের বিভিন্ন দেশি ধান আজ লুপ্তপ্রায়। এখনকার সিংহভাগ কৃষকই বেশি ফলনের আশায় দেশি ধান ছেড়ে হাইব্রিড ধান চাষে ঝুঁকেছেন, যার দরুন সাধারণ মানুষও এর অতুলনীয় স্বাদ ও পুষ্টিগুণ থেকে বঞ্চিত। কিন্তু এরমধ্যেও ব্যতিক্রমী কোচবিহার-১ ব্লকের দেওয়ানহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের দক্ষিণ নবাবগঞ্জ বালাসির কৃষক মদনমোহন আইচ। স্রোতের প্রতিকূলে হেঁটে ২০১৩ সালে তিনি জৈব পদ্ধতিতে দেশি ধানের চাষ করেন। বর্তমানে ৩৮ রকম দেশি ধান তাঁর সংরক্ষণে রয়েছে। মদনমোহনবাবুর এই প্রয়াসকে কুর্নিশ জানিয়েছে কৃষি দপ্তর।

বর্তমানে কেরালা সুন্দরী, বহুরূপী, হেতুমারি, বেগুনবিচি, কালো নুনিয়া, লাল বাসমতী, রাধাতিলক, তুলসীমালা, আম্বে মোহর, আদান শিল্পা সহ মোট ৩৮ রকম লুপ্তপ্রায় দেশি ধান চাষ করছেন ষাটোর্ধ্ব মদনমোহনবাবু। দেশি ধান চাষে সাফল্যের ক্ষেত্রে মদনমোহনবাবু উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক প্রয়াত ডঃ অমূল্যকুমার মিত্র ও বর্তমানে কোচবিহার জেলা সহ কৃষি অধিকর্তা (প্রশিক্ষণ) রজত চট্টোপাধ্যায়ের বিশেষ অবদানের কথা জানিয়েছেন। তাঁর কথায়, 'উনি আধুনিক পদ্ধতি মেনে জৈব চাষে যোগ দিয়েছেন। এর পাশাপাশি ধৈর্য আর নিষ্ঠা নিয়ে এতরকম ধানের বৈশিষ্ট্য বছরের পর ধরে রেখেছেন, যা সত্যিই শেখার মতো।'

ভরা বর্ষার মরশুমে বাজারে শাকসবজির জোগান একেবারেই কমে যায়। এই বিষয়টিকে মাথায় রেখে বছর দুয়েক আগে নিজের ৮ কাঠা জমিতে পলিহাউস তৈরি করে বর্ষার সময় সেখানে ধনিয়া, পালং, মুলো, লাফা শাকের চাষ শুরু করেন। বিনা কর্ষণে বেগুন, চালকুমড়ো, ব্রোকোলি, রঙিন ফুলকপি চাষেও মুনশিয়ানা দেখাচ্ছেন তিনি। তবে সবটাই জৈব উপায়ে।

তাঁর কথায়, 'কৃষিক্ষেত্রে রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের অত্যধিক প্রয়োগে পরিবেশ দূষণ, বিভিন্ন রোগব্যাধির প্রকোপ বাড়ার পাশাপাশি জমির উৎপাদন ক্ষমতা কমছে, যা ভবিষ্যতে বড় বিপত্তির কারণ হয়ে উঠবে। তাই আমি জৈব উপায়ে চাষ-আবাদ করছি।' এতে লাভের মুখ দেখতে কোনও সমস্যা হচ্ছে না বলে তিনি জানিয়েছেন।

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৬৩০৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৬৩৩৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৬০২৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৭৫৫০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৭৫৬০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-TENDER NOTICE (2nd Call)
e-Tender is invited by the Superintending Engineer, G. T. A-Circle, P.H.E. Dte. on behalf of Governor of West Bengal vide e-NIT No. eT/04/SE/GTA CIRCLE/PHE DTE OF 2023-24 (2nd Call) (SL. NO. 01) and ID: 2023_PHED_612600_1 for WATER SUPPLY SCHEME FOR DARJEELING PULBAZAR PUMPING-III SPRING WATER SUPPLY SCHEME. Details will be available in the website wbtenders.gov.in The Last date for submission of tender is 28.12.2023 upto 02.00 P.M. Sd/- for Superintending Engineer, G. T. A-Circle, P.H.E. Dte.
ICA-T24685(4)/2023

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
EE, National Highway Division-X invites online e-Tender for One number of Civil work vide NIET No.- 05 of 2023-24 of the EE, National Highway Division-X, PW(Roads)Dte. Tender ID : 2023_NH_613377_1. Bid submission start date (online):- 04.12.2023 at 18:00 Hrs. IST. Bid submission closing date (online) :- 15.12.2023 at 18:00 Hrs. IST. Details of NIET and Tender documents may be downloaded from http://wbtenders.gov.in Sd/- EE, National Highway Division-X, P.W.(Roads)Dte., Alipurduar.
ICA-T24675(2)/2023

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-TENDER NOTICE (2nd Call)
e-Tender is invited by the Superintending Engineer, G. T. A-Circle, P.H.E. Dte. on behalf of Governor of West Bengal vide e-NIT No. eT/02/SE/GTA CIRCLE/PHE DTE OF 2023-24 (2nd Call) (SL. NO. 01) and ID: 2023_PHED_612377_1 for WATER SUPPLY SCHEME FOR DARJEELING PULBAZAR PUMPING-I SPRING WATER SUPPLY SCHEME. Details will be available in the website wbtenders.gov.in The Last date for submission of tender is 28.12.2023 upto 02.00 P.M. Sd/- for Superintending Engineer, G. T. A-Circle, P.H.E. Dte.
ICA-T24683(4)/2023

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-TENDER NOTICE (2nd Call)
e-Tender is invited by the Superintending Engineer, G. T. A-Circle, P.H.E. Dte. on behalf of Governor of West Bengal vide e-NIT No. eT/03/SE/GTA CIRCLE/PHE DTE OF 2023-24 (2nd Call) (SL. NO. 01) and 2023_PHED_612489_1 for WATER SUPPLY SCHEME FOR DARJEELING PULBAZAR PUMPING-II SPRING WATER SUPPLY SCHEME. Details will be available in the website wbtenders.gov.in The Last date for submission of tender is 28.12.2023 upto 02.00 P.M. Sd/- for Superintending Engineer, G. T. A-Circle, P.H.E. Dte.
ICA-T24684(4)/2023

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Online bids are invited for the work under Tender ID: 2023_WBPWD_612679_1. For details please follow the website: www.wbtenders.gov.in Sd/- EE, PWD, Malda Electrical Division.
ICA-T24666(2)/2023

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
AE, PWD, Cob. Sub Divn II. invites online e-tender (e-NIT 26), Tender Id: 2023_WBPWD_612508_1. Bid submission start date: 06.12.2023. Bid submission closing date: 13.12.2023 (9 a.m.) Downloaded from: http://wbtenders.gov.in Sd/- AE, PWD, COB. SUB DIVN II.
ICA-T24649(2)/2023

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Executive Engineer (A-M), Balurghat (A-M) Division invites e-tender for Supply and delivery [illegible] Balurghat (A-M) Division [illegible] 2023-24 vide e-NIT No. [illegible] 2023-24. Tender ID-2023_WBIDD_[illegible] [illegible] Bid submission [illegible] website [illegible]
Sd/-
Executive Engineer (A-M)
Balurghat (Agri-Mech) Division
ICA-T24624(2)/2023

সর্বশিক্ষা মিশন
Notice Inviting E-Tender under SSM, Jalpaiguri
for details please visit : wbtenders.gov.in
E-tender has been floated by the undersigned for the following work
SSA-JAL/T-36/23-24 & SSA-JAL/T-37/23-24
Dated- 04/12/2023
For details please visit www.wbtenders.gov.in
Sd/-
District Education Officer
SSA, Jalpaiguri

Abridged E-Tender Notice
Tender for **eNIT No.-5098/B.D.O, dated - 05/12/2023** of Block Dev. Officer, Balurghat Dev. Block is invited by the undersigned. Last date of submission is **14/12/2023**. The details of eNIT may be viewed & downloaded from the **website of Govt. of West Bengal http://wbtenders.gov.in** & viewed from office notice board of the undersigned during office hours.
Sd/-
B.D.O

Siliguri Mahakuma Parishad
Haren Mukherjee Road, Hakimpara, Siliguri-734001
NIeQ No.39-DE/SMP/2023-24
On behalf of Siliguri Mahakuma Parishad, e-quotation is invited by District Engineer, SMP, from bonafide resourceful decorators for the works '6th SARAS MELA' under Siliguri Mahakuma Parishad.
Start date of submission of bid: 06.12.2023 from 11:00 am, Last date of submission of bid : 19.12.2023 upto 2:30 p.m. All other details will be available from SMP Notice Board. Intending tenderers may visit the website, namely-**http://wbtenders.gov.in** for further details.
Sd/-
DE, SMP

Abridged E-Tender Notice
Tender for **eNIT No.-5087/B.D.O, dated - 04/12/2023** of Block Dev. Officer, Balurghat Dev. Block is invited by the undersigned. Last date of submission is **18/12/2023**. The details of eNIT may be viewed & downloaded from the **website of Govt. of West Bengal http://wbtenders.gov.in** & viewed from office notice board of the undersigned during office hours.
Sd/-
B.D.O

GOVT OF WEST BENGAL
OFFICE OF THE P.O.-CUM-D.W.O.B.C.W. & TD, MALDA
NOTICE INVITING e-TENDER
P.O.-CUM-D.W.O.B.C.W, & TD, MALDA, invited Percentage rate tender **e-N.I.T No. 20/ BCW (MLD) / 2023-24, Dated 05.12.2023** for Construction of 2 nos. toilet Block under Old Malda Dev. Block, Malda. **Last date of submission of Online Bid is on 14.12.2023** up **to 10:00 a.m.** Details information will be available at **http://wbtenders.gov.in. http://malda.gov.in** and at Notice Board, of the office of the undersigned.
Sd/-
P.O.-cum.-D.W.O., B.C.W. & TD, Malda
Memo No : 1102(2)/DICO/MLD. dt 05/12/2023

বিজ্ঞপ্তি

উপরের ছবিটি একটি শিশু কন্যার। শিশু কন্যাটি বর্তমানে সুনীতি গৃহে রয়েছে। শিশুটির আনুমানিক বয়স ২ বছর ৬ মাস (০৩/১২/২০২৩ তারিখ অনুসারে)। গায়ের রং ফর্সা, উচ্চতা – ৩ ফুট। শিশুটির ঠিকানা – জানা নেই (মালদা রেল স্টেশন থেকে পাওয়া যায়। তারিখ – ০৩/১২/২০২৩, সময় – সাড়ে ৭টায়)। পিতা ও মাতার নাম – অজ্ঞাত। শিশুটির মুখাকৃতি গোলাকার। বর্তমানে শিশুটির কোন অভিভাবক ও নিকট আত্মীয় থাকলে উপযুক্ত প্রমাণসহ যোগাযোগ করুন – জেলা শিশু সুরক্ষা কার্যালয়, রুম নং ১২, মালদা জেলা শাসকের করণ, কালেক্টরেট বিল্ডিং এবং শিশু কল্যাণ সমিতি (চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটি / সি.ডাবলু.সি), সত্য চৌধুরী ইন্ডোর স্টেডিয়াম, রুম নং ১০৫, বাঁধ রোড, মালদা। পিন – ৭৩২১০১, ফোন নং ০৩৫১২-২২০১৮৩ (পঃবঃ)

Memo No : 1105(2)/DICO/MLD, Date :- 05/12/2023

E-NIT Notice
The Chairman, Mal Municipality invited e-tender as per given NIT within Mal Municipal area.
i) WBMAD/MAL/AMRUT 2.0/eNIT-5/2023-24 (2nd Call) Tender ID: 2023_MAD_614967_1 & 2
i) Last date of bidding (On line) dated: 20/12/2023 at 12.00 P.M.
(ii) Date of opening (On line) dated: 22/12/2023 at 12.00 P.M.
Details of which are available in the web portal www.wbtenders.gov.in & in the office of the undersigned during the office hours.
Sd/- Swapan Saha
Chairman
Mal Municipality

Notice
E-Tender is being invited from the bonafied contractors vide N.I.T. No.:- **16/PS/Phd/2023-24 Date.-29/11/2023, 17/BDO/Phd/2023-24 Date-29/11/2023, 18/BDO/Phd/2023-24 Date-05/12/2023 and 19/BDO/Phd/2023-24 Date-05/12/2023** and Last date for submission of Bids-**14/12/2023 up to 04.10 pm and 15/12/23 up to 4.40 PM.** Other details can be seen from the Notice Board of the undersigned in any working days.
Sd/-
Block Development Officer
Phansidewa Development Block
& Executive Officer,
Phansidewa Panchayet Samity

TENDER NOTICE
eNIT NO: 02/WBSRDA/DD/2023-24 (2nd Call), Date : 05.12.2023
OF THE EXECUTIVE ENGINEER, WBSRDA, DAKSHIN DINAJPUR DIVISION,
Vide Memo No. 559\WBSRDA\DD Dated: 05.12.2023
(E-Procurement)
Details of **eNIT NO: 02/WBSRDA/DD/2023-24 (2nd Call), Date : 05.12.2023** may be seen in the office of the undersigned between 11.00 hrs. to 16.00 hrs. on any working day and also be seen from Website **https://wbtenders.gov.in** (under the following organization chain - 'PANCHAYAT AND RURAL DEVELOPMENT ||WBSRDA|| DAKSHIN DINAJPUR DIVISION')
Sd-
Executive Engineer
WBSRDA
Dakshin Dinajpur Division

West Bengal Forest Development Corporation Limited
(WBFDCL), KB-19, Sector-III, Salt Lake, Kolkata – 700106.
ABRIDGED TENDER NOTICE
The undersigned publishes NITs for the project 'Carriage of Harvested 2023-24 produce' on behalf of the DM, Darjeeling Forest Corporation Division, WBFDCL as follows :

NIT No.	Name of Project	Bid Submission Start Date	Last Date of Bid Submission
08/DFCD/Timber Carriage/2023-24	Various felling sites of Bamanpokhari Range, Kurseong Division to Taipoo Depot.	06.12.2023	20.12.2023
09/DFCD/Timber Carriage/2023-24	Various felling sites of Panighata Range, Kurseong Division to Taipoo Depot.		
10/DFCD/Timber Carriage/2023-24	Various felling sites of Bamanpokhari Range, Kurseong Division to Taipoo Depot.		

Details of NITs can be seen at www.wbtenders.gov.in and www.wbfdc.com
Sd/-
DM, KFCD, WBFDCL

ভর্তি
চৌধুরীহাট শ্রী রামকৃষ্ণ আশ্রমে ছাত্র ভর্তি চলিতেছে। তৃতীয় হইতে ষষ্ঠ শ্রেণি। M-9932966039 (A/A)

চলচ্চিত্র
নামী শিল্পীর ফিল্মে অভিনয়ে নতুন ছেলে-মেয়ে চাই। বয়স ৮-৬৫। ফ্রি অডিশন শিলিগুড়ি/ কোচবিহারে। 7595865299. (C/108291)

অ্যাফিডেভিট
DL No. WB7119900899865-এ আমার পিতার নাম ভুল আছে। গত 30-11-23 তারিখে E.M Court মেখলিগঞ্জে অ্যাফিডেভিট বলে সঠিক নাম Hari Narayan Sha করা হইল। Hari Narayan Sha এবং J. Sha একই ব্যক্তি। (C/107955)

হারানো/প্রাপ্তি
গত 28 নভেম্বর, 2023 ধূপগুড়ি বাজারে আমার মাধ্যমিকের মার্কশিট, রোল নং 501702N No 0207 এবং ডব্লিউবি নার্সিং কাউন্সিলের প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় বর্ষের মার্কশিট এবং ডিপ্লোমা সার্টিফিকেট হারিয়েছে। কেউ পেয়ে থাকলে দয়া করে জানাবেন 9679709848 নম্বরে। –রাকা নন্দী, ধূপগুড়ি। (C/108390)

ত্যাজ্যপুত্র
আমি প্রদীপ কুমার বাহেতি, পিতা মৃত মহল চান্দ বাহেতি, ওয়ার্ড নং 13, দিনহাটা, জেলা-কোচবিহার। আমার পুত্র রজত বাহেতি দীর্ঘদিন যাবৎ আমার পরিবারে কোনওরকম অর্থ সাহায্য না করায় তাকে আজ 04.12.23 হইতে ত্যাজ্যপুত্র করিলাম। এবং আমার স্থাবর অস্থাবর থেকেও বঞ্চিত করিলাম। (A/A)

কর্মখালি
চৌধুরীহাট শ্রী রামকৃষ্ণ আশ্রমে আবাসিক শিক্ষক চাই। B.A, B.Sc. M-9932966039. (A/A)

•

সিটি সেন্টারের পাশে ১০৫০০ টাকা বেতনে সিকিউরিটি গার্ড ও ফিল্ড অফিসার চাই। Ph-9674333228/9830444403. (K)

Job Vacancy
Urgently required one Manager for Rave-up the Resto Bar`. Qualification-H.S.+Age-28+, Interview Date-07/12/23, Time-3 p.m. to 6 p.m. Contact No.-95479-22552, 98323-16981, Venue-Cosmos Mall. (C/108380)

আজ ও কাল আলিপুরদুয়ার
পরশু মালবাজার
৯/১০ শিলিগুড়ি
গ্রহের দোষ কাটান
৩৫০ বছরের বংশ পরম্পরায় জ্যোতিষী ও পথপ্রদর্শক
শ্রীদেবাচার্য্য
বুকিং: 9434317391/9163667741

আলিপুরদুয়ার জং.-এ ব্যালাস্ট পুনরুদ্ধারের কাজগুলি
ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.: ১৫৫/ডব্লিউ-২/এপিডিজে, তারিখ: ০১-১২-২০২৩; নিম্ন স্বাক্ষরকারীর দ্বারা নিম্নোক্ত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে; টেন্ডার নং.: ৬০-এপি-I-২০২৩; কাজের নাম: নিউ কোচবিহার-গোলকগঞ্জ- এডিইএন/II/ নিউ কোচবিহার -এর অধীনে নিউ কোচবিহার-গোলকগঞ্জ সেকশনে ব্যালাস্ট পুনরুদ্ধার। টেন্ডার মূল্য: ₹ ৮৯,৪৫,২৬৫/-; বায়না মূল্য : ₹ ১,৭৮,৯০০/-; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ১৩:০০ ঘণ্টায় এবং খোলা ২৬-১২-২০২৩ তারিখে ১৫:০০ ঘণ্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
ডিআরএম(ডব্লিউ), আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

কাটিহার ডিভিশনের অধীনে সিগন্যাল ও টেলিকম কাজ
ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং: এস-২০২৩-কে-৩২, তারিখ: ০১-১২-২০২৩। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে: ক্র. নং. ১: টেন্ডার নং: এস-২০২৩-কে-৩২, কাজের নাম: সিনি. ডিইএন/III/কাটিহার অধিক্ষেত্রের অধীনে নিউ জলপাইগুড়ি জং.-শিলিগুড়ি জং. (ইয়ার্ড লাইন)-টিটিআর (এফএস-সিএস-সিএমএসসি)-৮ সেট (১:১২-৫ সেট এবং ১:৮-৩ সেট) এবং শিলিগুড়ি জং.-আলুয়াবাড়ি রোড (এসএল)-এসইজে-৩৬ সেট -এর জন্য সিগন্যাল ও টেলিকম কাজ। টেন্ডার মূল্য: ১৩,৪১,১১৪.০৬ টাকা; বায়নার অর্থ: ২৬,৮০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার ২৬-১২-২০২৩ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় বন্ধ হবে। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ২৬-১২-২০২৩ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
ডিআরএম (এসঅ্যান্ডটি), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, বধূ জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।
আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।
আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।
ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।
হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে
উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

অবশেষে ৩১টি নতুন বাস এনবিএসটিসিতে

চাঁদকুমার বড়াল

কোচবিহার, ৫ ডিসেম্বর : নতুন ৩১টি বাস পেল উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগম। চলতি মাসেই এই বাসগুলো তারা রাস্তায় নামাবে বলে জানা গিয়েছে। তবে নতুন বাসের বেশিরভাগই দূরপাল্লা রুটের। প্রত্যেকটি বাসে ৫৫টি করে সিট রয়েছে। প্রত্যেকটি বাসের মূল্য প্রায় ৪২ লক্ষ টাকা।

সবমিলিয়ে এর জন্য ১৩ কোটি ২০ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে। নিগমের চেয়ারম্যান দীপঙ্কর পিপলাই জানিয়েছেন, ৩১টি বাস এসেছে। সেগুলো চালানোর জন্য চালকদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার কাজ চলছে। তারসঙ্গে রেজিস্ট্রেশনও হচ্ছে।

উন্নত পরিষেবা

- প্রতিটি বাসে ৫৫টি সিট
- একেকটি বাসের মূল্য প্রায় ৪২ লক্ষ টাকা
- এর জন্য ১৩ কোটি ২০ লক্ষ টাকা খরচ

সবমিলিয়ে এখন এনবিএসটিসির কাছে রকেট, আইসার, এসি, জেএনএনইউআরএম, স্ট্যান্ডার্ড এই সমস্ত মিলে ৭১৬টির মতো বাস রয়েছে। তার মধ্যে প্রতিদিন গড়ে ৫৫০টি বাস রাস্তায় চলে। ১৫০টি বাস রিজার্ভে থাকে। ৪০টির মতো বাস চালানোর পরিস্থিতিতে নেই। সেগুলো কম সিটের হওয়ায় কোনও লোকাল রুটে চালালে ক্ষতি হয়। এই বাসগুলো শহরে চলবার জন্যই কেনা হয়েছিল। এদিকে ২০২০ সালে শেষবার এনবিএসটিসি ৬০টি ডিজেল বাস কিনেছিল। তারপর তিন বছর পর নতুন বাস কেনা হল। যে বাসগুলো নতুন এসেছে সেগুলো দূরপাল্লায় চালানো হবে। আর দূরপাল্লায় যে বাসগুলো এখন চলছে তা পুরোনো হওয়ায় লোকাল রুটে চালানো হবে। কোচবিহার ওল্ড বাসস্ট্যান্ডে এখন বাসগুলো রয়েছে।

উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম রায় বলেন, '১৫ বছরের বেশি সময় ধরে চলার জন্য বহু বাস বসে গিয়েছে। তাই সমস্যা চলছিল। এখন নতুন কিছু বাস আসায় তা কিছুটা মিটল। তবে আরও বাসের প্রয়োজন। বেশ কিছু সিএনজি বাস আগামী বছরের প্রথমে আসতে চলেছে।' এখন প্রতিদিন এনবিএসটিসির যাত্রীসংখ্যা রয়েছে ১ লক্ষ ১৫ হাজার থেকে ১ লক্ষ ২৫ হাজার। সেই হিসেবে মাসে ৪০ লক্ষ যাত্রী এই সংস্থার উপর নির্ভরশিল। প্রতি মাসে বর্তমানে প্রায় ১৫-১৬ কোটি টাকা উপার্জন হয়। তার পরেও নিগমের রাজ্য সরকারের কাছ থেকে ভরতুকি নিতে হয়। বেতনের ৯০ শতাংশ ভরতুকি দেয় রাজ্য। তবে আগের চাইতে আয় বেড়েছে।

দাম বাড়াচ্ছে মারুতি

নিউজ ব্যুরো

৫ ডিসেম্বর : ভারতের বৃহত্তম যাত্রীবাহী গাড়ি প্রস্তুতকারক কোম্পানি মারুতি সুজুকির গাড়িগুলির দাম বাড়ছে। আর সেই নতুন দাম বলবৎ হবে ২০২৪ সালের জানুয়ারি থেকে। কোম্পানি সূত্রে জানা গিয়েছে, বর্তমানে পণ্যের মূল্যবৃদ্ধি ও মূল্যস্ফীতির কারণে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তবে এখনও মারুতির গাড়িগুলির দাম বৃদ্ধির মাপকাঠি ঠিক হয়নি। জানা গিয়েছে, মডেল অনুযায়ী গাড়ির দামে বদল আসবে। কোম্পানি সূত্রে খবর, বর্তমানে অন্য সমস্ত জিনিসের মূল্যবৃদ্ধি হওয়ায় গাড়ির দাম বাড়াতে হয়েছে। তবে কোম্পানি চেষ্টা করেছে যতটা সম্ভব কমদামে বাজারে আনার। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে কিছুটা দাম বাড়াতেই হয়েছে।

প্রেমের টানে অসম থেকে শামুকতলায়

রাজু সাহা

শামুকতলা, ৫ ডিসেম্বর : সোশ্যাল মিডিয়ায় বন্ধুত্ব থেকেই শামুকতলার এলাকার এক যুবকের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল অসমের এক কিশোরীর। বাড়িতে বকা খেয়ে সপ্তম শ্রেণির ওই ছাত্রী প্রেমের টানে অসম থেকে চলে আসে শামুকতলায়। ওই যুবক এখন কেরলে কাজ করছেন। কিশোরীর প্রেমিকের বাড়ির ঠিকানা আগে থেকেই জানা ছিল। তাঁদের বাড়িতে ওঠার পরেই যুবকের বাড়ির লোকজন সিনি এবং ভিলেজে লেভেল চাইল্ড প্রোটেকশন কমিটির সদস্যদের খবর দেন। তাঁরা শামুকতলা থানায় খবর দেন। পুলিশ কিশোরীকে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসে। খবর দেওয়া হয় কিশোরীর বাড়িতে। তার বাবা এলেও কিশোরী বাড়িতে যেতে রাজি না হওয়ায় শেষপর্যন্ত তাকে হোমে পাঠিয়ে দেওয়া হয় মঙ্গলবার।

ওই কিশোরী জানিয়েছে, তার দাদা মারধর করে নিয়মিত। বাবা-মা আদর করে না। সেই রাগে অভিমানে বাড়ি ছাড়ে কিশোরী। বাড়ি থেকে পালিয়ে গত রবিবার রাতে তার প্রেমিকের বাড়িতে চলে আসে। শামুকতলা থানার চাইল্ড ওয়েলফেয়ার অফিসার জগদীশ রায় বলেন, 'সপ্তম শ্রেণির ছাত্রীটিকে তার দাদা মারধর করেছিল। মা-বাবাও আদর করত না। আমরা

হোমে কিশোরী

মেয়েটিকে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে এসেছি। আমরা ওর কাউন্সেলিংয়ের ব্যবস্থা করি। কোনওভাবেই মেয়েটি বাড়ি ফিরতে রাজি হয়নি। চাইল্ড হেল্প ডেস্কের পরামর্শে মেয়েটিকে কোচবিহারে একটি হোমে পাঠানো হয়েছে। মেয়েটি যাতে পড়াশোনা করতে পারে সেটা দেখা হবে।'

মেয়েটির বাবা মেয়েকে মারধরের কথা অস্বীকার করেছেন। তিনি বলেন, 'কাউকে না জানিয়ে মেয়ে এখানে চলে আসে। ওকে বাড়িতে নিয়ে যেতে চাইলেও ফিরতে রাজি নয়।' কিশোরী অবশ্য বলে, 'আমি এখন বিয়ে করতে রাজি নই। আরও পড়তে চাই। বাড়ি ফিরলে মারধর করবে দাদা। তাই ফিরব না। হোম থেকে পড়াশোনা করব।' শামুকতলা থানার ওসি অভিষেক ভট্টাচার্য জানান, মেয়েটি পড়াশোনা করতে চাইলে তার জন্য সবরকম সহযোগিতা করা হবে।

GOVERNMENT OF WEST BENGAL

WEST BENGAL MINORITIES' DEVELOPMENT AND FINANCE CORPORATION
(A Statutory Corporation under the Government of West Bengal)
Amber, DD-27E, Sector-I, Salt Lake City, Kolkata-64

The last date for submission of application for Scholarship under "Aikyashree" and other schemes for the session 2023-24 are revised and extended as follows :

Sl. No.	Name of the Scholarship Scheme	Date extended upto (fresh / renewal)
1	Pre Matric	15.12.2023
2	Post Matric	15.01.2024
3	Merit-cum-Means	
4	SVMCM	
5	Post Matric Talent Support Programme (TSP)	

Sd/- OSD & EO Managing Director

Toll Free Number- 18001202130
Contact Number - 033-4004-7468/033-4004-7469
WhatsApp Number - 8017071714

ICA-N637(5)/2023

মূল্যায়নে নেই ১৫ শতাংশ পড়ুয়া

উদ্বিগ্ন সীমান্তের স্কুলগুলির শিক্ষক ও শিক্ষা আধিকারিকরা

পার্থসারথি রায়

সিতাই, ৫ ডিসেম্বর : স্কুলগুলিতে চলছে তৃতীয় বার্ষিক মূল্যায়ন বা বার্ষিক পরীক্ষা। কিন্তু কোচবিহার জেলার সীমান্তবর্তী এলাকায় প্রতিটি স্কুলেই পড়ুয়াদের একটা বড় অংশ এতে গরহাজির থাকছে। উদ্বিগ্ন স্কুল কর্তৃপক্ষ। উদ্বিগ্ন শিক্ষা দপ্তরের আধিকারিকরাও। স্কুলছুট পড়ুয়ার সংখ্যা কমাতে স্কুল শিক্ষা দপ্তর বিভিন্ন পদক্ষেপ করেছে। কিন্তু কোনওভাবেই স্কুলছুট পড়ুয়ার সংখ্যা কমানো যাচ্ছে না।

কোচবিহার জেলার বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী দিনহাটা মহকুমার সিতাই ও দিনহাটা-১ ও ২ ব্লকের বিভিন্ন স্কুলে মূলত দুঃস্থ শ্রমিক পরিবারের সন্তানরা লেখাপড়া করে। স্কুলগুলিতে তৃতীয় বার্ষিক মূল্যায়ন তথা বার্ষিক পরীক্ষায় ১৫ শতাংশ পড়ুয়া অনুপস্থিত। এর কারণ হিসেবে উঠে এসেছে মূলত দুটি বিষয়। একটি কারণ হল, সীমান্তের মানুষের দারিদ্র্য। সংসারে অভাব-অনটনের কারণে অনেক দুঃস্থ পরিবারের অভিভাবকদের সঙ্গে তাঁদের সন্তানরাও পরিযায়ী শ্রমিকের কাজে ভিনরাজ্যে পাড়ি দিয়েছি। দ্বিতীয় কারণটি হল, কন্যাসন্তানদের বাল্যবিবাহ। বেশ কিছু অভিভাবক সপ্তম, অষ্টম ও নবম শ্রেণিতে লেখাপড়া করা অবস্থাতেই তাদের মেয়েদের চুপিসারে বিয়ে দিয়ে দিচ্ছেন।

দিনহাটার কাজী নজরুল হাইস্কুলের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক শিবপ্রসাদ রায় বলেন, 'পঞ্চম থেকে নবম শ্রেণির পড়ুয়াদের শতকরা প্রায় ১৫ ভাগ প্রথম ও দ্বিতীয় পার্বিক মূল্যায়নে বসেছিল। তৃতীয় পার্বিক অভীক্ষায় সংখ্যাটা আরও কম।'

মাতালহাট হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক সুশান্ত বর্মন বলেন, 'শেষ মূল্যায়নে আমাদের স্কুলে গড়ে ১০ থেকে ১৫ শতাংশ পড়ুয়া গরহাজির।'

সিতাইয়ের কেশরিবাড়ি হাইস্কুলের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক তাপসকুমার বর্মন বলেন, 'আমাদের স্কুলে প্রথম ও দ্বিতীয় পার্বিক মূল্যায়নের মতো তৃতীয় তথা পার্বিক মূল্যায়নেও গড়ে প্রায় ১২ শতাংশ পড়ুয়া অনুপস্থিত।' দিনহাটার গিতালদহ হাইস্কুল, সিতাইয়ের কায়েতেরবাড়ি হাইস্কুল সহ বিভিন্ন স্কুলেও অনেক পড়ুয়া বার্ষিক মূল্যায়নে অংশ নেয়নি।

সীমান্তের বিভিন্ন স্কুল কর্তৃপক্ষ এতে চিন্তিত। সরকারি নির্দেশিকা মেনে স্কুল কর্তৃপক্ষ বছরের বিভিন্ন সময়ে স্কুলে গরহাজির পড়ুয়াদের বাড়ি বাড়ি যান। স্কুলে আসতে বলা হয়। শিক্ষা দপ্তরের লক্ষ্য স্কুলছুট পড়ুয়াদের স্কুলে ফেরানো। কিন্তু এই উদ্যোগে কাজ হচ্ছে না।

গিতালদহ হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক মলয়কুমার দাসের কথায়, 'আমরা পড়ুয়াদের লেখাপড়ায় ধারাবাহিকতা বজায় রাখার চেষ্টা করি। মূল্যায়নের আগে আমরা গরহাজির পড়ুয়াদের বাড়িতে যাই। কিন্তু গিয়ে স্কুলছুট পড়ুয়াদের দেখা পাই না। আমাদের আর করার কিছু থাকে না।'

উল্লেখ্য, পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পাশ-ফেল প্রথা নেই। থাকলে হয়তো পড়ুয়ারা স্কুলে আসত। এখন দেখা যাচ্ছে তিনটি মূল্যায়নের কোনওটিতেও অংশ না নিয়ে পরের বছর নতুন শ্রেণিতে পড়তে স্কুলে আসছে অনেকে। এরকম পড়ুয়াদের পঠনপাঠানের গতি স্বাভাবিক করতে স্কুলে শিক্ষকদের বেগ পেতে হয়। চামটা আদর্শ হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক সুদেব দত্ত বলেন, 'পঞ্চম থেকে অষ্টম পর্যন্ত পড়ুয়াদের অনেকে পরের বছর নতুন শ্রেণিতে পড়াশোনা করতে আসে। অন্যদের সঙ্গে এদের পঠনপাঠন চালাতে সমস্যা হয়। কারণ, আগের শ্রেণির প্রায় কিছুই তারা পড়েনি।

সীমান্তের শিক্ষানুরাগীদের মধ্যে মাধব বর্মন বলেন, 'আসলে আমাদের প্রান্তিক এলাকায় কর্মসংস্থান বলতে কিছুই নেই। অভাব দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে। অনেকে সংসারের অভাব ঘোঁচাতে ব্যস্ত। তারা সন্তানদের পড়াতে চান। কিন্তু সকলের পক্ষে তা সম্ভব হয়নি। সরকারের উচিত আগে মানুষের জন্য উপযুক্ত কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা।

গোটা বিষয়টি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে সিতাই সার্কেলের এসআই পলাশ লালা বলেন, 'সীমান্তবর্তী এলাকার স্কুলছুট পড়ুয়াদের ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বেগ থাকাটাই স্বাভাবিক। খোঁজ নিয়ে জানা গিয়েছে, স্কুলছুটদের বেশিরভাগই পরিযায়ী শ্রমিক পরিবারের ছেলেমেয়ে। সরকারি গাইডলাইন মেনে শিক্ষা দপ্তরের তরফে স্কুলছুট পড়ুয়াদের স্কুলে ফেরানোর চেষ্টা চালানো হচ্ছে।'

দিনহাটা-২ সার্কেলের এসআই সুদীপ মজুমদার বলেন, 'এই সময়ে সীমান্তের পরিযায়ী শ্রমিকরা বিভিন্ন কাজে বাইরে থাকেন। বেশ কিছু পড়ুয়া তাদের অভিভাবকদের সঙ্গেই বাইরে চলে যেতে বাধ্য হয়। তাদের পড়াশোনা ঠিকমতো হয় না। এদের অনেকে শেষপর্যন্ত সংসার চালাতে পরিযায়ী শ্রমিক হয়ে যায়।'

পরীক্ষা চলছে। কাজী নজরুল উচ্চবিদ্যালয়ে। মঙ্গলবার।– সংবাদচিত্র

উদ্যোগে ধাক্কা

- অভিভাবক পরিযায়ী শ্রমিক। স্কুল পড়ুয়া সন্তান তাঁর সঙ্গে বাইরে চলে যায়
- এই পড়ুয়াদের স্কুলে আসা হয় না। পার্বিক মূল্যায়নে বসতে পারে না
- এদের স্কুলে ফেরানোর চেষ্টা করছে কর্তৃপক্ষ। কিন্তু ফল মিলছে না
- নাবালিকা পড়ুয়াদের গোপনে বিয়েও দিচ্ছেন অভিভাবকরা

কলকাতায় সুবিধা পোর্টালের দপ্তরে বৈঠকে চ্যাংরাবান্ধা ও ফুলবাড়ির ব্যবসায়ীরা। মঙ্গলবার। — সংবাদচিত্র

সুবিধা পোর্টালে রাজস্ব কমার আশা

গৌতম সরকার

চ্যাংরাবান্ধা, ৫ ডিসেম্বর : ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে বৈদেশিক বাণিজ্যের কাজে রাজ্য সরকার সুবিধা পোর্টাল চালু করেছে। সেই পোর্টালে এখন যে রাজস্ব নেওয়া হচ্ছে তা কমে অর্ধেকও হতে পারে। দু'একদিনের মধ্যে এ নিয়ে সরকারি নির্দেশিকাও জারি হতে পারে। মঙ্গলবার কলকাতায় ব্যবসায়ীদের সঙ্গে সুবিধা পোর্টালের আধিকারিকদের বৈঠকের পর এমনটাই আভাস মিলছে। এই খবর চ্যাংরাবান্ধা স্থলবন্দরে পৌঁছাতেই খুশি বৈদেশিক বাণিজ্যের সঙ্গে যুক্ত ব্যবসায়ী ও অন্যরা। এদিকে, এমন আভাস মেলায় ব্যবসায়ীরাও আর কোনওরকমের আন্দোলনের পথে যাচ্ছে না। আগের মতোই স্বাভাবিকভাবেই বৈদেশিক বাণিজ্যের কাজ চলবে বলে তাঁরা জানিয়েছেন।

জানা গিয়েছে, এদিন কলকাতায় চ্যাংরাবান্ধা ও ফুলবাড়ি সীমান্তের ব্যবসায়ী, ট্রাক মালিক এবং সিঅ্যান্ডএফ এজেন্টস অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিনিধিদের সঙ্গে সুবিধা পোর্টালের দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক সুকেশ জৈনের উপস্থিতিতে আধিকারিকদের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বেলা ১২টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত বৈঠক চলে।

> সুবিধা পোর্টালের রাজস্ব কমানোর দাবিতে আলোচনা করতেই আমরা কলকাতায় এসেছি। বৈঠকে আমাদের দাবির বিষয়ে গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা হয়েছে। কর্তৃপক্ষ আশ্বাস দিয়েছে। আমরা খুব খুশি। দাবি পূরণের বিষয়েও আশাবাদী আমরা।
>
> –ইদু সদাগর, সম্পাদক
> এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন

বৈঠক শেষে প্রতিনিধিদলে থাকা চ্যাংরাবান্ধা এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক ইদু সদাগর জানান, সুবিধা পোর্টালের রাজস্ব কমানোর দাবিতে আলোচনা করতেই আমরা কলকাতায় এসেছি। বৈঠকে আমাদের দাবির বিষয়ে গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা হয়েছে। কর্তৃপক্ষ আশ্বাস দিয়েছে। আমরা খুব খুশি। দাবি পূরণের বিষয়েও আশাবাদী আমরা। তাই এ নিয়ে এখন আর আমরা কোনওরকমের আন্দোলনের পথে যাচ্ছি না। বৈদেশিক বাণিজ্যের কাজ স্বাভাবিকভাবেই চলবে।

কোচবিহার জেলার চ্যাংরাবান্ধা সীমান্তেও বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের সুবিধা পোর্টাল ব্যবস্থা চালু রয়েছে। এই ব্যবস্থায় বর্তমানে ট্রাকপিছু যে রাজস্ব জমা নেওয়া হচ্ছে সেটা কমানোর দাবিতেই গত সোমবার চ্যাংরাবান্ধা স্থলবন্দর দিয়ে রপ্তানি বাণিজ্য পুরো বন্ধ রেখে প্রতিবাদ আন্দোলনের ডাক দিয়েছিলেন ব্যবসায়ী সহ এই কাজের সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন সংগঠনগুলি। এনিয়ে আলোচনা করতে গত শনিবার সন্ধ্যায় চ্যাংরাবান্ধা সীমান্তের কাছে অতিথিনিবাসে বৈঠকেও বসেছিলেন তাঁরা। সেই বৈঠকে জলপাইগুড়ি জেলার ফুলবাড়ি স্থলবন্দরের ব্যবসায়ীরাও উপস্থিত ছিলেন। সেই বৈঠকেই চ্যাংরাবান্ধা ও ফুলবাড়ি এই দুটি স্থলবন্দর দিয়ে বাংলাদেশে পণ্য রপ্তানি বন্ধ রেখে আন্দোলনের হুমকি দিয়েছিলেন তাঁরা।

কিন্তু তার আগেই রবিবার তড়িঘড়ি আন্দোলনকারীদের ডেকে মাথাভাঙ্গায় অতিরিক্ত পুলিশ সুপারের দপ্তরে বৈঠক করেন কোচবিহার জেলা প্রশাসনের কর্তারা। সেই বৈঠকেই এনিয়ে আলোচনার জন্য ব্যবসায়ীদের প্রতিনিধিদলের কলকাতায় সুবিধা পোর্টালের দপ্তরে যাবার বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়। সেই অনুযায়ী এদিন কলকাতায় ফুলবাড়ি ও চ্যাংরাবান্ধা স্থলবন্দরের প্রতিনিধিদলের সদস্যরা সুবিধা পোর্টালের দপ্তরে দিয়ে আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করেন।

সুবিধা পোর্টাল ব্যবসায় ট্রাকপিছু পাঁচ থেকে দশ হাজার টাকা রাজস্ব দিতে হচ্ছে। ছয়চাকার ট্রাকে পাঁচ হাজার এবং দশচাকার ট্রাকে দশ হাজার টাকা রাজস্ব ধার্য করা হয়েছে। এই রাজস্ব পাঁচ হাজার থেকে কমিয়ে দুই হাজার, দশ হাজার থেকে কমিয়ে পাঁচ হাজার করার দাবি জানান ব্যবসায়ীরা। এনিয়েই আশ্বাস মেলায় খুশি সংশ্লিষ্ট সবাই। চ্যাংরাবান্ধা এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি বিমলকুমার ঘোষের বক্তব্য, প্রশাসনের আশ্বাসে আমরা খুশি।

এই নলকূপ ও ট্যাপকলে জল মেলে না। ভাগাড়িরপাড় অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের পাশে। — সংবাদচিত্র

অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে জল নেই, সমস্যায় শিশুরা

গৌতম দাস

তুফানগঞ্জ, ৫ ডিসেম্বর : জলের অপর নাম জীবন। আর এই জলই যদি না পাওয়া যায় তবে শিশুদের স্বাস্থ্য রক্ষা হবে কীভাবে? তুফানগঞ্জ-১ ব্লকের অন্দরান ফুলবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের ৯/১৯৪ নম্বর বুথের ভাগাড়িরপাড় ২৯৯ নম্বর অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে কয়েক মাস আগে পরিস্রুত পানীয় জলের কল বসানো হলেও হাতেগোনা ১০-১৫ দিন জল পড়েছিল। প্রায় তিন মাস থেকে আসছে না পানীয় জল। অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে একটি নলকূপ থাকলেও সেই জল ব্যবহারের অযোগ্য। তাই রান্না করা, শিশুদের খাওয়ার জন্য পড়শির বাড়ি থেকে জল বয়ে আনতে হয়। কেন্দ্রে নেই স্থায়ী রাঁধুনি। এলাকার এক গৃহবধূ বিনা পারিশ্রমিকে রান্না করে দিচ্ছেন। শুরু থেকেই এখানে নিয়োগ করা হয়নি রাঁধুনি।

কেন্দ্রে ৬ মাস থেকে ৩ বছর পর্যন্ত শিশু রয়েছে ১৮টি। ৩ বছর থেকে ৬ বছর পর্যন্ত শিশু আছে ৩০টি। গর্ভবতী ও প্রসূতি আছেন ৬ জন। এতজনের রান্নার জন্য স্থায়ী রাঁধুনি নিয়োগ করা না হলে আগামীদিনে সমস্যা হতে পারে বলেই আশঙ্কা করছেন স্থানীয়রা। এছাড়াও অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের শৌচালয় ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে উঠেছে। নেই বিদ্যুৎ ব্যবস্থা। নিম্নমানের কাজ হওয়ায় ঘরের মেঝেতে উইপোকা মাটি তোলে। সবকিছুই অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী নিজের হাতে সামাল দেন। যত্ন সহকারে শিশুদের খাবার তৈরি করা হয় বলে খাবারের মান নিয়ে কারও কোনও অভিযোগ নেই। তবে পানীয় জলের সমস্যা মিটছে না।

> পানীয় জলের সমস্যা বহু বছরের। সম্প্রতি পরিস্রুত পানীয় জলের সংযোগ দেওয়া হয়। কয়েকদিন জল এসেছিল। এখন আসছে না। পাশের বাড়ি থেকে রান্নার ও খাবারের জল আনতে হয়।
>
> –সুস্মিতা দাস মণ্ডল
> অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী

অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে আসা ঝর্ণা সরকার বলেন, 'কয়েক মাস ধরে পানীয় জল আসছে না। ফলে বাড়ি থেকে শিশুদের খাবার আনতে হয়। জল শেষ হয়ে গেলে সমস্যায় পড়তে শিশুরা। শীঘ্রই পানীয় জলের সমস্যা মেটানো দরকার।' অন্দরান ফুলবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান শুক্লা সরকার অধিকারী বলেন, 'অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের সমস্যার বিষয়ে কিছুই জানি না। খোঁজ নেব।'

অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী সুস্মিতা দাস মণ্ডল বলেন, 'পানীয় জলের সমস্যা বহু বছরের। সম্প্রতি পরিস্রুত পানীয় জলের সংযোগ দেওয়া হয়। কয়েকদিন জল এসেছিল। এখন আসছে না। পাশের বাড়ি থেকে রান্নার ও খাবারের জল আনতে হয়। এছাড়াও আরও অনেক সমস্যা রয়েছে। খুব শীঘ্রই পানীয় জলের ব্যবস্থা করা দরকার।'

জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি বিভাগের তুফানগঞ্জ শাখার সহকারী বাস্তুকার তরুব্রত রায় বলেন, 'কেন জল মিলছে না তা জানি না। বিষয়টি খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেব।'

মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেওয়া জওয়ান প্রয়াত

মেখলিগঞ্জ, ৫ ডিসেম্বর : মঙ্গলবার সকালে প্রয়াত হলেন একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের সৈনিক তথা এসএসবির অবসরপ্রাপ্ত অ্যাসিস্ট্যান্ট কমান্ডান্ট (জেনারেল ডিউটি) দুর্গাপ্রসন্নদেব গোস্বামী ওরফে রানা। মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল ৭৪ বছর। অবসর নেওয়ার পর নিজেকে সামাজিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত রেখেছিলেন। এদিন তাঁর মৃত্যুর খবরে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে। এসএসবির ৩৪ নম্বর ব্যাটালিয়নের পক্ষ থেকে রানাকে 'গার্ড অফ অনার' দেওয়া হয়। দুপুরে তাঁকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে মেখলিগঞ্জে আসেন এসএসবি-র শিলিগুড়ি ফ্রন্টিয়ারের আইজি আইপিএস সুধীর কুমার। এক্স সেন্ট্রাল আর্মড পুলিশ ফোর্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন ওয়েস্ট বেঙ্গলের কোচবিহার জেলা কমিটির তরফেও তাঁকে শ্রদ্ধা জানানো হয়।

ওই সংগঠনের সদস্য কমলকৃষ্ণ কুণ্ডু বলেন, 'দুর্গাপ্রসন্নদেববাবু ৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন।' অপারেশন ব্লু স্টারেও তিনি অংশ নিয়েছিলেন বলে পরিবার সূত্রে খবর। অবসরের পর ঠিক থাকলেও বেশ কয়েক বছর ধরেই বার্ধক্যজনিত সমস্যায় ভুগছিলেন। সোমবার রাতে শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যার কারণে তাঁকে মেখলিগঞ্জ মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানেই মারা যান অবিবাহিত দুর্গাপ্রসন্নদেব।

রাসমেলায় সাংস্কৃতিক মঞ্চ

সিতাই, ৫ ডিসেম্বর : মঙ্গলবার রাতে কোচবিহার জেলার দিনহাটা-১ ব্লকের অন্তর্গত মাতালহাট ত্রিদেবের বাজারে বড়ভিটা রামকৃষ্ণ সংঘ ও পাঠাগারের উদ্যোগে আয়োজিত রাসমেলার সাংস্কৃতিক মঞ্চের উদ্বোধন হল। উদ্বোধন করেন জেলা পরিষদের সভাধিপতি সুমিতা বর্মন। মেলা চলবে আগামী ১৩ ডিসেম্বর পর্যন্ত।

এসএসবির প্রতিষ্ঠা দিবস

পারডুবি, ৫ ডিসেম্বর : মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের হিন্দুস্তান মোড় সংলগ্ন এসএসবি হেডকোয়ার্টার ক্যাম্প চত্বরে মঙ্গলবার এসএসবির ৩৪ নম্বর ব্যাটালিয়ন হেডকোয়ার্টারের উদ্যোগে এই ব্যাটালিয়নের ১৮তম রাইজিং ডে তথা প্রতিষ্ঠা দিবস পালিত হল। এদিনের অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন শিলিগুড়ির ডিআইজি অশোককুমার ঠাকুর ও আইজি সুধীর কুমার। উপস্থিত ছিলেন সংশ্লিষ্ট ব্যাটালিয়নের কমান্ডান্ট রাজেশ সিং, ডেপুটি কমান্ডান্ট মণিরাম রায় প্রমুখ। এদিন সুধীর কুমার স্বাগত ভাষণে সমস্ত ক্ষেত্রে অনুকরণীয় দায়িত্ব পালনে এবং পরিষেবা, সুরক্ষা, ভ্রাতৃত্ববোধ স্থাপনের লক্ষ্যে উৎসাহিত করেন।

এদিন ব্যাটালিয়নের এসএসবি জওয়ানরা তাঁদের বিভাগীয় নানারকম অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। এছাড়াও দড়ি টানাটানি খেলা সহ নানা খেলা অনুষ্ঠিত হয়। এসএসবি ৩৪ নম্বর হেডকোয়ার্টার ও জি কোম্পানির জওয়ানদের মধ্যে ভলিবল টুর্নামেন্ট হয়। তাতে এসএসবির জি কোম্পানির জওয়ানরা জয়লাভ করেন। এছাড়াও এদিন জওয়ানদের খুদে ছেলেমেয়েরা বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়। রাতে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। রাজেশ জানান, অনুষ্ঠান শেষে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়।

কর্মশালা

কোচবিহার, ৫ ডিসেম্বর : সমগ্র শিক্ষা মিশনের সহযোগিতায় এবং খাগড়াবাড়ি চক্র সম্পদ কেন্দ্রের ব্যবস্থাপনায় চক্রের সমস্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং শিশুশিক্ষাকেন্দ্রের সহায়িকাদের নিয়ে আয়োজিত কর্মশালা শেষ হল মঙ্গলবার। খাগড়াবাড়ি চক্র সম্পদ কেন্দ্র সূত্রে খবর, নতুন শিক্ষাবর্ষ থেকে প্রাক-প্রাথমিকের পড়ুয়াদের জন্য 'বিহান' নামে একটি পাঠ্যপুস্তক চালু হচ্ছে। খুদেদের ওই পাঠ্য কীভাবে শিক্ষকরা পড়াবেন তা নিয়ে কর্মশালায় বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে।

অবৈধ নির্মাণ রুখতে পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি। মঙ্গলবার। ছবি : বিশ্বজিৎ সরকার

অবৈধ নির্মাণ রুখল পঞ্চায়েত সমিতি

শীতলকুচি, ৫ ডিসেম্বর : শীতলকুচি মার্কেট কমপ্লেক্সে অস্থায়ী নির্মাণ রুখল শীতলকুচি পঞ্চায়েত সমিতি। এক বাইক মেকানিক শীতলকুচি সুপার মার্কেটে পঞ্চায়েত সমিতিকে না জানিয়ে অবৈধভাবে দোকান নির্মাণ শুরু করে। বিষয়টি নজরে আসায় মঙ্গলবার ঘটনাস্থলে যান শীতলকুচি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মদন বর্মন ও বিডিও অফিসের আধিকারিকরা। অভিযোগ খতিয়ে দেখে মোটর সাইকেল মেকানিককে তাঁর দোকান সরিয়ে নেওয়ার নির্দেশ দেন। মদন বলেন, অভিযোগ পেয়ে ঘটনাস্থলে এসে বিষয়টি খতিয়ে দেখা হল।

বাসিন্দাদের একাংশের অভিযোগ, মার্কেট কমপ্লেক্সে পানীয় জলের রিজার্ভার ঘেঁষে একটি অস্থায়ী দোকান নির্মাণ করা হয়েছে। সেখানে এয়ার কম্প্রেসার মেশিন রেখে বিভিন্ন গাড়ি সারাইয়ের কাজ চলছিল। খবর পেয়ে সেখানে যান শীতলকুচি বাজার ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক তপনকুমার গুহ ও পঞ্চায়েত সমিতির বিদ্যুৎ কর্মাধ্যক্ষ সোবাহান আলি মিয়াঁ। ওই দোকান মালিকের দেখা না মেলায় ফোন করে অবৈধ নির্মাণ ও মেশিনটি সরানোর নির্দেশ দেন সভাপতি।

স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত ও ব্যবসায়ী সমিতিকে বিষয়টি জানানো হয়েছে। ওই ব্যক্তিকে অবৈধ নির্মাণ ও মেশিনটি সরানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এবিষয়ে অভিযুক্ত মেকানিক মঈনউদ্দিন মিয়াঁর বক্তব্য, 'মেশিনটি ওখান থেকে সরিয়ে নিয়েছি। মেশিনটি বাড়ি নিয়ে যেতে কোনও গাড়ি না পাওয়ায় সেখানে রেখেছিলাম। ওখানে কোনও কাজ করিনি।'

চিতাবাঘের হানায় জখম শ্রমিক

কালচিনি, ৫ ডিসেম্বর : চিতাবাঘের হামলায় এক চা বাগান শ্রমিক গুরুতর জখম হলেন। মঙ্গলবার সকালে কালচিনির আটিয়াবাড়ি চা বাগানের ঘটনা। আহত শ্রমিক সরবন বড়াইক এদিন সকালে বাড়ি থেকে কিছুটা দূরে বাগানের ৯ নম্বর সেকশনে শৌচকর্ম করতে গিয়েছিলেন। সেই সময় চা বাগানের ঝোপের আড়াল থেকে বের হয়ে একটি চিতাবাঘ ঝাঁপিয়ে পড়ে সরবনের ওপর।

অতর্কিত আক্রমণে প্রথমে কিছুটা ঘাবড়ে গেলেও পরে নিজেকে সামলে চিতাবাঘটিকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেন ওই শ্রমিক। তাঁর চিৎকারে বাগানের অন্য শ্রমিকরা ছুটে এলে চিতাবাঘটি পালিয়ে যায়। এরপর শ্রমিকরা আহতকে লতাবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে তাঁর মাথায় ১৩টি সেলাই পড়ে।

পকেটে টান, ভিড় কম জোড়াইমেলায়

নৃসিংহপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়

বারবিশা, ৫ ডিসেম্বর : উদ্যোক্তারা আশ্বাস দিচ্ছেন, মেলা জমবে ঠিকই। কিন্তু তাতে ব্যবসায়ীদের উদ্বেগ কাটছে না। গত শুক্রবার থেকে শুরু হয়েছে রামপুর-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের ঐতিহ্যবাহী জোড়াই রাসমেলা। চলবে টানা ১৫ দিন। সেখানে রকমারি দোকানপাট তো রয়েছেই, সেইসঙ্গে মুক্তমঞ্চে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন রয়েছে। রয়েছে সার্কাস, নাগরদোলার মতো হরেক রাইড। তারপরেও কাঙ্ক্ষিত সেই ভিড়ের দেখা নেই। বলছেন ব্যবসায়ীরাই।

খদ্দেরের আশায় সন্ধে থেকে গভীর রাত পর্যন্ত রকমারি পসরা সাজিয়ে বসে থাকছেন। আশানুরূপ বিক্রিবাটা না হওয়ায় কার্যত হতাশ মেলায় আগত ব্যবসায়ীদের একাংশ। উৎসাহী দর্শক-শ্রোতার অভাবে মুক্তমঞ্চের চেয়ারগুলোও ফাঁকা পড়ে থাকছে। যদিও উদ্যোক্তাদের আশা, আরও ২-৩ দিনের মধ্যেই জমে উঠবে মেলা। কিন্তু এমন দশা হল কেন?

মেলা জমে না ওঠার পেছনে একাধিক কারণ রয়েছে বলে মনে করছেন এলাকার বাসিন্দারা। তাঁরা বলছেন, সপ্তাহখানেক আগেও মানুষজন বারবিশা বিবেকানন্দ ক্লাবের কালীমেলার আনন্দ উপভোগ করেছেন। পাশাপাশি রামপুরে নবজাগরণ সংঘের কালীমেলায় ঘুরেছেন উৎসাহীরা। দুর্গাপুজো, কালীপুজো, জগদ্ধাত্রীপুজো, ছটপুজোকে ঘিরে আয়োজিত মেলা ঘুরে পছন্দের কেনাকাটা সেরে সাধারণ মানুষের হাত এখন ফাঁকা। তাই জোড়াই রাসমেলায় ভিড় কম হচ্ছে। পশ্চিম রামপুরের প্রবীণ বাসিন্দা গণেশ দাস বলেন, 'হাতে টাকা না থাকলে আর মেলায় এসে কী হবে?'

উত্তর রামপুরের বাসিন্দা রবি দাস মনে করেন, মেলা জমে না ওঠার পেছনে বড় কারণ হল সরকারি ও বেসরকারি স্কুলগুলোর পরীক্ষা। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকের টেস্টের পাশাপাশি প্রাথমিক থেকে নবম শ্রেণির বার্ষিক পরীক্ষাও চলছে। ফাইনাল এবং টেস্ট শেষ না হলে অধিকাংশ অভিভাবক সন্তানকে নিয়ে মেলামুখী হবেন না। এছাড়া অনেকে ঘরের পাশের মেলা ছেড়ে কোচবিহার রাসমেলাতেও যাচ্ছেন। উদ্যোক্তারা এখনই নেতিবাচক কিছু বলতে রাজি নন। জোড়াই রাসমেলা কমিটির যুগ্ম সম্পাদক প্রণয় কর বলেন, 'এমনটা এই প্রথম নয়। প্রত্যেকবারই মেলা শুরুর থেকে কয়েকটা দিন ফাঁকা ফাঁকাই যায়। তারপর উৎসাহী মানুষের ভিড় বাড়তে থাকে। আশা করছি, এবারেও তাই হবে।'

আশার কথা শোনা গিয়েছে এলাকার বাসিন্দাদের মুখেও। রামপুর-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসিন্দা পুলক সাহার কথায়, 'কয়েকদিন গেলেই ভিড় হবে।' একই কথা বলেন জোড়াই অষ্টমীঘাট এলাকার বাসিন্দা সন্ধ্যা বর্মনও।

আশানুরূপ ভিড় নেই জোড়াই রাসমেলায়। মঙ্গলবার রাতে। –সংবাদচিত্র

টুকরো খবর

সেরাদের পুরস্কার

পারডুবি, ৫ ডিসেম্বর : ব্লকের সেরা দুর্গাপুজো উদ্যোক্তাদের শারদ সম্মান তুলে দিল মাথাভাঙ্গা-২ পঞ্চায়েত সমিতি ও ব্লক প্রশাসন। বিডিও অফিসে মঙ্গলবার বিকেলে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ব্লকের পাঁচটি কমিটিকে শারদ সম্মান ও আর্থিক পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে ছিলেন বিডিও উজ্জ্বল সরদার, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সাবলু বর্মন প্রমুখ। এদিন নিশিগঞ্জ ক্লাব, নিশিগঞ্জ নেতাজি স্পোর্টিং ক্লাব, নিশিগঞ্জ মৈত্রী সংঘ, এগারোমাইল চৌপথি দুর্গোৎসব কমিটি, বড় শৌলমারির সিঙ্গিজানি মধ্যপাড়া মহিলা সংঘকে শারদ সম্মান দেওয়া হয়। পাশাপাশি সংবর্ধনা দেওয়া হয় পঞ্চায়েত সমিতির প্রাক্তন সভাপতি সুমিত্রা বর্মনকে।

পথসভা

সোনাপুর, ৫ ডিসেম্বর : একাধিক ইস্যুকে সামনে রেখে মঙ্গলবার আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের বাবুরহাটে পথসভা করল সিপিএম। একশো দিনের বকেয়া মজুরি মেটানো, বিদ্যুতের স্মার্ট মিটার চালুর বিরোধিতা, নদী থেকে বালি-পাথর উত্তোলনের সরকারি অনুমোদন, মুন্সিপাড়া উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রে স্থায়ী চিকিৎসক নিয়োগ সহ বিভিন্ন দাবিতে সোচ্চার হন নেতারা। ৭ ডিসেম্বর এই দাবিগুলো নিয়ে বিডিওকে স্মারকলিপি দেওয়া হবে। এদিনের পথসভায় উপস্থিত ছিলেন সিপিএমের জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য মৃণাল সেনগুপ্ত, সিপিএম নেতা গুরুদেব বর্মন, তপন বর্মন, জয়নাথ রায়, অরবিন্দ রায়, ভূপেন বর্মন প্রমুখ।

গ্রাম সংসদ

সোনাপুর, ৫ ডিসেম্বর : পাতলাখাওয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের তরফে মঙ্গলবার আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের সাহেবপোঁতায় গ্রামসভা হল। গ্রাম পঞ্চায়েতের ১২/৩৪ বুথের রবীন্দ্র প্রাথমিক বিদ্যাপীঠে সভার আয়োজন করা হয়েছিল। স্থানীয় বাসিন্দারা ছাড়াও গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য ও গ্রাম পঞ্চায়েত কর্মীরা এদিনের সভায় উপস্থিত ছিলেন। আগামীতে গ্রামে কী কী কাজ হবে, সে নিয়ে আলোচনা হয়েছে।

রেলের অনুষ্ঠান

আলিপুরদুয়ার, ৫ ডিসেম্বর : উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের ডিভিশনাল বাদ্যযন্ত্র, নৃত্য ও নাটক প্রতিযোগিতা হল মঙ্গলবার। সেখানে রেলকর্মী ও তাঁদের পরিবারের কচিকাঁচারা অংশ নেয়। রেলওয়ে ইনস্টিটিউট হলঘরে আয়োজিত প্রতিযোগিতায় তিনটি বিভাগে ১৫ জনকে পুরস্কৃত করা হয়। অনুষ্ঠানে ছিলেন আলিপুরদুয়ারের ডিআরএম অমরজিৎ গৌতম সহ রেলের অন্যান্য আধিকারিকরা।

বধূর অপমৃত্যু

নিশিগঞ্জ, ৫ ডিসেম্বর : বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হল এক গৃহবধূর। ঘটনাটি নিশিগঞ্জ-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের রুনিবাড়ি এলাকার। মৃতের নাম তাপসী বর্মন (২৭)। মঙ্গলবার স্নানের জন্য হিটারে জল গরম করছিলেন তাপসী। জল গরম হয়েছে কি না তা দেখতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে লুটিয়ে পড়েন তিনি।

পরিবারের লোকজন তড়িঘড়ি তাপসীকে নিশিগঞ্জ গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে ডাক্তার তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। দেহ ময়নাতদন্তে পাঠায় পুলিশ। নিশিগঞ্জ ফাঁড়ির পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

গাঁজা গাছ ধ্বংস

দিনহাটা, ৫ ডিসেম্বর : দিনহাটায় অবৈধ গাঁজা গাছ ধ্বংস করতে পুলিশ অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে। মঙ্গলবার আইসি সুরজ থাপার নেতৃত্বে বিশাল পুলিশবাহিনী দিনহাটা থানার গিতালদহ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার ভারবান্দা, পেটলা গ্রাম পঞ্চায়েতের রাজখোড়া, দক্ষিণ পশ্চিম পেটলা সহ বিভিন্ন গ্রামে অভিযান চালিয়ে প্রায় ৪৩ বিঘার গাঁজা গাছ কেটে পুড়িয়ে ফেলে। সঙ্গে ছিলেন আবগারি ও ভূমি দপ্তরের আধিকারিকরা।

পুলিশ জানিয়েছে, এদিন বিভিন্ন এলাকায় অবৈধভাবে চাষ করা গাঁজাখেত নষ্ট করা হয়। ধারাবাহিকভাবে এই অভিযান চলবে।

বিডিও-কে ৬ দফা

শীতলকুচি, ৫ ডিসেম্বর : মঙ্গলবার বিভিন্ন দাবি জানানো হল শীতলকুচির বিডিওকে। সারা ভারত কৃষকসভার শীতলকুচি ব্লক কমিটি একটি দাবিপত্র দিয়েছে তাঁকে। অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সারা ভারত কৃষকসভা শীতলকুচি ব্লক কমিটির সম্পাদক নরেশচন্দ্র বর্মন। নরেশবাবু জানান, অনলাইনে নয়, সরাসরি কৃষকদের কাছ থেকে ধান কেনা, সারের কালোবাজারি বন্ধ ও স্মার্ট বৈদ্যুতিক মিটার বাতিল করা সহ আমরা ছয় দফা দাবি জানিয়েছি।

পদাধিকারীদের নাম নিয়ে কোন্দল পদ্মে

তুফানগঞ্জ, ৫ ডিসেম্বর : একের পর পদাধিকারীদের নাম ঘোষণা করছে বিজেপি। কখনও কিষান মোর্চা আবার কখনও বিজেপি যুব মোর্চার কমিটির নাম জানানো হচ্ছে। কিন্তু প্রতিটি ক্ষেত্রেই অস্বস্তির মুখে পড়তে হচ্ছে বিজেপিকে। আলোচনা না করেই দায়িত্ব ভাগ করে দেওয়া হচ্ছে। যা নিয়ে দলের অন্দরে কোন্দল প্রকাশ্যে আসছে।

তুফানগঞ্জ ৫ নম্বর শহর মণ্ডলের পক্ষ থেকে ৩ ডিসেম্বর বিজেপির কিষান মোর্চার পদাধিকারীদের তালিকা প্রকাশিত হয়। সেই তালিকায় সম্পাদক পদে ববিতা রায় সরকারের নাম ঘোষণা করা হয়। নাম ঘোষণার পর একটি কপি সামাজিক মাধ্যমে দেওয়া হয়। সেই কপিই তুলে ক্ষোভ উগরে দেন ববিতা। ৪ ডিসেম্বর তাঁর নামের কপি সামাজিক মাধ্যমে দিয়ে তিনি বলেন, 'আমি বিজেপির সমর্থক। তবে কোনও পদে থাকতে চাই না। আমার সঙ্গে আলোচনা না করেই নাম এবং মোবাইল নম্বর ঘোষণা করা হয়েছে। যাঁরা নাম ঘোষণা করেছেন তাঁদের মাথা ঠিক নেই।'

একইভাবে সমস্যা তৈরি হয় এসসি মোর্চার এক পদাধিকারীর নাম ঘোষণা নিয়ে। আগের অস্বস্তি কাটিয়ে উঠতে না উঠতেই ফের বিতর্ক তৈরি হওয়ায় সমস্যায় পড়েছে বিজেপি। বিষয়টি নিয়ে কটাক্ষ করে তৃণমূলের তুফানগঞ্জ শহর ব্লকের সভাপতি ইন্দ্রজিৎ ধর বলেন, 'বিজেপি করার মতো লোক নেই। তাই আলোচনা না করেই কমিটিতে নাম ঘোষণা করছে বিজেপি। যাঁরা এখন পদে রয়েছেন তাঁরাও ছেড়ে পালিয়ে যাবেন।' বিষয়টি নিয়ে তুফানগঞ্জ শহর মণ্ডলের কিষান মোর্চার সভাপতি রাজা সেন বলেন, 'বিষয়টিতে আমাদের ভুল হয়েছে। আমরা আলোচনা করে সমাধান করে নেব।'

'দায়িত্ব' ভাগ করে গাঁজার কারবার

শিবশংকর সূত্রধর

মাঝে মাঝে পুলিশ গাঁজা গাছ নষ্ট করে। মঙ্গলবার এমনই ছবি সিতাইয়ের এক গ্রামে।

কোচবিহার, ৫ ডিসেম্বর : কোনও কারণে পুলিশের হাতে কেউ ধরা পড়লেও চক্রের নাম যাতে ফাঁস না হয়ে যায় সেজন্য গাঁজার কারবারিরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই একজন কর্মীকে একাধিক প্রক্রিয়ায় কাজে লাগায় না। নদীর চরে ফাঁকা জমিতে গাঁজা চাষ করা তুলনামূলক কম ঝুঁকির কাজ হলেও সেই গাঁজা খেত থেকে তুলে প্রক্রিয়াকরণ করে ক্রেতার হাতে পৌঁছে দেওয়াই সবচেয়ে বেশি ঝুঁকির কাজ। এই কাজগুলি অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে করে কারবারিরা। ডিসেম্বরের শুরু থেকে জানুয়ারি মাস পর্যন্ত সময়ে গাঁজা গাছ পরিপক্ব হয়ে ওঠে। এই সময়েই খেত থেকে গাছ তুলে প্রক্রিয়াকরণ করা হয়।

পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে গাঁজা চাষ সম্পন্ন হয়ে গেলেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে চাষিদের দায়িত্ব শেষ হয়ে যায়। চাষি শুধুমাত্র কারবারিদের কাছ থেকে দাদন অর্থাৎ অগ্রিম টাকা নিয়ে গাঁজার চাষ করে দেন। এরপর বাকি দায়িত্ব থাকে কারবারিদের উপরেই। সন্দেহ এড়াতে একসঙ্গে বেশি কর্মীকে নিয়োগ করা হয় না। হাতেগোনা কয়েকজন খেত থেকে পরিপক্ব গাঁজার গাছগুলি সংগ্রহ করে। এরপর সেগুলি নদীর চরে শুকোতে দেওয়া হয়। রোদের উপর নির্ভর করে ৩–৪ দিন থেকে ৭–৮ দিন পর্যন্ত সেগুলি শুকোনো হয়। একসঙ্গে বেশি পরিমাণ গাঁজা শুকোতে দেওয়া হয় না। পুলিশের অভিযানের খবর পেলে যাতে দ্রুত সেগুলি লুকিয়ে ফেলা যায় সেজন্য অল্প অল্প করে গাঁজা শুকোনো হয়।

কোচবিহার–১ ব্লকের মাঘপালা, চান্দামারি, মানসাই নদী দিয়ে বিচ্ছিন্ন শীতলকুচির ভাওরথানা, কোচবিহার–২ ব্লকের তোর্ষা নদী দিয়ে বিচ্ছিন্ন পূর্ব কালপানি, হোকাকুড়া, বাঁশদহ নতিবাড়ি সহ কিছু এলাকায় এই প্রক্রিয়াকরণ চলে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় প্রক্রিয়াকরণের জন্য দুর্গম এলাকাকে বেছে নেওয়া হয়। যাতে পুলিশের অভিযান চালাতেও বেশি সময় লাগে। যেমন তোর্ষা দিয়ে বিচ্ছিন্ন থাকায় পুণ্ডিবাড়ি থানার পুলিশ পূর্ব কালপানিতে অভিযান চালাতে গেলে তাদের ৪০ কিমি ঘুরপথে ঘোকসাডাঙ্গা হয়ে ঘটনাস্থলে যেতে হয়। আশপাশে আগে থেকেই গাঁজা কারবারিদের শাগরেদরা থাকে। পুলিশের আনাগোনা দেখলেই খবর দিয়ে দেওয়া হয় ঘটনাস্থলে। পুলিশ পৌঁছানোর আগে গাঁজা লুকিয়ে ফেলা হয়।

পুলিশ চলে গেলেই আবার প্রক্রিয়াকরণ শুরু হয়ে যায়। কয়েকদিন গাঁজাগুলিকে শুকোনোর পর সেগুলি পাচারের জন্য প্যাকেটবন্দি করা হয়। এই প্যাকেটবন্দির কাজগুলি করে অন্য আরেকদল কর্মী। বিশেষ পদ্ধতিতে গাঁজা প্যাকেট করতে হয়। বড় পলিথিন বা বস্তায় শুকনো গাঁজা ঢুকিয়ে মোটা দড়ির সাহায্যে পুরো প্যাকেটটিকেই বাঁধা হয়। যাতে দড়ির চাপে গাঁজাগুলি অল্প জায়গার মধ্যে এঁটে যায়। এভাবে কয়েকদিন রেখে দেওয়ার পর নতুন করে আবার প্যাকেট করা হয়। এই অবস্থায় গাঁজাগুলি থেকে প্রচণ্ড গন্ধ বের হয়। খোলা অবস্থায় গাঁজা রাখলে ৫০–৬০ মিটার দূর থেকেও সেই গন্ধ বোঝা যায়। ফলে পাচারের সময় সহজেই তা বোঝা যাবে। সেই সমস্যা মেটানোর জন্য পাচারের চূড়ান্ত পর্বে বেশ কয়েকটি ধাপে প্যাকেজিং করা হয়। এরপর আরেকদল কর্মীর হাতে হস্তান্তর করে দেয় কারবারিরা। অল্প অল্প করে সেগুলির অনেকটা অংশ শহরগুলিতে ঢুকে পড়ে। বেশিরভাগ অংশই গাড়িতে করে অন্যান্য রাজ্য ও বাংলাদেশেও পাচার হয়ে যায়। লরির নীচে গোপন কুঠুরি করে কিংবা অন্যান্য সামগ্রীর আড়ালে লুকিয়ে পাচার করতে গিয়ে পুলিশের হাতে বহু পাচারকারী ধরা পড়েছে। গ্রেপ্তারও হয়েছে অনেক। তবে যে পরিমাণ পাচার হচ্ছে সেই তুলনায় অনেক কমই ধরা পড়ছে।

শেড ভেঙে দুর্ঘটনার আশঙ্কা বাসন্তীরহাটে

দিনহাটা, ৫ ডিসেম্বর : যে কোনও মুহূর্তে শেড ভেঙে দুর্ঘটনার আশঙ্কায় ভুগছেন দিনহাটা–২ ব্লকের বাসন্তীরহাট বাজারের সবজি বিক্রেতারা। অভিযোগ, বাজারের দুটি শেডের লোহার খুঁটির অধিকাংশ অংশ মরচে পড়ে ক্ষয়ে গিয়েছে। তাই যে কোনও মুহূর্তে শেড ভেঙে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে। টিনের ছাউনির অবস্থাও ভালো নয়।

দিনহাটা–২ ব্লকের বাসন্তীরহাট বাজারে সোম এবং বৃহস্পতিবার হাটের দিন বেচাকেনার জন্য দূরদূরান্ত থেকে লোকজন আসেন। বাজারের শেডের নীচে সকাল থেকে সবজি বেচাকেনা হয়। বিকেলের দিকে এই দুটি শেডের নীচে চা, পান ইত্যাদির দোকান বসে। দিনের অধিকাংশ সময়েই এই শেড দুটির নীচে বসা দোকানগুলিতে প্রচুর লোকজন আসেন।

স্থানীয় বাসিন্দা নির্মল বর্মন, আব্দুর রহমান প্রমুখের কথায়, 'শেডগুলির লোহার পিলারগুলির যা অবস্থা তাতে যে কোনও সময়ই দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। তবু পেটের তাগিদে অনেককে সেখানেই উৎপাদিত পণ্য নিয়ে বসতে হয়।'

বিষয়টি ইতিপূর্বে নিয়ন্ত্রিত বাজার সমিতির কর্তাদের জানানো হয়েছে বলে বাসন্তীরহাট ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি নয়ন দাস জানান। নয়নের বক্তব্য, 'দীর্ঘদিন ধরে সংস্কারের অভাবে এই বাজারের বিভিন্ন সমস্যাগুলো প্রকট হয়ে উঠেছে। আমরা অনেক জায়গায় জানিয়েছি। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না। কিন্তু এরপরও শেড দুটির অবস্থার পরিবর্তন হয়নি।' এবিষয়ে জেলা নিয়ন্ত্রিত বাজার সমিতির আধিকারিক সুব্রত দে বলেন, 'জেলায় এমন সমস্যা আরও কিছু জায়গায় রয়েছে। বিষয়টি খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

এদিকে, স্থানীয় বাসিন্দাদের নিয়ে জোরদার আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন ব্যবসায়ীরা। এ প্রসঙ্গে মহকুমা ব্যবসায়ী সমিতির সচিব রানা গোস্বামীর বক্তব্য, 'ওই বাজারের সমস্যা নিয়ে ইতিপূর্বে আমরা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি। স্থায়ী স্টল নির্মাণের দাবিও জানানো হয়েছে।' শহর থেকে মাত্র কয়েক কিমি দূরে এই জনবহুল বাজারের সামগ্রিক পরিস্থিতি নিয়ে তিনি ক্ষোভ চেপে রাখেননি।

মৃত্তিকা দিবস পালন

কোচবিহার ব্যুরো

৫ ডিসেম্বর : মাটি বাঁচলে কৃষক বাঁচবে, এই স্লোগানকে সামনে রেখে মঙ্গলবার মাথাভাঙ্গা–২ ব্লকের পারডুবিতে পালিত হল মৃত্তিকা দিবস। মাথাভাঙ্গা–২ ব্লক কৃষি দপ্তরের উদ্যোগে এদিন কৃষকদের নিয়ে আলোচনা সভা ও শোভাযাত্রা সহ নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়।

অন্যদিকে, মাটির গুণগত মান ধরে রেখে মাটির ক্ষতি না করে চাষ–আবাদ বাড়ানোর লক্ষ্যে সচেতনতা শিবির হয় বামনহাট–১ গ্রাম পঞ্চায়েতের দুর্গানগরে। উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে এদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের অডিটোরিয়ামে এবং কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রে জল ও মাটি সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। পাশাপাশি পোস্টার মেকিং প্রতিযোগিতাও আয়োজিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য দেবব্রত বসু সহ অন্য আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন।

তুফানগঞ্জ–১ ব্লকের কৃষি অফিসেও দিনটি পালন করা হয়। মাটির স্বাস্থ্য কীভাবে ভালো রাখা যাবে, কেন তা করা হবে, সেই বিষয়গুলো হাতেকলমে ও প্রোজেক্টরের মাধ্যমে দেখানো হয়। কৃষকদের একটি বইও দেওয়া হয়েছে।

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নং : ইএল-এমএলডিটি-টিআরডি-ই-টেন্ডার-০৫১, তারিখ ২৮.১১.২০২৩-এর জন্য ওপেন ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি। সিনিয়র ডিভিশনাল ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/জি, পূর্ব রেল, মালদা, মালদা টাউন অফিস বিল্ডিং, পোঃ ঝলঝলিয়া, জেলা-মালদা, পিন-৭৩২১০২ (পঃবঃ) নিম্নলিখিত কাজের জন্য অভিজ্ঞতা ও আর্থিক সঙ্গতি আছে এরূপ নামী সংস্থাসমূহ/এজেন্সিসমূহ/কন্ট্রাক্টরদের থেকে ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন : **টেন্ডার নং : ইএল-এমএলডিটি-টিআরডি-ই-টেন্ডার-০৫১। কাজের নাম :** মালদা টাউন–কোচিং ট্রেনগুলির জন্য স্টেবলিংয়ের সুবিধা। **টেন্ডার মূল্যমান :** ১,২৯,৬৬,৩১৬ টাকা। **বায়নামূল্য :** ২,১৪,৮০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য :** নেই। **ই-টেন্ডার জমার তারিখ ও সময় :** ০৬.১২.২০২৩ থেকে ২০.১২.২০২৩-এ বিকাল ৪টা পর্যন্ত। **ওয়েবসাইটের বিবরণ ও নোটিস বোর্ড :** ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** এবং সিনিয়র ডিইই/জি/পূর্ব রেলওয়ে/মালদা টাউনের অফিস। ওয়েবসাইটে বিশদ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ও নথিপত্র দেখতে টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ জানানো হচ্ছে। উপরোক্ত টেন্ডারের জন্য কোনও অবস্থাতেই ম্যানুয়াল অফার গ্রাহ্য হবে না। (MLD-93/2023-24)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নং : ইএল-এমএলডিটি-টিআরডি-ই-টেন্ডার-০৫৩, তারিখ ২৯.১১.২০২৩-এর জন্য ওপেন ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি। সিনিয়র ডিভিশনাল ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (টিআরডি), পূর্ব রেলওয়ে, মালদা, মালদা টাউন অফিস বিল্ডিং, পোঃ ঝলঝলিয়া, জেলা-মালদা, পিন-৭৩২১০২ (পঃবঃ) নিম্নলিখিত কাজের জন্য অভিজ্ঞতা এবং আর্থিক সঙ্গতি আছে এরূপ নামী সংস্থাসমূহ/এজেন্সিসমূহ/কন্ট্রাক্টরদের থেকে ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন : **টেন্ডার নং : ইএল-এমএলডিটি-টিআরডি-ই-টেন্ডার-০৫৩। কাজের নাম :** এডিইই/টিআরডি/জামালপুর-এর অধিক্ষেত্রে মালদা ডিভিশনের জামালপুর–কিউল শাখায় ধরহরা–মাসুদান স্টেশনের মধ্যে কিমি ৩৭২.৩৮৬তে লেভেল ক্রসিং গেট নং ২০; মাসুদান–অভয়পুর স্টেশনের মধ্যে কিমি ৩৭৯.১৮৩তে ২৪; কাজরা–ইউএক্সএন স্টেশনের মধ্যে কিমি ৩৯১.২০৯তে ৩১; ইউএক্সএন–ধনৌরি স্টেশনের মধ্যে কিমি ৩৯৭.৬০৪তে ৩৩; এবং মালদা ডিভিশনের অন্তর্গত ভাগলপুর–দুমকা শাখায় বরাহাট–হাটপুরাইনি হল্ট স্টেশনের মধ্যে কিমি ৪৪.৬৯২তে লেভেল ক্রসিং গেট নং ৩০; বরাহাট–বাঙ্কা স্টেশনের মধ্যে কিমি ১০৬.৪১৪ ও ১০৬.৯৮৩তে ৪১ ও ৪২; গোনুধাম হল্ট–হাটপুরাইনি হল্ট স্টেশনের মধ্যে কিমি ১০.৮৭৫তে ৭; টিকানি–হাটপুরাইনি হল্ট স্টেশনের মধ্যে কিমি ১৩.৫৯৮তে ৯-এর পরিবর্তে সাবওয়ে নির্মাণ সংক্রান্ত কাজে টিআর-ডি কাজ। **টেন্ডার মূল্যমান :** ৬৪,৪৮,১৬১.২০ টাকা। **বায়নামূল্য :** ১,২৯,০০০ টাকা। **টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য :** নেই। **ই-টেন্ডার জমার তারিখ ও সময় :** ০৭.১২.২০২৩ থেকে ২১.১২.২০২৩-এ বিকাল ৪টা পর্যন্ত। **ওয়েবসাইটের বিবরণ ও নোটিস বোর্ড :** ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** এবং সিনিয়র ডিইই/টিআরডি/পূর্ব রেলওয়ে/মালদা টাউনের অফিস। ওয়েবসাইটে বিশদ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ও নথিপত্র দেখতে টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ জানানো হচ্ছে। উপরোক্ত টেন্ডারের জন্য কোনও অবস্থাতেই ম্যানুয়াল অফার গ্রাহ্য হবে না। (MLD-95/2023-24)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পড়ুয়ার খোঁজ মিলল

মেখলিগঞ্জ, ৫ ডিসেম্বর : অবশেষে খোঁজ মিলল মেখলিগঞ্জ উচ্চতর মাধ্যমিক স্কুলের নবম শ্রেণির ছাত্র জুয়েল রায়ের। মঙ্গলবার মেখলিগঞ্জ জয়ী সেতু এলাকা থেকে এক পরিচিত টোটোচালক হলদিবাড়ি থেকে ফেরার পথে জুয়েলকে দেখতে পেয়ে বাড়ি নিয়ে আসেন। জুয়েলের বাবা রবীন্দ্রনাথ রায় বলেন, 'জুয়েলকে পাওয়া গিয়েছে। ও ভালো আছে। কয়েকদিন ভালো করে খাওয়াদাওয়া করেনি। তবে বাড়ি ছাড়ার কারণ সম্পর্কে কিছু বলেনি।'

এরপর তাকে পরিবারের তরফে মেখলিগঞ্জ থানায় আনা হয়। থানায় জুয়েলের সঙ্গে দেখা করতে উপস্থিত হয় তার সহপাঠীরা। জুয়েলের সহপাঠী হুমায়ুন ইসলামের কথায়, 'জুয়েল নিখোঁজ হওয়ার পর থেকে ভীষণ দুশ্চিন্তায় দিন কাটছিল। বন্ধুকে ফিরে পেয়ে খুব খুশি হয়েছি।'

জুয়েলকে মঙ্গলবার চাইল্ড ফ্রেন্ডলি কর্নারে রাখা হয়েছে। বুধবার তাঁকে মেখলিগঞ্জ মহকুমা আদালতে তোলা হবে। জুয়েল বলে, 'শনিবার পরীক্ষা দিয়ে মেখলিগঞ্জ থেকে ময়নাগুড়ি ও তারপর শিলিগুড়ি যাই। শনিবার রাতে শিলিগুড়ি জংশন স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে ছিলাম। এরপর রবিবার ট্রেনে করে হলদিবাড়ি ফিরি। হলদিবাড়ি স্টেশনে ছিলাম। সেখানকার নিরাপত্তারক্ষীরা গ্রামীণ হাসপাতালে যেতে বলেন। মঙ্গলবার এক পরিচিত দাদা আমাকে দেখতে পেয়ে নিয়ে আসে। বাড়ি থেকে ঘোরার জন্য বেরিয়েছিলাম।'

শনিবার নিখোঁজ হয় মেখলিগঞ্জের মৃগীপুর এলাকার বাসিন্দা জুয়েল। ইংরেজি পরীক্ষা দিতে যাওয়ার কথা বলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে স্কুলে আসে এবং পরীক্ষা দেয় জুয়েল। কিন্তু পরীক্ষা শেষ হওয়ার পরেও ছেলে বাড়ি না ফেরায় পরিবারের সদস্যরা চিন্তায় পড়েন। শেষে সেদিন রাতে এই বিষয়ে থানায় অভিযোগ দায়ের করেন তাঁরা।

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নং : ইএল-এমএলডিটি-টিআরডি-ই-টেন্ডার-০৫৫, তারিখ ০২.১২.২০২৩-এর জন্য ওপেন ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি। সিনিয়র ডিভিশনাল ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/টিআরডি, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা, মালদা টাউন অফিস বিল্ডিং, পোঃ ঝলঝলিয়া, জেলা-মালদা, পিন-৭৩২ ১০২ (পঃবঃ) নিম্নলিখিত কাজের জন্য অভিজ্ঞতা ও আর্থিক সঙ্গতি থাকা নামী সংস্থা/এজেন্সিসমূহ/কন্ট্রাক্টরদের থেকে ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। **টেন্ডার নং : ইএল-এমএলডিটি-ই-টেন্ডার-০৫৫। কাজের নাম :** পূর্ব রেলওয়ের মালদা ডিভিশনে টিআরআর, সিটিআর এবং অন্যান্য ইঞ্জিনিয়ারিং ট্র্যাক নবীকরণ সংক্রান্ত কাজে টিআর-ডি কাজ। **টেন্ডার মূল্য :** ৫৬,৬৩,৪২২ টাকা। **বায়নামূল্য :** ১,১৩,৩০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য :** নেই। **ই-টেন্ডার জমার তারিখ ও সময় :** ১২.১২.২০২৩ থেকে ২৬.১২.২০২৩-এ বিকাল ৪টা। **ওয়েবসাইটের বিবরণ ও নোটিস বোর্ড :** ওয়েব সাইট **www.ireps.gov.in** এবং সিনিয়র ডিইই/টিআরডি, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা টাউনের অফিস। উক্ত ওয়েবসাইটে বিশদ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ও নথিপত্র দেখতে টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ জানানো হচ্ছে। উপরোক্ত টেন্ডারের জন্য কোনো অবস্থাতেই ম্যানুয়াল অফার গ্রাহ্য হবে না। (MLD-97/2023-24)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন হাওড়া-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, হাওড়া - এর একজন বাসিন্দা সুব্রত দাস - কে 01.10.2023 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 99B 48648 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতা-এ অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তাঁর বিজয়ী টিকিট জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "আমি খুবই উত্তেজিত ছিলাম এবং আমার খুশিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারিনি যখন আমি জানলাম যে ডিয়ার লটারির টিকিটটি আমি কিনেছিলাম তাতে এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার জিতেছি। মাত্র স্বল্প পরিমাণ কিছু টাকা খরচ করে এক কোটি টাকা জেতা খুবই আকর্ষণীয় বিষয়। ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির প্রতি আমার সমস্ত কৃতজ্ঞতা জানাই।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সততা প্রমাণিত।

হাওড়া ডিভিশনে নন ইন্টারলকিং কাজের জন্য ট্রেন চলাচলে নিয়ন্ত্রণ

ছাতরা ও মুরারই-এ র মধ্যে ৩য় লাইন চালু করার জন্য হাওড়া ডিভিশনের সাহেবগঞ্জ - রামপুরহাট শাখায় ছাতরা - মুরারই স্টেশনে ১০.১২.২০২৩ (রবিবার) থেকে ২১.১২.২০২৩ (বৃহস্পতিবার) তারিখ পর্যন্ত ১২ দিনের জন্য প্রি নন ইন্টারলকিং এবং নন ইন্টারলকিং কাজ করা হবে। ফলস্বরূপ, ট্রেন চলাচলে নিম্নরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছেঃ- ● **বাতিলঃ আপ অভিমুখেঃ হাওড়া থেকেঃ** (১) **১৩০১১ হাওড়া - মালদা টাউন ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস,** (২) **১৩০৩১ হাওড়া - জয়নগর এক্সপ্রেস,** (৩) **১৩০২৭ হাওড়া - আজিমগঞ্জ কবিগুরু এক্সপ্রেস** এবং (৪) **১৩০২৩ হাওড়া - গয়া এক্সপ্রেস** (সবক্ষেত্রে যাত্রা শুরুর তারিখ ০৯.১২.২০২৩ থেকে ২১.১২.২০২৩) এবং **শিয়ালদহ থেকেঃ** (৫) **১৩১৪৯ শিয়ালদহ - আলিপুরদুয়ার জং. কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৯.১২.২০২৩ থেকে ২১.১২.২০২৩)। **ডাউন অভিমুখেঃ হাওড়ার দিকে :** (১) **১৩০১২ মালদা টাউন - হাওড়া ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস,** (২) **১৩০৩২ জয়নগর - হাওড়া এক্সপ্রেস,** (৩) **১৩০২৮ আজিমগঞ্জ - হাওড়া কবিগুরু এক্সপ্রেস** এবং (৪) **১৩০২৩ গয়া - হাওড়া এক্সপ্রেস** (সবক্ষেত্রে যাত্রা শুরুর তারিখ ১০.১২.২০২৩ থেকে ২২.১২.২০২৩)। এবং **শিয়ালদহের দিকে :** (৫) **১৩১৫০ আলিপুরদুয়ার - শিয়ালদহ কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ১০.১২.২০২৩ থেকে ২২.১২.২০২৩)। ● **পথ পরিবর্তনঃ আপ অভিমুখেঃ** (১) **১৩০৫৩ হাওড়া - রাধিকাপুর কুলিক এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ১০.১২.২০২৩ থেকে ২১.১২.২০২৩ পর্যন্ত) ও **১২৩৪৫ হাওড়া - গুয়াহাটি সরাইঘাট এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ১০.১২.২০২৩) ব্যান্ডেল - নবদ্বীপ ধাম - কাটোয়া - আজিমগঞ্জ - জঙ্গিপুর রোডে স্টপেজসহ ব্যান্ডেল - কাটোয়া - আজিমগঞ্জ হয়ে পরিবর্তিত পথে চলবে। (২) **১৩১৭৫ শিয়ালদহ - শিলচর কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ১১, ১৩, ১৬, ১৮ এবং ২০.১২.২০২৩), **১৩১৭৩ শিয়ালদহ - আগরতলা কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ১০, ১২, ১৪, ১৫, ১৭, ১৯ এবং ২১.১২.২০২৩), **১৩১৫৩ শিয়ালদহ - মালদা টাউন গৌড় এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ১০.১২.২০২৩ থেকে ২১.১২.২০২৩ পর্যন্ত), **১৩১৪৭ শিয়ালদহ - বামনহাট উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ১০.১২.২০২৩ থেকে ২১.১২.২০২৩ পর্যন্ত), **১২৩৪৩ শিয়ালদহ - হলদিবাড়ি দার্জিলিং মেল** (যাত্রা শুরুর তারিখ ১০.১২.২০২৩ থেকে ২১.১২.২০২৩ পর্যন্ত), **১২৩৬৩ কলকাতা - হলদিবাড়ি সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ১২, ১৪, ১৬, ১৯ এবং ২১.১২.২০২৩), **১৩১৬১ কলকাতা - বালুরঘাট এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৭, ১৮, ১৯, ২০ এবং ২১.১২.২০২৩), **১৩১৫৯ কলকাতা - যোগবাণী এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ১১, ১৩, ১৫, ১৮ এবং ২০.১২.২০২৩), **১২৩৭৭ শিয়ালদহ - নিউ আলিপুরদুয়ার পদাতিক এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ১০.১২.২০২৩) এবং **১৩১৮১ কলকাতা - শিলঘাট কাজিরাঙ্গা এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ১১.১২.২০২৩ এবং ১৮.১২.২০২৩) ব্যান্ডেল - নবদ্বীপ ধাম - কাটোয়া - আজিমগঞ্জ - জঙ্গীপুর রোডে স্টপেজসহ নৈহাটী লিংক কেবিন - ব্যান্ডেল - কাটোয়া - আজিমগঞ্জ হয়ে পরিবর্তিত পথে চলবে। (৩) **১২৫০৯ এসএমভিটি বেঙ্গালুরু - গুয়াহাটি সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস** (আন্দুল থেকে ১০, ১৫, ১৬ এবং ১৭.১২.২০২৩ তারিখে সকাল ৮টা ৩৫ মিনিটে ছাড়বে) এবং **১৫২২৭ এসএমভিটি বেঙ্গালুরু - মুজাফফরপুর এক্সপ্রেস** (১৫.১২.২০২৩ তারিখে আন্দুল থেকে সকাল ১০টা ৩৮ মিনিটে ছাড়বে) হাওড়া - ব্যান্ডেল - কাটোয়া - আজিমগঞ্জ - জঙ্গিপুর রোডে স্টপেজসহ আন্দুল - হাওড়া - ব্যান্ডেল - কাটোয়া - আজিমগঞ্জ হয়ে পরিবর্তিত পথে চলবে। (৪) **১২৫০৭ ত্রিবান্দ্রাম - শিলচর এক্সপ্রেস** (আন্দুল থেকে ১৪.১২.২০২৩ এবং ২১.১২.২০২৩ তারিখে সকাল ১০টা ৩৮ মিনিটে ছাড়বে), **২২৫০৩ বিবেক এক্সপ্রেস** (আন্দুল থেকে ১১, ১৩, ১৫, ১৬, ১৮ এবং ২০.১২.২০২৩ তারিখে দুপুর ১টা ১৬ মিনিটে ছাড়বে), **১২৫১৩ সেকেন্দ্রাবাদ - গুয়াহাটি এক্সপ্রেস** (আন্দুল থেকে ১০.১২.২০২৩ ও ১৭.১২.২০২৩ তারিখে বিকাল ৫টা ৫১ মিনিটে ছাড়বে), **১২৫১৫ কোয়েম্বাটুর - শিলচর এক্সপ্রেস** (আন্দুল থেকে ১২.১২.২০২৩ ও ১৯.১২.২০২৩ তারিখে সকাল ৮টা ৩৬ মিনিটে ছাড়বে), **২২৫০১ এসএমভিটি বেঙ্গালুরু - নিউ তিনসুকিয়া এক্সপ্রেস** (আন্দুল থেকে ১৩.১২.২০২৩ এবং ২০.১২.২০২৩ তারিখে সকাল ১০টা ৩৮ মিনিটে ছাড়বে) এবং **২২৫১১ লোকমান্য তিলক (টি) - কামাখ্যা করমভূমি এক্সপ্রেস** (আন্দুল থেকে ১৩.১২.২০২৩ ও ২০.১২.২০২৩ তারিখে সন্ধ্যা ৬টা ১০ মিনিটে ছাড়বে) হাওড়া - ব্যান্ডেল - নবদ্বীপ ধাম - কাটোয়া - আজিমগঞ্জ - জঙ্গিপুর রোডে স্টপেজসহ আন্দুল - হাওড়া - ব্যান্ডেল - কাটোয়া - আজিমগঞ্জ হয়ে পরিবর্তিত পথে চলবে। ● **ডাউন অভিমুখেঃ** (১) **১৩০৫৪ রাধিকাপুর - হাওড়া কুলিক এক্সপ্রেস** (মালদা টাউনে ১০.১২.২০২৩ থেকে ২০.১২.২০২৩ তারিখ পৌঁঃ সকাল ০৯টা ০৫মিনিটে) জঙ্গীপুর রোড - আজিমগঞ্জ - কাটোয়া - ব্যান্ডেলে স্টপেজসহ আজিমগঞ্জ-ব্যান্ডেল-কাটোয়া হয়ে পরিবর্তিত পথে চলবে। (২) **১৩১৫৪ মালদা টাউন - শিয়ালদহ গৌড় এক্সপ্রেস** (মালদা টাউন থেকে ১০.১২.২০২৩ থেকে ২১.১২.২০২৩ তারিখে রাত ৯টা ৪০ মিনিটে ছাড়বে), **১৩১৭৬ শিলচর - শিয়ালদহ কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস** (মালদা টাউনে ১২, ১৪, ১৬, ১৯ ও ২১.১২.২০২৩ তারিখে পৌঁঃ বেলা ১২টা ২৫ মিনিটে), **১৩১৭৪ আগরতলা - শিয়ালদহ কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস** (মালদা টাউনে ১০, ১১, ১৩, ১৫, ১৭, ১৮ ও ২০.১২.২০২৩ তারিখে পৌঁঃ বেলা ১২টা ২৫ মিনিটে), **১৩১৬২ বালুরঘাট - কলকাতা তেভাগা এক্সপ্রেস** (মালদা টাউনে ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৮, ১৯, ২০ ও ২১.১২.২০২৩ তারিখে পৌঁঃ সকাল ৮টায়), **১৩১৪৮ বামনহাট - শিয়ালদহ উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেস** (মালদা টাউনে ১০.১২.২০২৩ থেকে ২১.১২.২০২৩ তারিখে পৌঁঃ রাত ১০ টা ২০ মিনিটে), **১২৩৪৪ হলদিবাড়ি - শিয়ালদহ দার্জিলিং মেল** (মালদা টাউনে ১০.১২.২০২৩ থেকে ২১.১২.২০২৩ তারিখে পৌঁঃ রাত ১১টা ৩০ মিনিটে), **১৩১৬০ যোগবাণী - কলকাতা এক্সপ্রেস** (মালদা টাউনে ১২, ১৪, ১৬, ১৯ ও ২১.১২.২০২৩ তারিখে পৌঁ ঃ রাত ৮টা ০৫ মিনিটে), **১২৩৭৮ নিউ আলিপুরদুয়ার - শিয়ালদহ পদাতিক এক্সপ্রেস** (মালদা টাউনে ১০.১২.২০২৩ তারিখে পৌঁঃ রাত ১২টা ৪০ মিনিটে) এবং **১২৩৬৪ হলদিবাড়ি - কলকাতা এক্সপ্রেস** (মালদা টাউনে ১০, ১৩, ১৫, ১৭ এবং ২০.১২.২০২৩ তারিখে পৌঁঃ দুপুর ১টা ২৫ মিনিটে) এবং **১৩১৮২ শিলঘাট - কলকাতা কাজিরাঙ্গা এক্সপ্রেস** (মালদা টাউনে ১৩.১২.২০২৩ ও ২০.১২.২০২৩ তারিখে পৌঁঃ সকাল ৬টা ২০ মিনিটে) জঙ্গীপুর রোড - আজিমগঞ্জ - কাটোয়া - নবদ্বীপধাম - ব্যান্ডেলে স্টপেজসহ আজিমগঞ্জ - কাটোয়া - নবদ্বীপ ধাম - ব্যান্ডেল - নৈহাটি লিঙ্ক কেবিন হয়ে পরিবর্তিত পথে চলবে। (৩) **১২৫১৪ গুয়াহাটি - সেকেন্দ্রাবাদ এক্সপ্রেস** (মালদা টাউনে ১৪.১২.২০২৩ এবং ২১.১২.২০২৩ তারিখে পৌঁঃ সন্ধ্যা ৬টা ৫০ মিনিটে), **২২৫০৪ ডিব্রুগড় - কন্যাকুমারী বিবেক এক্সপ্রেস** (মালদা টাউনে ১১, ১২, ১৪, ১৬, ১৮, ১৯ এবং ২১.১২.২০২৩ তারিখে পৌঁঃ সন্ধ্যা ৭টা ৪৫ মিনিটে), **১২৫০৮ শিলচর - ত্রিবান্দ্রম অরোনাই এক্সপ্রেস** (মালদা টাউনে ১৫.১২.২০২৩ তারিখে পৌঁঃ সন্ধ্যা ৬টা ৫০ মিনিটে), **১২৫০৪ আগরতলা - এসএমভিটি বেঙ্গালুরু হামসফর এক্সপ্রেস** (মালদা টাউনে ১০, ১৩, ১৭ এবং ২০.১২.২০২৩ তারিখে পৌঁঃ সকাল ৬টা ৫০ মিনিটে), **২২৫১২ কামাখ্যা - লোকমান্য তিলক (টি) করমভূমি এক্সপ্রেস** (মালদা টাউনে ১০.১২.২০২৩ ও ১৭.১২.২০২৩ তারিখে পৌঁঃ সকাল ০৭টা ৩৫ মিনিটে), **১২৫১০ গুয়াহাটি - এসএমভিটি বেঙ্গালুরু এক্সপ্রেস** (মালদা টাউনে ১০, ১১, ১২, ১৭, ১৮ এবং ১৯.১২.২০২৩ তারিখে পৌঁঃ সন্ধ্যা ৬টা ৫০ মিনিটে), **১৫২২৮ মুজাফফরপুর - এসএমভিটি বেঙ্গালুরু এক্সপ্রেস** (মালদা টাউনে ১১.১২.২০২৩ এবং ১৮.১২.২০২৩ তারিখে বিকাল ৪টা ০৫ মিনিটে), **১২৫১৬ শিলচর - কোয়েম্বাটুর এক্সপ্রেস** (মালদা টাউনে ১৩.১২.২০২৩ এবং ২০.১২.২০২৩ তারিখে পৌঁঃ সন্ধ্যা ৬টা ৫০ মিনিটে) এবং **২২৫০২ নিউ তিনসুকিয়া - এসএমভিটি বেঙ্গালুরু সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস** (মালদা টাউনে ১৬.১২.২০২৩ তারিখে পৌঁঃ সন্ধ্যা ৬টা ৫০ মিনিটে) জঙ্গিপুর রোড - আজিমগঞ্জ - কাটোয়া - নবদ্বীপ ধাম - ব্যান্ডেল - হাওড়াতে স্টপেজসহ আজিমগঞ্জ - কাটোয়া - নবদ্বীপ ধাম - ব্যান্ডেল - হাওড়া - আন্দুল হয়ে পরিবর্তিত পথে চলবে। ● **পুনঃনির্ধারণঃ** (১) **১৩৪১৭ আপ দীঘা - মালদা টাউন এক্সপ্রেস** দীঘা থেকে ১৪.১২.২০২৩ তারিখে রাত ১১টা ৫৫ মিনিটের পরিবর্তে ১৫.১২.২০২৩ তারিখে ভোর ০৩টা ৩০ মিনিটে পুনঃনির্ধারিত হবে। (২) **১৩৪২৫ ডাউন মালদা টাউন - সুরাট এক্সপ্রেস** মালদা টাউন থেকে ১৬.১২.২০২৩ তারিখে বেলা ১২ টা ২৫ মিনিটের পরিবর্তে দুপুর ২টা ২৫ মিনিটে পুনঃনির্ধারিত হবে। ● **সংক্ষিপ্ত যাত্রা শুরু/শেষ/বাতিলঃ** (১) **০৫৪০৬ সাহেবগঞ্জ - রামপুরহাট এক্সপ্রেস স্পেশাল** সাহেবগঞ্জ এবং রামপুরহাটের মধ্যে ০৯.১২.২০২৩ থেকে ২১.১২.২০২৩ পর্যন্ত বাতিল থাকবে এবং **০৫৪০৭ রামপুরহাট - গয়া এক্সপ্রেস স্পেশাল** রামপুহাট এবং সাহেবগঞ্জের মধ্যে ১০.১২.২০২৩ থেকে ২২.১২.২০২৩ পর্যন্ত বাতিল থাকবে। **০৫৪০৭ রামপুরহাট - গয়া এক্সপ্রেস স্পেশাল** ১০.১২.২০২৩ থেকে ২২.১২.২০২৩ তারিখ পর্যন্ত সাহেবগঞ্জ থেকে সংক্ষিপ্ত যাত্রা শুরু করবে। (২) **০৫৪০৮ জামালপুর - রামপুরহাট এক্সপ্রেস স্পেশাল** ০৯.১২.২০২৩ থেকে ২১.১২.২০২৩ তারিখ পর্যন্ত সাহেবগঞ্জে সংক্ষিপ্ত যাত্রা শেষ করবে এবং ০৯.১২.২০২৩ থেকে ২১.১২.২০২৩ তারিখ পর্যন্ত সাহেবগঞ্জ থেকে রামপুরহাট পর্যন্ত বাতিল থাকবে ও **০৫৪০৫ রামপুরহাট - সাহেবগঞ্জ এক্সপ্রেস স্পেশাল** রামপুরহাট এবং সাহেবগঞ্জের মধ্যে ১০.১২.২০২৩ থেকে ২২.১২.২০২৩ তারিখ পর্যন্ত বাতিল থাকবে। (৩) **০৩০৮৪ রামপুরহাট - কাটোয়া এক্সপ্রেস স্পেশাল** রামপুরহাট এবং আজিমগঞ্জের মধ্যে ১০.১২.২০২৩ থেকে ২১.১২.২০২৩ তারিখ পর্যন্ত বাতিল থাকবে (০৩০৮৪ আজিমগঞ্জ থেকে কাটোয়া পর্যন্ত চলবে)। (৪) **০৩০৯৩ আজিমগঞ্জ - রামপুরহাট স্পেশাল** আজিমগঞ্জ এবং রামপুরহাটের মধ্যে ১০.১২.২০২৩ থেকে ২১.১২.২০২৩ তারিখ পর্যন্ত বাতিল থাকবে। (৫) **০৩০৮৮ রামপুরহাট - আজিমগঞ্জ মেমু প্যাসেঞ্জার স্পেশাল** রামপুরহাট এবং আজিমগঞ্জের মধ্যে ০৯.১২.২০২৩ থেকে ২১.১২.২০২৩ তারিখ পর্যন্ত বাতিল থাকবে। (৬) **০৩০৮৭ আজিমগঞ্জ - রামপুরহাট মেমু প্যাসেঞ্জার স্পেশাল** আজিমগঞ্জ এবং রামপুরহাটের মধ্যে ১০.১২.২০২৩ থেকে ২২.১২.২০২৩ তারিখ পর্যন্ত বাতিল থাকবে। (৭) **০৩০৯৪ রামপুরহাট - আজিমগঞ্জ মেমু প্যাসেঞ্জার স্পেশাল** রামপুরহাট এবং আজিমগঞ্জের মধ্যে ০৯.১২.২০২৩ থেকে ২১.১২.২০২৩ তারিখ পর্যন্ত বাতিল থাকবে। (৮) **০৩০৬৮ আজিমগঞ্জ - কাটোয়া মেমু প্যাসেঞ্জার স্পেশাল** আজিমগঞ্জ এবং কাটোয়ার মধ্যে ১০.১২.২০২৩ থেকে ২২.১২.২০২৩ তারিখ পর্যন্ত বাতিল থাকবে। (৯) **০৩০৬৭ কাটোয়া - রামপুরহাট মেমু প্যাসেঞ্জার স্পেশাল** কাটোয়া এবং রামপুরহাটের মধ্যে ১০.১২.২০২৩ থেকে ২২.১২.২০২৩ তারিখ পর্যন্ত বাতিল থাকবে। (১০) **০৩৪০৭ রামপুরহাট - সাহেবগঞ্জ মেমু প্যাসেঞ্জার স্পেশাল** রামপুরহাট এবং সাহেবগঞ্জের মধ্যে ০৯.১২.২০২৩ থেকে ২১.১২.২০২৩ তারিখ পর্যন্ত বাতিল থাকবে। (১১) **০৩৪০৮ সাহেবগঞ্জ - রামপুরহাট মেমু প্যাসেঞ্জার স্পেশাল** সাহেবগঞ্জ এবং রামপুরহাটের মধ্যে ১০.১২.২০২৩ থেকে ২২.১২.২০২৩ তারিখ পর্যন্ত বাতিল থাকবে। (১২) **০৩৪১১ রামপুরহাট - বারহারওয়া প্যাসেঞ্জার স্পেশাল** রামপুরহাট এবং বারহারওয়ার মধ্যে ০৯.১২.২০২৩ থেকে ২১.১২.২০২৩ তারিখ পর্যন্ত বাতিল থাকবে। (১৩) **০৩৪১২ বারহারওয়া - রামপুরহাট প্যাসেঞ্জার স্পেশাল** বারহারওয়া এবং রামপুরহাটের মধ্যে ১০.১২.২০২৩ থেকে ২২.১২.২০২৩ তারিখ পর্যন্ত বাতিল থাকবে। যাত্রীদের স্টেশনের পাবলিক অ্যাড্রেস সিস্টেম অনুসরণ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। যাত্রীদের অসুবিধার জন্য গভীরভাবে দুঃখিত।

ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, হাওড়া

পূর্ব রেলওয়ে

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের
উদ্যোগে শুরু হয়েছে

২৯তম কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব
চলবে ১২ ডিসেম্বর পর্যন্ত মোট ২৩টি ভেন্যুতে

- সিনেমা কোথায় কী? জানতে ক্লিক করুন : https://kiff.in/movie-schedule/category
- সিনেমা হল জানতে ক্লিক করুন : https://kiff.in/movie-schedule/venue

অন্যান্য অনুষ্ঠান:

স্প্যানিশ চলচ্চিত্র পরিচালক কার্লোস সাওরা-র বিষয়ে প্যানেল ডিসকাশন:
আলোচনায় স্প্যানিশ অভিনেত্রী **অ্যাঞ্জেলা মলিনা**, ভারতীয় অভিনেত্রী **সোনিয়া গুপ্ত** এবং অধ্যাপিকা **মিলি সনি**।
শিশির মঞ্চ।। ৭ ডিসেম্বর, বিকেল ৪টে

অস্ট্রেলিয়ান চলচ্চিত্র পরিচালক ও চিত্রনাট্যকার ব্রুস বেরেসফোর্ড-এর সাক্ষাৎকার নেবেন ভারতীয় চিত্রনাট্যকার ও চলচ্চিত্র পরিচালক **সৃজিত মুখার্জি। নন্দন ৩।। ৭ ডিসেম্বর, বিকেল ৫টা**

অভিনয়ের মাস্টার ক্লাস:
আলোচনায় অভিনেতা, চিত্রনাট্যকার ও চলচ্চিত্র পরিচালক **সৌরভ শুক্লা। শিশির মঞ্চ।। ৮ ডিসেম্বর, বিকেল ৪টে**

সত্যজিৎ রায় মেমোরিয়াল লেকচার:
বিষয়- সত্যজিৎ, শার্লি, শ্রীধর ও ভারতীয় সিনেমার প্রতি আমার ভালোবাসা। আলোচনায় অভিনেতা ও চলচ্চিত্র পরিচালক **লরেন্স কার্দিশ**।
শিশির মঞ্চ।। ৯ ডিসেম্বর, বিকেল ৪টে

ফিল্ম প্রোডাকশনের মাস্টার ক্লাস:
আলোচনায় **সৌগত মুখার্জি**।
শিশির মঞ্চ।। ১০ ডিসেম্বর, বিকেল ৪টে

অভিনয় ও চলচ্চিত্র পরিচালনার মাস্টার ক্লাস:
আলোচনায় অভিনেতা **মনোজ বাজপেয়ী** এবং **জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত পরিচালক সুধীর মিশ্র**।
শিশির মঞ্চ।। ১১ ডিসেম্বর, বিকেল ৪টে

kiff 29
Kolkata International Film Festival
(Accredited by FIAPF)
5-12 December 2023

ICA-D2187(3)/2023

www.kiff.in | তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

১৯৫৬ সালে আজকের দিনে প্রয়াত হন সংবিধানের অন্যতম রূপকার বিআর আম্বেদকর।

বিশিষ্ট অভিনেতা মনু মুখোপাধ্যায়ের জীবনাবসান হয় ২০২০ সালে আজকের দিনে।

উত্তরবঙ্গ সংবাদ
বুধবার, ১৯ অগ্রহায়ণ ১৪৩০
■ ৪৪ বর্ষ ■ ১৯৭ সংখ্যা

ঝোপ বুঝে কোপ

কেন্দ্রীয় সরকার কোনও রাজ্যের ক্ষমতাসীন সরকারকে সরাসরি দুর্নীতিগ্রস্ত বলছে, এমন ঘটনা নিঃসন্দেহে বিরল। সেরকম ঘটনার সাক্ষী হল সংসদ। কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী শুধু পশ্চিমবঙ্গের সরকারকে দুর্নীতিতে নিমজ্জিতই বললেন না, সরকারের শীর্ষস্থানীয়রা জেলে যেতে পারেন বলেও আভাস দিলেন। বাংলার বিজেপি নেতারা, বিশেষ করে শুভেন্দু অধিকারী যে ভাষায় তৃণমূল সরকারকে, এমনকি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চোর বলে, ধর্মেন্দ্র প্রধান কার্যত তাতে সিলমোহর দিলেন লোকসভায় দাঁড়িয়ে।

সংসদে কোনও রাজ্য সরকার সম্পর্কে একজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর এই সমালোচনা নিঃসন্দেহে বেনজির। লোকসভায় তৃণমূলের দলনেতা সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় ধর্মেন্দ্রর উক্তিকে 'কদর্য রাজনীতি' ও 'সংখ্যাগরিষ্ঠতার বেনজির আস্ফালন' বলে উড়িয়ে দেওয়া ও তাচ্ছিল্য করতে চেয়েছেন বটে। তাতে সমালোচনার ধার ও অভিঘাত বিন্দুমাত্র কমেনি। বরং জনমনে এর প্রভাব সুদূরপ্রসারী হতে বাধ্য। কেন্দ্রীয় বঞ্চনার অভিযোগে সংসদে সরব হতে গিয়েছিলেন সুদীপ। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জবাবে যা বলেছেন, তাকে বাংলায় বলা যায়, 'থোঁতা মুখ ভোঁতা করা।'

বঞ্চনার অভিযোগকে আমল না দিয়ে উলটে তিনি কেন্দ্রীয় বরাদ্দ বণ্টনে তোলাবাজি, কাটমানি, পার্টিবাজি ইত্যাদি অভিযোগ তুলেছেন রাজ্যের তৃণমূল সরকারের বিরুদ্ধে। বাংলার সরকারের চরিত্র বোঝাতে রাজ্যের কয়েকজন মন্ত্রীর জেলযাত্রার উল্লেখ করে ইঙ্গিত দিয়েছেন, সরকারের নেতৃত্বও জেলে যেতে পারে। সেই ভয়ে সুদীপরা এসব বলে লোকসভার সময় নষ্ট করছেন বলেও মন্তব্য করেছেন ধর্মেন্দ্র।

কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর এই পদক্ষেপ বাংলার বিজেপিকে অক্সিজেন জোগাবে সন্দেহ নেই। অন্য কোনও বিষয়ে হাওয়া তুলতে তেমন সফল না হয়ে সরকার ও ক্ষমতাসীন দলের বিরুদ্ধে চৌর্যবৃত্তির অভিযোগকে এখন বাংলায় মূল হাতিয়ার করেছে বিজেপি। এমনকি বিধানসভাতেও সরকার চোর, মন্ত্রীরা চোর স্লোগানই বিজেপি বিধায়কদের মূল কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীকে পর্যন্ত রেহাই দিচ্ছেন না তাঁরা। 'মমতা চোর' লেখা পোশাক পরে রাস্তায় নেমে প্রচার করছেন শুভেন্দুরা।

এ ধরনের প্রচারের শালীনতা নিয়ে কিছু প্রশ্ন নিঃসন্দেহে উঠছে। কিন্তু সংসদে ধর্মেন্দ্র প্রধানের অভিযোগটি তাতে খাটো হয়ে যাচ্ছে না। তথ্য দিয়ে তিনি জানিয়েছেন, মিড–ডে মিল খাতে কেন্দ্র চার হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করলেও তা উপভোক্তা অর্থাৎ স্কুলের ছোট ছোট পড়ুয়াদের কাছে পৌঁছায়নি বাংলার শাসকের তোলাবাজি, পার্টিবাজি, কাটমানি ইত্যাদি দুষ্কর্মের কারণে। অভিযোগটি ঠিক না ভুল, তা তদন্তসাপেক্ষ।

কিন্তু তৃণমূল অস্বীকার করলেও অভিযোগটি জনমনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবেই। সেই প্রতিক্রিয়া আটকানোর মতো কোনও অস্ত্র তৃণমূলের হাতে দেখা যাচ্ছে না। গত লোকসভা নির্বাচনের পর তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাটমানি ফেরাও অভিযান তাঁর দলের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগকে মান্যতা দিয়েছিল। আবার একটি লোকসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে সেরকম অভিযোগ হাওয়া তুললে সেটা তৃণমূলের পক্ষে নিঃসন্দেহে চরম অস্বস্তিকর হয়ে উঠবে।

যদিও পাঁচ রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফলে উজ্জীবিত বাংলার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী, এবার বঙ্গে সাঁড়াশি অভিযান শুরু হবে বলে যে হুমকি দিয়েছেন, ধর্মেন্দ্রর পদক্ষেপ সেই লক্ষ্যের অঙ্গ হতেই পারে। ইডি–সিবিআইয়ের তৎপরতা আরও বৃদ্ধির ইঙ্গিত আছে খোদ প্রধানমন্ত্রীর কথাতে। রাজস্থান ও ছত্তিশগড়ে কংগ্রেসকে ঘায়েল করার পিছনেও অনেকটা ভূমিকা আছে দুর্নীতি অস্ত্রের। বাংলায় সেই অস্ত্রে শান দেওয়ার কৌশল হতেই পারে ধর্মেন্দ্র–শুভেন্দুদের বয়ান।

কিন্তু একেবারে গ্রাম স্তর পর্যন্ত মিড–ডে মিলের প্রভাব থাকায় বাস্তব পরিস্থিতির নিরিখে অভিযোগটি একেবারে উড়িয়ে দিতে পারবে না রাজ্যের শাসক শিবির। তারা উড়িয়ে দিলেও মানুষ উড়িয়ে দেবে না অতি সহজে। দুই পক্ষ বিষয়টির রাজনীতিকরণ করবে ঠিকই। কিন্তু মানুষের মনে দাগ কাটবে চৌর্যবৃত্তির অভিযোগ।

অমৃতধারা

ছাত্রজীবনে প্রথম ও প্রধান কর্তব্য চরিত্রগঠন। লেখাপড়ার সঙ্গে সঙ্গে নৈতিক চরিত্র গঠন চাই। তাহা না হইলে কোনো কিছুই হইবে না। জীবনের ভিত্তি খুব পাকা হওয়া চাই। ত্যাগ, সংযম, সত্য, ব্রহ্মচর্যই জীবনের মূল ভিত্তি। এই ভিত্তির উপর জীবন সুপ্রতিষ্ঠিত হইলেই প্রকৃত মানুষ হওয়া যাইবে। খুব উচ্চাকাঙ্ক্ষা চাই। উচ্চাকাঙ্ক্ষাই মানুষকে সমস্ত বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে সাহায্য করে। প্রতিদিন কিছু সময় প্রার্থনা ও ভগবানের নাম জপ করিবে। নাম করিলে হৃদয়ের সমস্ত অন্ধকার দূর হইবে, কু–বাসনা, কু–প্রবৃত্তি নষ্ট হইবে। ভগবানের নামই অন্তরের সমস্ত পাপ তাপ, জ্বালাযন্ত্রণা দূর করিয়া মহাশান্তি, শক্তি ও আনন্দ দান করে – ভিতরে পূর্ণ পবিত্রতা প্রতিষ্ঠিত করে।

– শ্রীশ্রী প্রণবানন্দ

শব্দরঙ্গ ■ ৩৬৯৮

১	★	২		৩		★	৪
৫			★		★	★	
	★	★	৬		৭		
	★	৮		★		★	★
★	★		★	৯		★	১০
১১			১২		★	★	
	★	★		★	১৩		
	★	১৪				★	

পাশাপাশি : ২। উত্তরবঙ্গের একটা নদী ৫। দেওয়ালে জিনিস রাখার ছোট্ট খুপরি ৬। পায়রার ডাক ৮। এক প্রকার ধান ৯। প্রহার করা ১১। গলায় গলায় বন্ধু ১৩। একটি বাদ্যযন্ত্র ১৪। মিহি বা সূক্ষ্ম।

উপর–নীচ : ১। দুর্ঘটনার জায়গা ২। একটি ফলের নাম ৩। পথ অথবা রাস্তা ৪। মালিশ করার ওষুধ ৬। বয়স হলে শরীরের চামড়া কুঁচকে যাওয়া ৭। কাপড়ের প্রস্থ ৮। একটি পাখির নাম ৯। ভাত হয়ে গেলে যে জলীয় ভাগ ফেলে দেওয়া হয় ১০। গাছের নতুন পাতা ১১। ক্ষমা অথবা দলাই মলাই ১২। সরবরাহ করা ১৩। এক ধরনের কচু।

সমাধান ■ ৩৬৯৭

পাশাপাশি : ১। পরিষেবা ৩। বেফাঁস ৫। আড়ম্বরপূর্ণ ৬। নরম ৭। তামস ৯। মাদার টেরেজা ১২। চমক ১৩। তীর্থাংকর।

উপর–নীচ : ১। পঞ্চানন ২। বাদাড় ৩। বেগার ৪। সম্পূর্ণ ৫। আম ৭। তাসা ৮। সরোবর ৯। মারীচ ১০। রজক ১১। রেবতী।

মধুপর্ণী, হিতেন নাগ এবং এক জাদু ভূখণ্ড উত্তরবঙ্গ

ভগীরথ মিশ্র

আমার অক্ষরকর্মী হয়ে ওঠার আঁতুড়টি ছিল উত্তরবঙ্গের বালুরঘাট শহর। এবং প্রধান ভূমিকাটি পালন করেছিলেন 'মধুপর্ণী' পত্রিকার সম্পাদক প্রয়াত অজিতেশ ভট্টাচার্য। বাস্তবিক, অজিতেশবাবু বিশেষভাবে উদ্যোগ না নিলে আমি কিছুতেই লেখালেখির দুনিয়ায় আসতেই পারতাম না।

কৈশোরে ও প্রথম যৌবনে অল্পস্বল্প লেখালেখি করলেও, আমি যে লেখালেখির জগতে পাকাপাকিভাবে শিকড় ছড়াব, এমনটা কখনোই ভাবিনি। ১৯৭৪ সালে সরকারি চাকরি নিয়ে চলে গেলাম বালুরঘাট শহরে। ত্রাণ বিলি করা, রাস্তাঘাট বানানো, ভোটার তালিকা বানানো, প্রাকৃতিক বিপর্যয় সামলানো, এইসব ছিল আমার কাজ। ওইসব কাজ–অকাজ নিয়ে আকণ্ঠ ডুবেছিলাম।

কিন্তু আমার জীবনে অত সুখ সইল না।

একদিন কীভাবে যেন অজিতেশবাবুর সঙ্গে আলাপ হল আমার। এবং ঠিক তার পরের রোববার বেলা দশটা নাগাদ আমার বাসায় কড়া খটখটালেন তিনি। ওইদিন আমার বাসায় চা পান করতে করতে তিনি আমার হাঁড়ির খবর নিয়ে তবে ছাড়লেন। পরিশেষে শুধোলেন সেই প্রশ্নটি, আপনি লেখালেখি করেন না?

ব্যাস, সেই শুরু। তারপর কীভাবে যে ওঁর ফাঁদে পা দিয়ে ফেললাম, এবং পরবর্তী বছরটা ক্রমাগত তাড়া দিয়ে কেমন করে যে তিনি আমাকে দিয়ে গল্প লেখালেন, এতকাল বাদে সবটাই স্বপ্ন বলে মনে হয়।

মূলত অজিতেশবাবুর অবিরাম তাড়নাতেই, লিখে ফেললাম একটা গল্প। নাম, 'কদমডালির সাধু'। সেই গল্প বেরোল মধুপর্ণীর ১৯৭৮ সালের পুজোসংখ্যায়। গল্পটি বেরোনোর পর চারপাশে এমনই হইচই শুরু হল যে... এবং গোটা উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন ম্যাগাজিন থেকে গল্পের জন্য এমনই তাড়া লাগাতে লাগলেন সম্পাদকেরা, আমার পক্ষে আর নিয়মিতভাবে না লিখে উপায় রইল না।

তখন সমগ্র উত্তরবঙ্গ ছিল একটি সাক্ষাৎ সোনার খনি। মালদা থেকে নিয়মিত বেরোচ্ছে জোয়ার, শিলিগুড়ি থেকে পাহাড়তলি, বালাসন, গদ্য–পদ্য এবং, যুদ্ধ, ধূপগুড়ি থেকে লালনক্ষত্র, শব্দ, জলপাইগুড়ি থেকে উত্তরদেশ, কোচবিহার থেকে ত্রিবৃত্ত, তমসুক, বীরপাড়া থেকে বনভূমি, আলিপুরদুয়ার থেকে নোনাই এবং আরও বেশ কিছু উচ্চমানের পত্রিকা। ওই সময়কালে সমগ্র উত্তরবঙ্গের সাহিত্যের আকাশে উজ্জ্বল নক্ষত্র হয়ে জ্বলছেন কবি ব্রততী ঘোষ রায়, প্রাবন্ধিক দিলীপ ঘোষ রায়, নীরদ রায়, তপন রায়, ডঃ বৃন্দাবন বাগচী, কবি ও প্রাবন্ধিক পুষ্পজিৎ রায়, প্রাবন্ধিক ও লোকসংস্কৃতির গবেষক অধ্যাপক হরেন ঘোষ, কথাকার চোমংলামা, কথাকার বিপুল দাস, কথাকার অসীম রেজ, অধ্যাপক বিমলেন্দু দাম, সম্পাদক রঞ্জন বিশ্বাস, সম্পাদক মানবেন্দ্র সাহা, কবি ষষ্ঠী বাগচী, কথাকার সুরজিৎ বসু, কবি স্মরজিৎ বাগচী, প্রাবন্ধিক বিমলেন্দু মজুমদার, কবি বিজয় দে, কবি জগন্নাথ ঘোষ, কবি পুণ্যশ্লোক দাশগুপ্ত, সম্পাদক রণজিৎ দেব, প্রাবন্ধিক অর্ণব সেন, কথাকার জ্যোৎস্নেন্দু চক্রবর্তী, কবি বেণু দত্ত রায়, কবি বেণু সরকার, কবি তুষার বন্দ্যোপাধ্যায়, কথাকার তুষার চট্টোপাধ্যায়, নাট্যকার প্রদীপ দে এবং সর্বোপরি বাংলা সাহিত্যের বরেণ্য কথাকার অমিয়ভূষণ মজুমদার।

বস্তুতপক্ষে, বালুরঘাটে অবস্থানকালীন (১৯৭৪ থেকে ১৯৮১) সময়কালে মধুপর্ণী পত্রিকাকে কেন্দ্র করে সারা উত্তরবঙ্গের সাহিত্যের আকাশটিতে অবাধ বিচরণ ঘটেছে আমার। আর, সেই সুবাদে উত্তরবঙ্গকে নিয়ে কত স্মৃতি যে জমে রয়েছে!

সেই অফুরন্ত স্মৃতির ভাণ্ডার থেকে একটি ঘটনা নিবেদন করি।

১৯৮০ সাল। উত্তরবঙ্গের সুসন্তান সুখবিলাস বর্মা তখন অখণ্ড পশ্চিম দিনাজপুরের জেলা শাসক, আর আমি ওই জেলারই একটি প্রশাসনিক পদে চাকরি করছি। শ্রীযুক্ত বর্মার উদ্যোগে জেলা সদর বালুরঘাটে দশদিনের একটি মেলা হবে। 'উত্তরবঙ্গ কৃষি–শিল্প–সাহিত্য–সংস্কৃতি মেলা'। সেই সূত্রে, বর্মাসাহেবের নির্দেশে, আমাকে একহপ্তা ধরে গোটা উত্তরবঙ্গ চষে বেড়াতে হয়েছিল। উদ্দেশ্য, সমগ্র উত্তরবঙ্গের সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বদের আমন্ত্রণ জানানো।

হিতেন নাগ। একাধারে প্রাবন্ধিক, গল্পকার, সমাজসচেতন, সুচিন্তক এই মানুষটির আচরণেও ছিল আগাগোড়া সংস্কৃতির ছাপ। পাশাপাশি, হৃদয়ে সর্বদা ধারণ ও বহন করেন উত্তরবঙ্গীয় উষ্ণতা ও আন্তরিকতা। আমার চেয়ে পাক্কা দশ বছরের বড়, কিন্তু সারাক্ষণ এমন নম্র, সবিনয়, মনে হয় আমিই যেন তাঁর বয়োজ্যেষ্ঠ। ছাত্র হিসেবে আগাগোড়া ছিলেন সোনার টুকরো। আইএ পরীক্ষায় জেলায় প্রথম স্থান অধিকার করেছিলেন। অধ্যাপনা করতেন দিনহাটা কলেজে। আজীবনকাল বড়ই ছাত্রপ্রিয় ছিলেন। ছাত্রমহলে বড়ই সুনাম ছিল তাঁর।

শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি ও কোচবিহারের সাহিত্য–সংস্কৃতি জগতের রথী–মহারথীদের আমন্ত্রণ জানানোর কাজ সাঙ্গ করে আমি সেদিন সকাল ন'টা নাগাদ পা রেখেছি আলিপুরদুয়ার শহরে। উদ্দেশ্য, প্রখ্যাত প্রাবন্ধিক অর্ণব সেন, প্রখ্যাত গল্পকার জ্যোৎস্নেন্দু চক্রবর্তী, প্রতিষ্ঠিত কবি বেণু দত্ত রায় সহ আলিপুরদুয়ারের স্বনামধন্য সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বদের আমন্ত্রণ জানানো।

সবে পা রেখেছি প্রাবন্ধিক অর্ণব সেনের বাড়িতে। অকস্মাৎ ঘটে গেল এমনকিছু, যাকে আমি চিরকালই আখ্যা দিয়েছি, উত্তরবঙ্গের ম্যাজিক।

ম্যাজিকটা হল, টেলিফোনে খবর পেয়ে আধ ঘণ্টার মধ্যে একে–একে হাজির হলেন জ্যোৎস্নেন্দু চক্রবর্তী, বেণু দত্ত রায় এবং কবি বেণু সরকার। এবং আমার তাবৎ আপত্তিকে ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়ে জ্যোৎস্নেন্দু আমায় মধ্যাহ্নভোজে আমন্ত্রণ জানালেন।

অগত্যা রাজি হতেই হল। কিন্তু তখনও বিস্ময়ের কিছু অবশিষ্ট ছিল।

মধ্যাহ্নভোজ তখন সবে সাঙ্গ হয়েছে, একে একে উপস্থিত হতে লাগলেন গল্পকার তুষার চট্টোপাধ্যায়, নাট্যকার প্রদীপ দে সহ শহরের কবি–সাহিত্যিকের দল। কিছুক্ষণ বাদে বীরপাড়া থেকে পৌঁছে গেলেন কবি তুষার চট্টোপাধ্যায়। এমনকি, ধূপগুড়ি থেকে কবি পুণ্যশ্লোক দাশগুপ্তও। কী ব্যাপার? অবেলায় এমন কবি–গল্পকার সমাবেশের কারণ কী? কারণ আর কিছুই নয়, বালুরঘাটের একজন অখ্যাত গল্পকারের আগমন উপলক্ষ্যে একটি 'চটজলদি সাহিত্যসভা'র আয়োজন। কী আর বলি, সেই সাহিত্যসভা চলল রাত ন'টা অবধি। অবশেষে, অধ্যাপক অর্ণব সেনের বাড়িতে নৈশভোজ সেরে গেস্টহাউসে রাত্রিবাস।

অবাক হইনি। কারণ ততদিনে উত্তরবঙ্গকে চিনে ফেলেছি। বিগত ক'বছর ধরে বুক ভরে নিয়ে চলেছি ওই ভূখণ্ডের হৃদয়ের উত্তাপ!

আমার ওই সফর প্রায় শেষের মুখে। আর কেবল একটি জায়গায় যেতে হবে। দিনহাটা। দিনহাটা তথা উত্তরবঙ্গের অন্যতম সাহিত্য–ব্যক্তিত্ব হিতেন নাগকে আমন্ত্রণ জানিয়েই ফিরে যাব কোচবিহার, ওখান থেকে বালুরঘাট।

হিতেন নাগ। ১৯৭৪ সালে বালুরঘাটে পা রাখবার দিনকতকের মধ্যেই নামটির সঙ্গে পরিচয় ঘটেছে। তারও বছর তিনেক বাদে আলাপ হয়েছে শিলিগুড়ি বেতারকেন্দ্রে। প্রখ্যাত গল্পকার অসীম রেজ তখন শিলিগুড়ি রেডিও স্টেশনের ডিরেক্টর। তাঁরই আমন্ত্রণে গিয়েছি রেডিওতে গল্প পড়তে। ওখানে অসীমবাবু আমার সঙ্গে হিতেনবাবুর আলাপ করিয়ে দিলেন বেশ ঘটা করে। এবং সেই আলাপ ক্রমে ক্রমে ঘনিষ্ঠতায় এবং অবশেষে মুগ্ধতায় পরিণত হয়েছে। উত্তরবঙ্গের সর্বজনপ্রিয় সাহিত্য পত্রিকা 'মধুপর্ণী'র উদ্যোগে ১৯৮০ সালের ২৩ থেকে ২৫ জানুয়ারি বালুরঘাটে অনুষ্ঠিত হয়েছিল সারা বাংলা ক্ষুদ্র পত্রিকা সম্মেলন ও লোকসংস্কৃতি উৎসব। ওই উৎসবে হিতেনবাবু এসেছিলেন। আর, মঞ্চে দাঁড়িয়ে এমনই একপ্রস্থ ভাষণ দিয়েছিলেন, শোনামাত্রই আমি যারপরনাই আপ্লুত হয়েছিলাম।

ইতিমধ্যে হিতেনবাবু আমায় অনেকবারই আমন্ত্রণ জানিয়েছেন দিনহাটায়, কিন্তু সময়ের অভাবে যাওয়া আর হয়ে ওঠেনি। এতদিনে সময় হয়েছে। কর্তব্যের খাতিরেই সময় করতে হয়েছে। কারণ, সুখবিলাস বর্মার মতে, হিতেন নাগ অনুপস্থিত থাকলে উত্তরবঙ্গ কৃষি–শিল্প–সাহিত্য–সংস্কৃতি মেলা অপূর্ণ থেকে যাবে। ততদিনে হিতেন নাগ মানুষটিকে যা–যতটুকু চিনেছি, তাতে করে বর্মাসাহেবের বক্তব্যের সঙ্গে আমি পুরোপুরি একমত।

একাধারে প্রাবন্ধিক, গল্পকার, সমাজসচেতন, সুচিন্তক এই মানুষটির আচরণেও আগাগোড়া সংস্কৃতির ছাপ। পাশাপাশি, হৃদয়ে সর্বদা ধারণ ও বহন করেন উত্তরবঙ্গীয় উষ্ণতা ও আন্তরিকতা। আমার চেয়ে পাক্কা দশ বছরের বড়, কিন্তু সারাক্ষণ এমন নম্র, সবিনয়, মনে হয় আমিই যেন তাঁর বয়োজ্যেষ্ঠ। ছাত্র হিসেবে আগাগোড়া ছিলেন সোনার টুকরো। আইএ পরীক্ষায় জেলায় প্রথম স্থান অধিকার করেছিলেন। কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে স্নাতক এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর। অধ্যাপনা করতেন দিনহাটা কলেজে। আজীবনকাল বড়ই ছাত্রপ্রিয় ছিলেন। ছাত্রমহলে বড়ই সুনাম ছিল তাঁর।

খবর দিয়ে যাইনি, কিন্তু তার জন্যে তিলমাত্র দুর্ভাবনা পোষণ করিনি মনে।

যা ভেবেছিলাম, তাই ঘটল, দেখামাত্র উচ্ছ্বসিত হয়ে স্বাগত জানালেন। তারপর শুরু হল দুই অসম বয়সের বন্ধুর মধ্যে স্মৃতিরোমন্থনের পালা। সেই স্মৃতিরোমন্থন পর্ব এমনই দীর্ঘতর হল, ওইদিন দুপুরের মধ্যে কোচবিহারে পৌঁছানোর পরিকল্পনা ছিল, কিন্তু হিতেনবাবুর কবল থেকে ছাড়া পেতে পেতে পরের দিন বিকেল।

এই হল উত্তরবঙ্গ।

বাস্তবিক, এত বছর বাদেও স্বীকার করতে তিলমাত্র দ্বিধা নেই, একই রাজ্যে অবস্থিত হয়েও, নৈসর্গিক সৌন্দর্যে, মানুষজনের আচার–আচরণে, উষ্ণতায়, আন্তরিকতায় এবং হৃদয়–সম্পদে উত্তরবঙ্গ নিঃসন্দেহে একটি স্বতন্ত্র জাদু ভূখণ্ড, যার শরীরে অজিতেশ ভট্টাচার্য, অমিয়ভূষণ মজুমদার, অর্ণব সেন, হরিমাধব মুখোপাধ্যায়, পীযূষ ভট্টাচার্য, হরেন ঘোষ, হিতেন নাগ, বেণু দত্ত রায়, জ্যোৎস্নেন্দু চক্রবর্তী, পুণ্যশ্লোক দাশগুপ্ত, শুভময় সরকার, গৌতম গুহ রায়দের মতো মণিমুক্তোরা প্রোজ্জ্বল হয়ে রয়েছেন অনন্তকাল!

স্বীকার করতে তিলমাত্র দ্বিধা নেই, একই রাজ্যে অবস্থিত হয়েও, নৈসর্গিক সৌন্দর্যে, মানুষজনের আচার–আচরণে, উষ্ণতায়, আন্তরিকতায় এবং হৃদয়–সম্পদে উত্তরবঙ্গ নিঃসন্দেহে একটি স্বতন্ত্র জাদু ভূখণ্ড, যার শরীরে অজিতেশ ভট্টাচার্য, অমিয়ভূষণ মজুমদার, অর্ণব সেন, হরিমাধব মুখোপাধ্যায়, পীযূষ ভট্টাচার্য, হরেন ঘোষ, হিতেন নাগ, বেণু দত্ত রায়, জ্যোৎস্নেন্দু চক্রবর্তী, পুণ্যশ্লোক দাশগুপ্ত, শুভময় সরকার, গৌতম গুহ রায়দের মতো মণিমুক্তোরা প্রোজ্জ্বল হয়ে রয়েছেন অনন্তকাল!

আলোচিত

দিদি আপনাকে হিংসে করি। সবাই জানে আমার ঘর খুব ছোট। কিন্তু দিদির ঘর তো আমার থেকে ছোট। এমন উচ্চতায় থাকা মানুষ, এভাবে থাকতে পারে? কুণ্ঠা হল। আসলে সাধারণ মানুষের বেশি চাহিদা থাকে না।

–সলমন খান

আজ

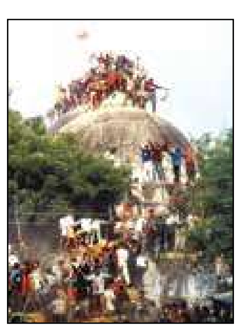

১৯৯২ সালে আজকের দিনে অযোধ্যার চারশো বছরের পুরোনো বাবরি মসজিদ ধ্বংস করেছিল করসেবকরা। সেই সময় দেশজুড়ে সাম্প্রদায়িক হিংসায় দু'হাজারেরও বেশি মানুষের মৃত্যু হয়। উত্তরপ্রদেশে জারি হয় রাষ্ট্রপতি শাসন। উসকানিমূলক ভাষণের অভিযোগে লালকৃষ্ণ আদবানি সহ বেশ কয়েকজন নেতাকে অভিযুক্ত করা হয়েছিল।

বিন্দু বিসর্গ

জনমত

পশুদের প্রতি হিংসাত্মক হওয়ার আগে ভাবুন

১১টি কুকুর শাবক এবং দুই শাবক সহ মা হাতির মৃত্যু আবারও প্রমাণ করে দিল, মানুষ অন্য প্রাণীদের, এই পৃথিবীর জন্য এবং সর্বোপরি নিজেদের জন্যও কত বড় বিপদ। প্রাণীকুলের মধ্যে আমরাই একমাত্র জীব যারা শুধু বেঁচে থাকা বা খাবারের জন্য নয়, বরং কখনও নিজের উন্নতির স্বার্থে, কখনও প্রতিশোধে, কখনও ভিত্তিহীন ভয়ে বা আশঙ্কায়, কখনও বা এমনি শুধুমাত্র শখের জন্য অন্য প্রাণীদের মৃত্যুর কারণ হয়ে উঠি।

আমাদের দৈনন্দিন আধুনিক জীবন নানাভাবে এই সুন্দর গ্রহের অপরিমেয় ও অপূরণীয় ক্ষতি করে চলেছে। আমাদের সভ্যতার রেলগাড়ি কখনও হাতিদের জঙ্গলের বুক চিরে, কখনও বা হস্তীশাবকের বুক চিরে এগিয়ে চলেছে। হাজার হাজার নিরপরাধ প্রাণীর হত্যা ও অবলুপ্তির জন্য দায়ী আমরা। সত্যিই এই পৃথিবীর জন্য কী ভালো করেছি মনে প্রশ্ন জাগে।

মানুষের জন্য হারিয়ে যাওয়া মরিশাসের ডোডো পাখি কিংবা গত একশো বছরে বিলুপ্ত হওয়া ইয়াংজি রিভার ডলফিন (চিন), ক্যারিবিয়ান সন্ন্যাসী সিল ইত্যাদির মতো অনেক প্রাণীকে আমরা হয়তো আর চাইলেও ফিরিয়ে আনতে পারব না। এখন মানুষই মানুষের হাত থেকে অন্য প্রাণীদের সংরক্ষণের ব্যবস্থা করছে আর এভাবেই আমরা পরিবেশপ্রেমী হয়ে উঠছি।

আসলে আমরা যতই মোমবাতি মিছিল করি আর লেখালেখি করি, তাতে হয়তো সাময়িক সচেতনতা একটু বাড়বে। কিন্তু পরিবেশের ওপর আধুনিক প্রযুক্তিজনিত ক্ষতিকে আটকানো হয়তো প্রায় অসম্ভব। কান্তারার মতো চলচ্চিত্র বা রাসকিন বন্ডের মতো লেখকের বহু গল্পে বন্যপ্রাণী ও মানুষের সৌহার্দ্যপূর্ণ সহাবস্থানের যে ছবিটি তুলে ধরা হয়েছে তা কিন্তু কয়েক দশক আগেও বাস্তবে ছিল। শুধু প্রয়োজন আমাদের মধ্যে ক্রমবর্ধমান হিংসা বা জিঘাংসাকে একটু কমিয়ে এনে আরও সহনশীল হওয়া। প্রয়োজন অনাবিল নিষ্পাপ নিঃশর্ত ভালোবাসার– অন্য প্রাণীদের প্রতি তো বটেই, আশপাশের মানুষের প্রতিও।

নির্মাল্য দাস, জোড়পাকুড়ি, সাহুডাঙ্গি হাট, জলপাইগুড়ি।

নাড়া পোড়ানোর বিপদ

এসে গিয়েছে ফসল ঘরে তোলার মরশুম। এই হেমন্তে যেমন ধান ঘরে তোলা হবে, তেমনি কিছুদিন বাদেই গম জমি থেকে ওঠানো হবে। এই ফসল তোলার মরশুম শেষ হতেই অনেক চাষিকেই দেখা যায়, জমিতে ধান বা গম গাছের শেষাংশ বা নাড়া জমিতেই পুড়িয়ে দিচ্ছেন। এই প্রবণতা উত্তরোত্তর ক্রমবর্ধমান। কম্বাইন্ড হারস্টের বা ফসল কাটার মেশিন ব্যবহারের পর জমিতে নাড়া বা ধান কিংবা গম গাছের টুকরো পড়ে থাকে। অনেকের ধারণা এই জিনিসগুলি পুড়িয়ে দিলে এই ছাই জমিতে সারের কাজ করবে।

কিন্তু বাস্তব হচ্ছে ওই সব জিনিসের দহনের ফলে মাটির মধ্যে থাকা উপকারী জীবাণু, কেঁচো এবং পোকারা মারা যায়। মাটির উপরের স্তর পুড়ে শক্ত হয়ে যায়। এতে একদিকে যেমন পরিবেশ দূষিত হচ্ছে, অন্যদিকে চাষের কাজে সুবিধা হওয়ার পরিবর্তে অসুবিধা হচ্ছে। এই খড় বা নাড়া কুচিয়ে এবং পচিয়ে সার তৈরি করা যেতে পারে। জমি ও পরিবেশের সুরক্ষার কথা মাথায় রেখে জমিতে খড় বা নাড়া না পুড়িয়ে সেগুলি থেকে সার তৈরি করার দিকে সকলের নজর দেওয়া উচিত।

জয়ন্ত আচার্য
ব্লকপাড়া, গঙ্গারামপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর।

মাঠে শুধু খেলাই হোক

৩ ডিসেম্বর উত্তরবঙ্গ সংবাদ পড়ে জানতে পারলাম, মুখ্যমন্ত্রীর আসন্ন সভার জন্য শিলিগুড়ির কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে সুপার ডিভিশন ফুটবল লিগের খেলা স্থগিত রাখা হচ্ছে। এমনিতে কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামে কোনও বড় খেলার আসর বসে না বহুদিন। রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে মাঠ ও স্টেডিয়ামের অবস্থা ভালো নয়। অবিলম্বে মাঠের সংস্কারের কাজ সম্পূর্ণ হোক এবং একজন ক্রীড়াপ্রেমিক হিসেবে চাই, মাঠে শুধু খেলাই হোক, অন্য কিছু নয়।

আশিস রায়চৌধুরী, পূর্ব বিবেকানন্দপল্লি, শিলিগুড়ি।

হাটখোলায় নজর নেই

দেখুন কী অসাধারণ বৈপরীত্য, যে হাটে পাওয়ায় যায় পবিত্র ছটপুজোর উপকরণ সেই হাটেই মেলে মদের খালি বোতল, প্লাস্টিকের গ্লাস– এটা হল আলিপুরদুয়ার শহরের অভিভাবকহীন হাটখোলা হাটের বাস্তব চিত্র। যে পিঠের ব্যাগে থাকার কথা বইখাতা, সেখানে থাকছে মদের বোতল, ভাঙা লোহার টুকরো। হাটখোলার হাট অবারিত দ্বার। এখানে থাকার জন্য কোনও প্রকার চিন্তা করতে হয় না। প্রশস্ত পাকা ঘর, পর্যাপ্ত জলের ব্যবস্থা সবই আছে। স্কুলছুট বাচ্চারা এই সব সংগ্রহ করে, বিক্রি করে গুটখা মুখে দিয়ে দিন কাটাচ্ছে।

এখানে আছে অনেক নেতা, বুদ্ধিজীবী কিন্তু কে শোনে কার কথা! সবই চলছে, গতানুগতিকভাবে দিনের পর দিন। এর কি কোনও প্রতিকার নেই?

সমীরকুমার সাহা
হাটখোলা, আলিপুরদুয়ার।

১৬৯টি কলেজের পরীক্ষা কবে, প্রশ্ন

কলকাতা, ৫ ডিসেম্বর : সিন্ডিকেট বৈঠকের অনুমতি না মেলায় প্রশ্নের মুখে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ ১৬৯টি কলেজের ছাত্রছাত্রীরা উদ্বেগে রয়েছেন। বারবার রাজ্য সরকারের অনুমতি চেয়েও বৈঠকের অনুমতি মেলেনি বলে দাবি করেছেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজ্যপাল নিযুক্ত অস্থায়ী উপাচার্য শান্তা দত্ত(দে)।

সিন্ডিকেটের বৈঠক ডাকতে না পারলে সিমেস্টার সংক্রান্ত পরীক্ষাবিধির নির্দেশিকা দেওয়া যাবে না। অথচ আগামী দু'মাসের মধ্যে সিমেস্টার পরীক্ষা শেষ করানোর কথা। পরীক্ষাবিধি নির্ধারিত না হলে কীভাবে পরীক্ষা নেওয়া হবে তা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। সিমেস্টার পরীক্ষা পিছিয়ে গেলে সর্বভারতীয় স্তরে পিছিয়ে পড়বে ছেলেমেয়েরা। এই নিয়ে উদ্বেগে রয়েছেন উপাচার্যও। তিনি বলেন, 'চিন্তা হচ্ছে পড়ুয়াদের ভবিষ্যৎ নিয়ে। জাতীয় শিক্ষানীতির সমস্ত পর্ব পেরিয়ে এসে পরীক্ষানীতি নির্ধারণের প্রশ্নে সমস্যা হয়েছে। আমাদের অধীনে ১৬৯টি কলেজে জাতীয় শিক্ষানীতি চালু হয়ে গিয়েছে। কলেজগুলি পরীক্ষাবিধি চালু হওয়ার অপেক্ষা করছে। কিন্তু সিন্ডিকেটের বৈঠক ডাকতে না পারলে কী করে কী করব জানি না।' তাঁর বক্তব্য, রাজ্য সরকার তাঁদের বলেছিল অস্থায়ী উপাচার্যকে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে অনুমতি নিতে হবে। কিন্তু তিনি বার ছয়েক অনুমতি চেয়েও সেই অনুমতি পাননি।

> “ আমাদের অধীনে ১৬৯টি কলেজে জাতীয় শিক্ষানীতি চালু হয়ে গিয়েছে। কলেজগুলি পরীক্ষাবিধি চালু হওয়ার অপেক্ষা করছে। কিন্তু সিন্ডিকেটের বৈঠক ডাকতে না পারলে কী করে কী করব জানি না।
>
> – **শান্তা দত্ত(দে)** *অস্থায়ী উপাচার্য*

গোটা দেশে জাতীয় শিক্ষানীতি চালু হওয়ার পর রাজ্যের তরফেও একটি শিক্ষানীতি চালু করা হয়। সেই শিক্ষানীতিতে জাতীয় শিক্ষানীতির বিশেষ কোনও বদল করা হয়নি। তাই পরীক্ষাবিধির ক্ষেত্রেও খুব একটা সমস্যা হবে না বলেই মনে করে রাজ্যের শিক্ষামহল। তা সত্ত্বেও কেন সিন্ডিকেট বৈঠক ডাকার অনুমতি পাচ্ছেন না উপাচার্য? রাজ্যপাল নিযুক্ত বলেই কি তাঁকে এই সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে? প্রশ্ন উঠেছে রাজ্যের শিক্ষামহলে। নিখিলবঙ্গ অধ্যক্ষ পরিষদের সভাপতি এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু কলেজের অধ্যক্ষ পূর্ণচন্দ্র মাইতি বলেন, 'যদি নতুন পরীক্ষাবিধি না আসে, তাহলে আমরা পুরোনো পদ্ধতিতেই পরীক্ষা নেব। কিন্তু কোনওভাবেই ছেলেমেয়েদের ক্ষতি করা যাবে না। তবে আমার মনে হয়, হয়তো সরকার সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য ক'টি অভিন্ন পরীক্ষাবিধি চালু করতে চায়। তাই একটু দেরি হচ্ছে।' সিন্ডিকেটের বৈঠক প্রসঙ্গে রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু বলেন, 'সিন্ডিকেটের ব্যাপারে আমি কিছু জানি না। এ বিষয়ে আমি কিছু বলতে পারব না।'

প্রেমের টানে করাচির জাভেরিয়া কলকাতায়

কলকাতা, ৫ ডিসেম্বর : মায়ের ফোন ঘাঁটতে গিয়ে একঝলক দেখে ফেলেছিলেন পাক তরুণী জাভেরিয়ার ছবি। সেই থেকে সেই ছবি হৃদয়ে বসিয়ে নিয়েছিলেন কলকাতার সামির খান। সবে জার্মানিতে পড়াশোনা করে ফিরেছেন বাড়ি। সময়টা ২০১৮ সালের মে মাস। মনে তখন বসন্তের হাওয়া দোলা দিচ্ছে সামিরের। কিন্তু কিন্তু করে সিদ্ধান্ত নিয়ে বলে ফেললেন মনের কথা, 'জাভেরিয়া খানুমকেই আমি বিয়ে করতে চাই।'

ভালোবাসা কি কাঁটাতারের বাধা মানে? ততক্ষণে জাভেরিয়াও কবুল করে ফেলেছেন বিয়ের প্রস্তাব। তারপর থেকে আসতে থাকে নানা বাধা। কোভিড মহামারি গ্রাস করল গোটা বিশ্বকে। হাল ছাড়েননি জাভেরিয়া। বারবার ভিসার আবেদন করে চলেন। দুই দেশের সম্পর্কের টানাপোড়েনেও অটুট থাকে দুটি মনের টান। তাই দু'বার ভিসার আবেদন ফিরিয়ে দিলেও তৃতীয়বার ভিসা পেয়ে গেলেন জাভেরিয়া। মঙ্গলবার ওয়াঘা-আটারি

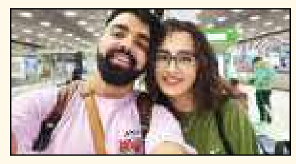

আন্তর্জাতিক সীমান্ত পেরিয়ে যখন তিনি ভারতে এলেন, তখন তাঁকে স্বাগত জানাতে তৈরি ছিল ঢোল-সহরত।

পাক্কা পাঁচ বছরের অপেক্ষা শেষে খানুম পেয়েছেন ৪৫ দিনের ভিসা। খানুম বলেন, 'সবুরে অবশেষে মেওয়া ফলল। ভাবতেই পারছি না, সত্যিই আমি ভারতের মাটি ছুঁতে পেরেছি। এখানে আসা মাত্রই সবার আদরে-আহ্লাদে ভেসে গিয়েছি। পাঁচ বছর পরে এভাবে ভিসা পাব আমি ভাবতে পারিনি। ভারত সরকারের কাছে আমি এইজন্য সত্যিই কৃতজ্ঞ।' আনন্দে, উত্তেজনায় টগবগ করে ফুটছেন সামির খানও। ইতিমধ্যেই জার্মানির পাশাপাশি আফ্রিকা, স্পেন, আমেরিকা সহ নানা দেশের বন্ধুদের জানিয়েছেন বিয়ের কথা। এক গাল হাসি নিয়ে জানালেন, 'তাঁরা সবাই এই বিয়েতে আসবেন। আমার মা অত্যন্ত খুশি এই বিয়েতে। সামনের জানুয়ারিতেই বিয়ে করছি আমরা।'

ভয় দেখালেও মমতাকে ছেড়ে যাব না : ববি

কলকাতা, ৫ ডিসেম্বর : কেন্দ্রীয় সরকারের এজেন্সি দিয়ে হাজার চাপ দেওয়ালেও রাজ্যের পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম কখনই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশ থেকে সরে যাবেন না। মমতা ঘনিষ্ঠ তৃণমূল নেতা ববি মঙ্গলবার বিধানসভায় এই কথা জানিয়ে দেন। দল ভাঙানোর জন্য এজেন্সির বাড়াবাড়ির উল্লেখ করে ববি বলেন, 'কী ভাবছেন? ভয় দেখালেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ছেড়ে চলে যাব? মৃত্যু পর্যন্ত মমতার সঙ্গে থাকব। যতই ইডি আসুক, সিবিআই আসুক, আমাকে নড়াতে পারবে না। আমার বাড়িতেও তো এসেছিল, কী পেয়েছে?'

কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে ইতিহাস বদলের অভিযোগ এনে তিনি বলেন, 'বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার ধারাবাহিকভাবে ইতিহাসকে বিকৃত করছে। তবে কয়েকটা নাম বদলে দিয়ে ইতিহাস বদলানো যায় না। মোগলসরাই স্টেশনের নাম বদলে দিলেই ইতিহাস পালটে যায় না। দেশের ইতিহাস থেকে মোগল আমলকে মুছে দেওয়া যাবে না।'

মেলার দাবিতে আন্দোলনে পৌষমেলা বাঁচাও কমিটি। মঙ্গলবার শান্তিনিকেতনে। ছবি : তথাগত চক্রবর্তী

পৌষমেলার দাবিতে গেট ভেঙে বিক্ষোভ

আশিস মণ্ডল

শান্তিনিকেতন, ৫ ডিসেম্বর : পৌষমেলা করার দাবিতে মঙ্গলবার উত্তাল হল বিশ্বভারতী। এদিন পৌষমেলা বাঁচাও কমিটির সঙ্গে নিরাপত্তারক্ষীদের ধস্তাধস্তিতে রীতিমতো উত্তেজনা ছড়াল বিশ্বভারতী চত্বরে।

আন্দোলনকারীদের অভিযোগ, হাইকোর্টের নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও বলাকা গেট বন্ধ রেখে গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে কার্যত বাধা দিল বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষের এই অসহযোগিতা ও প্রতিরোধের মধ্যে রবি ঠাকুরের পুরোনো কর্তার ভূতকে দেখছেন আন্দোলনকারীদের অনেকেই।

এদিন কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনের বলাকা গেট ভেঙে ভেতরে ঢুকে চলে বিক্ষোভ। যদিও কার্যালয়ে ছিলেন না ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য সহ কর্মসচিব। কবিগুরু মার্কেটের ব্যবসায়ী আমিনুল হোদার বক্তব্য, 'বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ শান্তিপূর্ণ আন্দোলনকে অসহযোগিতা করল। ডেপুটেশন জমা দিতে দেবে না বলেই কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের ভেতরে-বাইরে সর্বত্র তালা মেরে রেখেছিল।'

বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ ও শান্তিনিকেতন ট্রাস্ট যৌথভাবে প্রেস বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানিয়ে দিয়েছিল এবারও হচ্ছে না ঐতিহ্যবাহী পৌষমেলা। তারপর থেকে শান্তিনিকেতনের আবহাওয়া উত্তপ্ত হতে শুরু করে। ব্যবসায়ী আমিনুল বলেন, 'বিশ্বভারতী শুধুমাত্র

উত্তাল বিশ্বভারতী

পূর্বপল্লির মাঠটা দিত। শান্তিনিকেতন ট্রাস্ট রাজ্য সরকারের সাহায্যে মেলা ঠিকই হত। আমরা আশাবাদী। হাতে এখনও সময় আছে। বিশ্বভারতী শুধু মাঠটা দিক।'

২০১৯ সালে শেষবার শান্তিনিকেতনে হয়েছিল ঐতিহ্যবাহী পৌষমেলা। ২০২০ সালে কোভিডের জন্য বন্ধ ছিল মেলা। কিন্তু পরবর্তীতে অর্থাৎ ২০২১ ও '২২ সালে প্রাক্তন উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তী পৌষমেলা বন্ধ করে দেন, যা নিয়ে বিক্ষোভ হয় শান্তিনিকেতনজুড়ে।

বিদ্যুৎবাবুর মেয়াদ শেষের পর নতুন ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য হিসেবে দায়িত্ব নিয়েছেন সঞ্জয়কুমার মল্লিক। বোলপুর-শান্তিনিকেতনবাসী কিন্তু এবার পৌষমেলা বসবে বলে আশা করেছিলেন। এক বিক্ষোভকারীর কথায়, 'পাঁচদিন আগেও জানানো হল ওরা ছোট করে মেলা করবে। ছোট ব্যবসায়ীরা সেইমতো প্রস্তুতি নিয়েছেন। এখন মেলা করবে না বললে কেন মানা হবে? আমরা এই মাটি কামড়ে পড়ে থাকব। বসন্ত উৎসব, পৌষমেলা এখানকার সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। এটাকে এভাবে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া যায় না। আমরা গণ অবস্থান করব।'

এদিন জেলা শাসক, মহকুমা শাসক, এসএসডিও এবং শান্তিনিকেতন ট্রাস্টের কাছে স্মারকলিপি জমা দেন ব্যবসায়ী সমিতির সুনীল সিং, আলাপিনী সমিতির সদস্য মনীষা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ।

ঘূর্ণিঝড়ে বাংলার চাষে ক্ষতির সম্ভাবনা নেই

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ৫ ডিসেম্বর : ঘূর্ণিঝড় 'মিগজাউম'-এর প্রভাবে রাজ্যের দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে আবহাওয়া প্রভাবিত হলেও চাষবাসে তা ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াবে বলে মনে করছেন না কৃষিবিজ্ঞানীরা।

তামিলনাড়ু সহ দক্ষিণ ভারতে এই ঘূর্ণিঝড় প্রভূত ক্ষতি বয়ে এনেছে। সেদিক থেকে এখনও এই ব্যাপারে মুক্ত পশ্চিমবঙ্গ। তবে বুধ ও বৃহস্পতিবার বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বাড়লে মাঠে আলু ও সর্ষে চাষের কিছু ক্ষতির আশঙ্কা রয়েছে। তবে একমাত্র মাঠে জল জমলেই ক্ষতি হতে পারে। জমা জল বের করে দিতে পারলে ক্ষতির তেমন আশঙ্কা থাকবে না বলে মঙ্গলবার দাবি করলেন রাজ্যের ভারপ্রাপ্ত

কৃষি অধিকর্তা প্রভাত বোস। যদিও আবহাওয়া খারাপ হওয়ার কারণে এখনই আমন ধান জমি থেকে কেটে ঘরে তোলার জন্য রাজ্যের কৃষকদের জরুরি নির্দেশিকা পাঠিয়েছে কৃষি দপ্তর।

কৃষি অধিকর্তা জানান, এই মুহূর্তে উত্তরবঙ্গের কোচবিহার সহ বিভিন্ন জেলা ও দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে আমন ধান কাটার মরশুম প্রায় শেষ। পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুরে আমন চাষ সামান্য দেরিতে হওয়ায় ওই দুই জেলায় স্বল্প পরিমাণ আমন ধান মাঠে থেকে গিয়েছে। ওই ধান অনিলম্বে কেটে ঘরে তুলে ফেলতে হবে। কৃষি অধিকর্তার দাবি, ধান কাটার বিভিন্ন যন্ত্রপাতি সরকার থেকে কৃষকদের সরবরাহ করা হয়েছে।

মঙ্গলবার দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলা, বিশেষ করে উপকূলবর্তী জেলাগুলিতে আকাশ মেঘলা থেকেছে। কোথাও কোথাও ছিটেফোঁটা বৃষ্টিও হয়েছে। তবে ভারী বৃষ্টি হয়নি। বুধ ও বৃহস্পতিবার বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে বলে হাওয়া অফিস এ ব্যাপারে কৃষক সহ সংশ্লিষ্টদের সতর্ক করেছে।

দিনভর ঘেরাও কল্যাণীর উপাচার্য

কল্যাণী, ৫ ডিসেম্বর : মঙ্গলবার দুপুর থেকে একজন শিক্ষক এবং কয়েকজন শিক্ষাকর্মী মিলে কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অমলেন্দু ভুঁইয়া এবং অন্য শিক্ষাকর্মীদের ঘেরাও করে রাখেন রাত পর্যন্ত। তাঁদের দাবি, সমাবর্তন উৎসব করা চলবে না। উপাচার্য বলেন, 'আমাদের দুপুর ২টো থেকে ঘেরাও করে রাখা হয়েছে। আমরা অসহায় অবস্থায় রয়েছি। তবে সমাবর্তন উৎসব করতে না দেওয়া হলে ছাত্রছাত্রী এবং শিক্ষক-শিক্ষিকাদের কাছে মোটেও ভালো বার্তা যাবে না।'

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের অভিযোগ, তৃণমূল সমর্থিত এক শিক্ষক তাঁর কিছু অনুগামীদের নিয়ে এই ভাবে ঘেরাও করে অবস্থান কর্মসূচি চালিয়ে গিয়েছেন দিনভর। বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা গিয়েছে, রাজ্যপাল এই অস্থায়ী উপাচার্যকে নিয়োগ করেছেন। তারপর থেকেই শুরু হয়েছে সমস্যা। অন্যদিকে তৃণমূল সমর্থিত কর্মীদের বক্তব্য, তাঁরা কয়েকটি দাবি নিয়ে অবস্থান আন্দোলন চালাচ্ছেন। অবস্থানরত শিক্ষক বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় বলেন, 'ইনি অস্থায়ী উপাচার্য। কাজেই ছাত্রছাত্রীদের সার্টিফিকেটে ইনি স্বাক্ষর করলে তার বৈধতা থাকবে কি না তা নিয়ে প্রশ্ন আছে। সুপ্রিম কোর্টে এই অস্থায়ী উপাচার্যের বিষয়টি বিচারাধীন রয়েছে। কয়েকদিনের মধ্যে রায় বেরোবে বলে জানা গিয়েছে। সুপ্রিম কোর্টে রায় বেরোনোর পর স্থায়ী উপাচার্য নিযুক্ত হলে, তখন সমাবর্তন উৎসব হওয়া উচিত।'

টুকরো খবর

মমতা লৌহমানবী, বললেন শত্রুঘ্ন

কলকাতা, ৫ ডিসেম্বর : ভালো লোকেদের রাজনীতিতে আসতে হবে। তা না হলে খারাপ লোক তৈরি হয়ে আছে রাজনীতিতে আসার জন্য। মঙ্গলবার ২৯ তম কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসবে এসে এই মন্তব্য করেন তৃণমূল সাংসদ তথা প্রখ্যাত অভিনেতা শত্রুঘ্ন সিনহা। এজন্য তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিশেষ ধন্যবাদও জানান। দেশের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে মমতাকে ভরসা দেন তিনি। বলেন, 'বর্তমান পরিস্থিতি যাই আসুক না কেন ভয় পাওয়ার কিছু নেই।' মমতাকে 'লৌহমানবী' বলে উল্লেখ করে শত্রুঘ্নর মন্তব্য, 'লড়াই করার জন্য সবসময় তৈরি থাকবেন।' এই নিয়ে একটি শায়েরিও শোনান।

প্রশ্নের মুখে পদ্ম

কলকাতা, ৫ ডিসেম্বর : দলের কিছু নেতা-কর্মীর বিরুদ্ধে সরাসরি অভিযোগ করেছিলেন বিজেপি নেতা অনুপম হাজরা। তাঁর বিজয়া সম্মিলনির মঞ্চে হামলা চালানোয় খয়রাশোল থানায় অভিযোগ করেছিলেন অনুপমের অনুগামীরা। অভিযুক্তদের মঙ্গলবার রক্ষাকবচ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। আপাতত ওই বিজেপি নেতাদের বিরুদ্ধে পুলিশ কোনও পদক্ষেপ নিতে পারবে না বলে নির্দেশ দিয়েছে আদালত। তবে এদিন গোষ্ঠীকলহ নিয়ে আদালতে প্রশ্নের মুখে পড়ে বিজেপি।

মানিকের আর্জি

কলকাতা, ৫ ডিসেম্বর : নিজের আংটি, পৈতা, মাদুলি সহ ব্যক্তিগত জিনিস ইডির কাছে চেয়েও মেলেনি বলে আদালতে অভিযোগ করলেন মানিক ভট্টাচার্য। মঙ্গলবার জেল হেপাজতের মেয়াদ শেষে প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের প্রাক্তন সভাপতিকে ব্যাঙ্কশাল আদালতে তোলা হয়েছিল। তখনই ইডি তাঁর ব্যক্তিগত জিনিসগুলি দিচ্ছে না বলে আদালতে অভিযোগ করেন তিনি।

সব শুনে বিচারপতি মানিককে নির্দিষ্ট ফোরামে আবার আবেদন জানাতে বলেন। আবেদন জানালে ইডিকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেবেন বলে জানান বিচারপতি।

হাসপাতালে মদন

কলকাতা, ৫ ডিসেম্বর : অসুস্থ হয়ে এসএসকেএম হাসপাতালে ভর্তি হলেন কামারহাটির তৃণমূল বিধায়ক মদন মিত্র। বেশ কিছুদিন ধরেই শ্বাসকষ্টের সমস্যায় ভুগছিলেন তিনি। সোমবার রাতে তাঁকে এসএসকেএমের উডবার্ন ব্লকে ভর্তি করা হয়। মঙ্গলবার দুপুরে শারীরিক পরীক্ষার জন্য তাঁকে বাঙ্গুর ইনস্টিটিউট অফ নিউরোলজিতে নিয়ে যাওয়া হয়। আপাতত তাঁর অবস্থা স্থিতিশীল।

শা'র প্রাপ্তিস্বীকার

কলকাতা, ৫ ডিসেম্বর : এবার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা-র কাছেই শিশির অধিকারীর বিরুদ্ধে সিবিআই তদন্তের দাবি তুলেছে তৃণমূল। তৃণমূলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ এই দাবিতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে চিঠি পাঠিয়েছিলেন। ১ ডিসেম্বর শা সেই চিঠির প্রাপ্তি স্বীকার করেছেন। মঙ্গলবার শা'র চিঠির ছবি দিয়ে এক্স হ্যান্ডেলে কুণাল জানিয়েছেন, 'শা ওই চিঠির প্রাপ্তি স্বীকার করেছেন। সিবিআই সূত্র থেকে জানলাম, চিঠি পৌঁছেছে। সারদা মামলায় অন্তর্ভুক্ত করে অবিলম্বে শিশিরবাবুকে হেপাজতে নিয়ে তদন্ত করতে হবে।' সিবিআই সূত্রের খবর, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক বাধা না দিলে এই ব্যাপারে তদন্ত কেউ আটকাতে পারবে না।'

নতুন প্রয়াস 'ড্রিম গুরুকুল'

কলকাতা, ৫ ডিসেম্বর : খ্যাতনামা আবাসন নির্মাণকারী সংস্থা 'জৈন গ্রুপ'-এর নতুন প্রয়াস 'ড্রিম গুরুকুল'। যেখানে ভারতীয় ঐতিহ্যের সুপ্রাচীন ধারাকে আধুনিকতার মোড়কে নতুন রূপ দিতে চলেছে তারা। মঙ্গলবার কলকাতার এক অভিজাত হোটেলে প্রকল্পের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পণ্ডিত অজয় চক্রবর্তী, চিত্রশিল্পী শুভাপ্রসন্ন, নৃত্যশিল্পী মমতা শঙ্কর। কলকাতা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে মাত্র কয়েক কিলোমিটার দূরে মধ্যমগ্রামে প্রায় সাড়ে ৪ একর জমিতে গড়ে উঠতে চলেছে আবাসন প্রকল্পটি। এক ছাদের নীচে এখানে বিভিন্ন সুবিধা ছাড়াও থাকবে সংগীত, নৃত্য, কলা ও ক্রীড়া প্রশিক্ষণের বিশেষ ব্যবস্থা। বিশেষজ্ঞ প্রশিক্ষকের অধীনে মিলবে এই প্রশিক্ষণ।

সংস্থার ম্যানেজিং ডিরেক্টর ঋষি জৈন বলেন, 'আমরা শুধু ইট-কাঠ-পাথরের বাড়ি বিক্রি করি না। সেখানে যাঁরা থাকবেন, তাঁদের কথাও ভাবি। শিশুদের ভবিষ্যতের বিকাশের জন্য যাবতীয় ব্যবস্থা থাকছে এই আবাসন প্রকল্পটিতে। বিশেষজ্ঞ প্রশিক্ষকদের অধীনে থাকবে নৃত্য, সংগীত, অঙ্কন ও ক্রীড়া প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা। এক ছাদের নীচে এত সব সুবিধা অন্য কোনও সংস্থার প্রকল্পে পাওয়া যাবে না।'

বিলের বিরুদ্ধে প্রস্তাব

কলকাতা, ৫ ডিসেম্বর : লোকসভায় এনডিএ সরকারের আনা তিনটি বিলের বিরোধিতা করে মঙ্গলবার রাজ্যের শাসক দল প্রস্তাব আনল। রাজ্যের পরিষদীয় মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় প্রস্তাবটি উত্থাপন করে বলেন, 'এই বিলগুলিতে বেশকিছু ধারা আছে, যেগুলি জনগণ বিরোধী। লোকসভার মেয়াদ শেষ হয়ে এসেছে। তাই সরকারের উচিত এখনই এই সম্পর্কে সিদ্ধান্ত না নিয়ে তা নয়া সরকার ও নতুন আসা লোকসভার সদস্যদের ওপর ছেড়ে দেওয়া।' রাজ্যের অর্থ প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য বলেন, 'নয়া বিলগুলিতে হিন্দি পরিভাষা ব্যবহার করা হয়েছে। বিলগুলির অধিকাংশই পুরোনো আইন থেকে টোকা। আসলে এগুলিকে নতুন বোতলে পুরোনো মদ বলা চলে।'

এসএসসি'র থেকে হলফনামা তলব

কলকাতা, ৫ ডিসেম্বর : নিয়োগ মামলার শুনানিতে দেবাংশু বসাকের ডিভিশন বেঞ্চে প্রথমদিনই প্রশ্নের মুখে স্কুল সার্ভিস কমিশন। মঙ্গলবারের শুনানিতে বিচারপতিদের প্রশ্ন, একই ইস্যুতে কলকাতা হাইকোর্ট ও সুপ্রিম কোর্টে কেন এসএসসি ভিন্ন অবস্থান নিচ্ছে? এক সপ্তাহের মধ্যে কমিশনকে হলফনামা জমা দেওয়ার নির্দেশ দেয় বিচারপতি দেবাংশু বসাক ও বিচারপতি সব্বার রশিদির ডিভিশন বেঞ্চ।

এদিন মামলাকারী লক্ষ্মী তুঙ্গা, সাবিনা ইয়াসমিন, সন্দীপ প্রসাদের নিয়োগ সংক্রান্ত একটি মামলা ডিভিশন বেঞ্চে শুনানি হয়। এই মামলায় আগেও হাইকোর্টে শুনানি হয়েছিল। তখন কমিশন জানিয়েছিল, তারা নিজেদের ক্ষমতা প্রয়োগ করে বেআইনি চাকরিপ্রাপকদের সুপারিশপত্র প্রত্যাহার করেছে। আবার একই মামলায় সুপ্রিম কোর্টে কমিশন জানিয়েছিল, কলকাতা হাইকোর্টের চাপে তারা এই কাজ করতে বাধ্য হয়েছে। মঙ্গলবার শুনানিতে ডিভিশন বেঞ্চ জানতে চায়, কেন কমিশনের এই ভিন্ন অবস্থান? কেন চাকরি বাতিলের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল তার বিস্তারিত রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশ দেয়। এদিন বিচারপতির পর্যবেক্ষণ, যদি সম্পূর্ণ প্যানেল বাতিল করা হয় তবে অনেক যোগ্য প্রার্থী বেশ কয়েকবছর চাকরি করার পর কাজ হারাবেন। কমিশন আদালতে জানায়, যারা মামলাকারী তারাই প্রথমে টাকা দিয়ে চাকরি পাওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু চাকরি না পেয়ে মামলা করছেন। তার ভিত্তিতে বিচারপতি বলেন, 'একজন দুর্নীতির চেষ্টা করেছে বলে কি আপনারাও দুর্নীতির ছাড়পত্র পেয়ে যাবেন?'

রোজগার মেলা

কলকাতা, ৫ ডিসেম্বর : বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের জন্য আয়োজিত হচ্ছে রোজগার মেলা। ১৩ ডিসেম্বর সকাল ৯টা থেকে কোচবিহার, দক্ষিণ ২৪ পরগনা ও পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় এই মেলা হবে। কারিগরি শিক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং দক্ষতা উন্নয়ন দপ্তরের উদ্যোগে আয়োজিত এই মেলায় সকল বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। এই রোজগার মেলাগুলি কোচবিহার জেলার সরকারি আইটিআই কলেজ, দক্ষিণ ২৪ পরগনার টালিগঞ্জ আইটিআই ও পশ্চিম মেদিনীপুরের আইটিআই কলেজে প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হবে। তবে এই মেলায় অংশগ্রহণ করার জন্য আগ্রহীদের রোজগার সেবা পোর্টালে নাম নথিভুক্ত করা বাধ্যতামূলক।

রোদে রেশম গুটি শুকোনোর ব্যস্ততা। মঙ্গলবার নলহাটির ভদ্রপুরে। ছবি : তথাগত চক্রবর্তী

প্রতারিত খেতমজুর প্রৌঢ়

বর্ধমান, ৫ ডিসেম্বর : কোনও বেসরকারি ব্যাংক নয়, দেশের সর্ববৃহৎ রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকে সঞ্চয়ের টাকা গচ্ছিত রেখে প্রতারিত হলেন প্রৌঢ় খেতমজুর। ঘটনাটি পূর্ব বর্ধমানের জামালপুরে ঘটেছে। অ্যাকাউন্ট থেকে ৯০ হাজার টাকা গায়েব হয়ে যাওয়া নিয়ে প্রৌঢ় তারক মণ্ডল ব্যাংকে অভিযোগ জানালেও ব্যাংক কর্তৃপক্ষ কোনও পদক্ষেপ করেনি। এরপরই এদিন তিনি জামালপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

মুখ্যমন্ত্রীর আশ্বাসেও হতাশায় ১১ যুবক

চিত্ত মাহাতো

ঝাড়গ্রাম, ৫ ডিসেম্বর : মুখ্যমন্ত্রীর আশ্বাস পাওয়ার পরেও রাজ্যের অন্যতম পর্যটনকেন্দ্র চিল্কিগড়ের কনকদুর্গা মন্দির দেখভালের কাজে নিযুক্ত ১১ জন যুবকের চরম হতাশায় দিন কাটছে। ডমন সিং, রাজেশ বারিক, শুকদেব রানা, দীপেন রানা, সৌমেন সিংহ দেব, অরূপ জিৎ, স্বপন খামরুই, মানস জানা, তারকেশ্বর খামারুই, সুখেন রানা ও বুবাই সিং নামে ১১ জন যুবক বিগত চার বছর ধরে মন্দির দেখভালের পাশাপাশি মন্দির চত্বর ও সংরক্ষিত ঔষধি জঙ্গল এলাকায় পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার কাজ করছেন। এঁদের মধ্যে অনেকেই স্নাতক, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক উত্তীর্ণ রয়েছেন। মন্দির উন্নয়ন কমিটির তরফে তাঁদের সামান্য কিছু আর্থিক সাহায্য করা হলেও সেটাও নিয়মিত নয়।

২০২০ সালের ৭ অক্টোবর ঝাড়গ্রামে প্রশাসনিক সভা সেরে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিকেলে ওই মন্দির পরিদর্শনে গিয়েছিলেন। তখনই ওই ১১ জন যুবক মুখ্যমন্ত্রীকে জানান, মন্দির কমিটির দেওয়া সামান্য সাম্মানিকে তাঁদের সংসার চলে না। তাঁদের সমস্যার কথা শুনে মুখ্যমন্ত্রী জেলা পুলিশকর্তাদের বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখতে বলেন। এরপর ওই যুবকরা সিভিক ভলান্টিয়ার পদের মতো সরকার স্বীকৃত কোনও পদে তাঁদের নিয়োগের জন্য জেলা প্রশাসনের কাছে

চিল্কি গড়ের কনক দুর্গা মন্দির।

আবেদন জানান। ওই সময় প্রশাসন তাঁদের বিষয়ে সব তথ্যও সংগ্রহ করে। কিন্তু তিন বছর পেরিয়ে গেলেও তাঁদের সরকারি স্বীকৃতি পাওয়া নিয়ে ধোঁয়াশা থেকেই গিয়েছে।

সম্প্রতি তাঁরা সিভিক ভলান্টিয়ার পদের জন্য নবান্নে মুখ্যমন্ত্রীর কাছেও সরাসরি আবেদন জানিয়েছেন। কিন্তু জেলা প্রশাসন সূত্রে খবর, ওই যুবকদের কোন পদে নেওয়া হবে সে বিষয়ে রাজ্য প্রশাসনের উচ্চ স্তর থেকে এখনও কোনও নির্দেশিকা এসে পৌঁছায়নি। তাছাড়া বর্তমানে সিভিক ভলান্টিয়ার নিয়োগ বন্ধ রয়েছে।

ওই যুবকদের মধ্যে একজন বললেন, 'যেহেতু মুখ্যমন্ত্রী নিজে আমাদের আশ্বাস দিয়েছেন তাই আমরা সরকারি স্বীকৃতি পাওয়ার অপেক্ষায় রয়েছি এবং নিয়মিত আর্জি জানিয়ে আসছি।' চিল্কিগড়ে ডুলুং নদীর তীরে ঔষধি জঙ্গলের মাঝখানে অবস্থিত ৩০০ বছরের পুরোনো কনকদুর্গা মন্দির। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর মন্দিরকে ঘিরে গড়ে উঠেছে পিকনিক স্পট। অন্যতম পর্যটনকেন্দ্র হিসাবেও রাজ্যের পর্যটন মানচিত্রে জায়গা করে নিয়েছে চিল্কিগড়। পর্যটকদের আকর্ষণ বাড়াতে ২০০৮ সালে এখানে ২০টি হনুমান ছেড়ে দেয় পর্যটন দপ্তর। সেই সংখ্যাটি এখন বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪০০-তে। ফলে তাদের খাদ্যের জোগান দেওয়াও এখন ব্যয়বহুল হয়ে দাঁড়িয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ এই পর্যটনকেন্দ্রের পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য ২ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী।

শুরু হয়েছে মন্দির চত্বর সংস্কারের কাজ। মন্দির উন্নয়ন কমিটির সহ সভাপতি তেজেশচন্দ্র দেও ধবলদেব জানান, করোনার সময় থেকে এই পর্যটনকেন্দ্রে প্রবেশমূল্য নেওয়া বন্ধ রয়েছে। পর্যটনকেন্দ্রের চত্বরে থাকা দেবীদহে বন্ধ হয়েছে নৌকাবিহার। ফলে গাড়ি পার্কিং ছাড়া কমিটির আয় বলতে আর তেমন কিছু নেই। তাই ওই ১১ জন কর্মীকে সামান্য সাম্মানিকটুকুও দিতে অসুবিধা হচ্ছে। এই অবস্থায় জেলায় সিভিক ভলান্টিয়ারের পদ শূন্য হলে শীর্ষ মহলের নির্দেশমতো পূরণ করা হবে বলে জেলার পুলিশ সুপার অরিজিৎ সিনহা জানিয়েছেন।

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : অচেনা ব্যক্তির দ্বারা আজ অপমানিত হতে পারেন। দাম্পত্যের সমস্যা কাটবে। বৃষ : দূরের কোনও বন্ধু আজ উপহার পাঠাতে পারেন। মেয়ের বিয়ে ঠিক হওয়ায় স্বস্তি। মিথুন : কাউকে উপদেশ দিতে গিয়ে অপমানিত হতে পারেন। প্রেমের সঙ্গীকে সময় দিন। কর্কট : বাবার সঙ্গে কাছাকাছি ভ্রমণে বের হয়ে আনন্দ। প্রেমে সমস্যা। সিংহ : মায়ের শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা দূর হবে। চোখের সমস্যায় ভোগান্তি। কন্যা : সম্পত্তি নিয়ে পারিবারিক সমস্যা মিটবে। কর্মক্ষেত্রে আজ কোনও ভালো খবর পেতে পারেন। তুলা : ব্যবসার কারণে ঋণ নিতে হতে পারে। ভাইয়ের সঙ্গে পৈতৃক সম্পত্তি নিয়ে মতভেদ। বৃশ্চিক : কারও কথায় প্রভাবিত হয়ে আর্থিক ক্ষতি। চোখের সমস্যা কমবে। ধনু : বিপন্ন কোনও পরিবারের পাশে দাঁড়িয়ে আনন্দ। আজ খুব পরিশ্রমে সারাদিন কাটবে। মকর : সামান্যে সন্তুষ্ট থাকুন। সন্তানের পরীক্ষার ফলে খুশি হবেন। বিদ্যার্থীদের শুভ। কুম্ভ : প্রেমের সঙ্গীকে অন্যের কথা শুনে বিচার করতে যাবেন না। মায়ের শরীর নিয়ে সমস্যা কাটবে। মীন : খেলোয়াড় ও অভিনেতারা আজ নতুন সুযোগ পেতে পারেন। প্রেমের সমস্যা কাটবে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদন গুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে আজ ১৯ অগ্রহায়ণ ১৪৩০, ভাঃ ১৫ অগ্রহায়ণ, ৬ ডিসেম্বর ২০২৩, ১৯ অঘোন, সংবৎ ৯ মাগশীর্ষ বদি, ২১ জমাঃ আউঃ। সূঃ উঃ ৬।৮, অঃ ৪।৪৮। বুধবার, নবমী রাত্রি ১।৫। উত্তরফল্গুনীনক্ষত্র শেষরাত্রি ৫।২৮। প্রীতিযোগ রাত্রি ১১।২৩। তৈতিলকরণ দিবা ১২।৪ গতে গরকরণ রাত্রি ১।৫ গতে বণিজকরণ। জন্মে- সিংহরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী মঙ্গলের ও বিংশোত্তরী রবির দশা, দিবা ৯।৩৭ গতে কন্যারাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ শেষরাত্রি ৫।২৮ গতে দেবগণ অষ্টোত্তরী বুধের ও বিংশোত্তরী চন্দ্রের দশা। মৃতে- দ্বিপাদদোষ, শেষরাত্রি ৫।২৮ গতে। ৫।২৮ গতে দোষ নাই। যোগিনী- পূর্বে, রাত্রি ১।৫ গতে উত্তরে। কালবেলাদি ৮।৪৮ গতে ১০।৮ মধ্যে ও ১১।২৮ গতে ১২। ৪৮ মধ্যে। কালরাত্রি- ২।৪৮ গতে ৪।২৮ মধ্যে। যাত্রা- নাই। শুভকর্ম- নাই। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- নবমীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। রাত্রি ১।৫ গতে মাসদগ্ধা। ডঃ বিআর আম্বেদকরের প্রয়াণ দিবস। অমৃতযোগ- দিবা ৭।২ মধ্যে ও ৭।৪৪ গতে ৮।৩২ মধ্যে ও ১০।৩৩ গতে ১২। ৪০ মধ্যে এবং রাত্রি ৫।৪৮ গতে ৬।৪১ মধ্যে ও ৮।২৯ গতে ৩।৩৯ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ৭।২ গতে ৭।৪৪ মধ্যে ও ১।২২ গতে ৩।২৯ মধ্যে।

জব কার্ড বাতিলে শীর্ষে যোগী রাজ্য

ধর্মেন্দ্রর ‘ব্যাটন’ সাধ্বীর হাতে ■ বিজেপিকে তোপ তৃণমূলের

প্রসেনজিৎ দাশগুপ্ত

নয়াদিল্লি, ৫ ডিসেম্বর : সোমবারের পর মঙ্গলবার। রাজ্যের বকেয়া দাবিদাওয়া নিয়ে ধুন্ধুমার অব্যাহত শীতকালীন অধিবেশনে। সংসদের ভিতরে-বাইরে ১০০ দিনের কাজে জবকার্ড বাতিল ইস্যুতেও সম্মুখ সমরে নামল বিজেপি-তৃণমূল। এদিন কোন রাজ্যে কত ভুয়ো জবকার্ড বাতিল হয়েছে তা জানতে চান তৃণমূল সাংসদ দীপক অধিকারী (দেব)। সেই প্রশ্নের লিখিত জবাব দেন কেন্দ্রীয় গ্রামন্নোয়ন প্রতিমন্ত্রী সাধ্বী নিরঞ্জনা জ্যোতি। কেন্দ্রের তরফে গত ২টি অর্থবর্ষের যে পরিসংখ্যান পেশ করা হয়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে, পশ্চিমবঙ্গের চেয়ে অনেক বেশি ভুয়ো জবকার্ড বাতিল হয়েছে উত্তরপ্রদেশ, ওড়িশা, রাজস্থান, বিহার ও মধ্যপ্রদেশে। আর তারপরেই বিজেপির বিরুদ্ধে তোপ দাগতে শুরু করে তৃণমূল।

বাংলার শাসক দলের অভিযোগ, এই রাজ্যে ১০০ দিনের কাজে দুর্নীতির অভিযোগ ভিত্তিহীন। এ নিয়ে অপপ্রচার চালাচ্ছে বিজেপি। তৃণমূল কংগ্রেসের মুখপাত্র কুণাল ঘোষের দাবি, ‘অবিলম্বে কুৎসা বন্ধ হোক।’ সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ২০২১-’২২ এবং ২০২২-’২৩-এ গোটা দেশে ১০ লক্ষ ৫০ হাজার ৪০১টি জবকার্ড বাতিল হয়েছে। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি জবকার্ড বাতিল হয়েছে উত্তরপ্রদেশে। সংখ্যাটা ৩ লক্ষ ৬৪ হাজার ৪০১। ওড়িশায় বাতিল হয়েছে ১ লক্ষ ৬৫ হাজার ১৬৫টি জবকার্ড। মধ্যপ্রদেশ ও বিহারেও সংখ্যাটা একলক্ষের বেশি ছিল। অন্যদিকে, পশ্চিমবঙ্গে দু’বছরে বাতিল জবকার্ডের সংখ্যা মাত্র ৫ হাজার ৬৫১।

> “তৃণমূল কংগ্রেস প্রতিনিধিদের সঙ্গে দেখা করতে আমি আড়াই ঘণ্টা অফিসে অপেক্ষা করেছিলাম।
> – সাধ্বী নিরঞ্জনা জ্যোতি
> *কেন্দ্রীয় গ্রামন্নোয়ন প্রতিমন্ত্রী।*

সোমবার অধিবেশনের প্রথমদিনে মনরেগায় ১০০ দিনের কাজে বকেয়ার দাবিতে সরব হন তৃণমূল কংগ্রেসের লোকসভার দলনেতা সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়। পালটা আক্রমণ শানান কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান। রাজ্যে মিড-ডে মিলে পাহাড়প্রমাণ দুর্নীতির ব্যাখ্যা দিয়ে সিবিআই তদন্তের মাধ্যমে রাজ্যের শাসক দলের শীর্ষ নেতৃত্বকে জেলে ভরার হুমকি দেন তিনি। সেই টানাপোড়েনের জের কাটতে না কাটতে মঙ্গলবার বকেয়ার দাবিদাওয়া নিয়ে আরও একবার সম্মুখসমরে অবতীর্ণ হল তৃণমূল এবং বিজেপি। ধর্মেন্দ্র প্রধানের ব্যাটন এদিন স্বহস্তে ধারণ করলেন কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন প্রতিমন্ত্রী সাধ্বী নিরঞ্জনা জ্যোতি। বকেয়ার দাবিতে লোকসভা থেকে ওয়াকআউট করেন ঘাসফুল শিবিরের প্রতিনিধিরা।

এদিন প্রশ্নোত্তর পর্বে কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী গিরিরাজ সিং’কে দেখে উঠে দাঁড়ান সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি হালকা চালে বলেন, ‘গিরিরাজজি-কে দেখলেই আমার প্রশ্ন করতে ইচ্ছা করে।’ এরপর দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে তৃণমূল কংগ্রেসের কৃষিভবন অভিযান প্রসঙ্গে বলেন, ‘আমরা একাধিকবার সাক্ষাৎ করতে চেয়েছি আপনার সঙ্গে। আপনার প্রতিমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে যাই। কিন্তু আমাদের আড়াই ঘণ্টা বসিয়ে রাখা হয়, মন্ত্রী পালিয়ে যান।’ সুদীপের বক্তব্য, ‘আমরা দীর্ঘদিন ১০০ দিনের কাজে বকেয়া মেটানোর দাবি জানাচ্ছি। যদি কোনও একটি গ্রামে সমস্যা হয়, তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিন। গোটা রাজ্যকে কেন বঞ্চিত করছেন?’

পালটা সুর চড়ান সাধ্বী নিরঞ্জনা জ্যোতি। তিনি বলেন, ‘আমার নামে এরা ইচ্ছা করে মিথ্যা অভিযোগ আনছেন। এদের লজ্জা হওয়া উচিত।’ জ্যোতি বলেন, ‘তৃণমূল কংগ্রেস প্রতিনিধিদের সঙ্গে দেখা করতে আমি আড়াই ঘণ্টা অফিসে অপেক্ষা করেছিলাম। আমাকে বলা হয়েছিল, তৃণমূলের ৫ জন প্রতিনিধি দেখা করবেন। আমি রাজি হই। তারপর বলা হল ১০ জন দেখা করবেন, তাতেও সায় দিই। এরপর বলা হয়, সমস্ত প্রতিনিধিরা আসবেন কৃষিভবনে। আমি তাতেও রাজি হই। এরপর বলা হয় যারা ভুক্তভোগী তারাও আসবেন। কিন্তু তাঁরা কেউ আসেননি। আমি দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করে বেরিয়ে আসি।’

সাধ্বীর কথায় উত্তাল হয় তৃণমূল বেঞ্চ। সমস্ত সাংসদরা উঠে দাঁড়িয়ে তীব্র প্রতিবাদ করেন। সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ‘এটা অন্যায়। আমি কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর বয়ান জানতে চেয়েছিলাম, তাঁর ডেপুটির নয়। কালও একই জিনিস হয়েছিল। আপনারা সমস্যা চিহ্নিত না করে গোটা রাজ্যের টাকা আটকে রেখেছেন, এটা প্রতিহিংসামূলক রাজনীতি ছাড়া আর কিছুই নয়।’ এরপর সাধ্বীর বক্তব্যের তীব্র সমালোচনা করে সভা থেকে ওয়াকআউট করে তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদরা।

রাষ্ট্রপতি ভবনের প্রাঙ্গণে দ্রৌপদী মুর্মু ও নরেন্দ্র মোদি। মঙ্গলবার।

পৃথিবীর কক্ষপথে ফিরল চন্দ্রযানের মডিউল

বেঙ্গালুরু, ৫ ডিসেম্বর : ইসরোর সাফল্যের স্বাদ পেল ইসরো। তারা দেখাল, ভারত শুধু চাঁদে মহাকাশযান পাঠাতেই পারে না, তাকে ফের ফিরিয়েও আনতে পারে পৃথিবীতে।

চন্দ্রযান-৩-এর প্রোপালশন মডিউলকে সোমবার পৃথিবীর কক্ষপথে ফিরিয়ে আনতে পেরেছে ইসরো। এতদিন মডিউলটি চাঁদের কক্ষপথে ঘুরছিল। বিজ্ঞানীদের মতে, এটি ইসরোর বড় সাফল্য। কারণ, মহাকাশে কিছু পাঠিয়ে তাকে আবার পৃথিবীর কক্ষপথে ফিরিয়ে আনার এই ঘটনা প্রমাণ করল, চাঁদে মানুষ পাঠানোর লক্ষ্যে ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা বেশ অনেকটাই এগিয়েছে। ২০৪০ সালের মধ্যে চাঁদে মানুষ পাঠানোর লক্ষ্য রয়েছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির।

এই প্রোপালশন মডিউলে চেপেই চাঁদে পাড়ি দিয়েছিল চন্দ্রযান-৩। এটির সঙ্গে যুক্ত ছিল বিক্রম ল্যান্ডার। বিক্রমকে নির্দিষ্ট অবস্থানে পৌঁছে দেওয়ার পর প্রোপালশন মডিউল বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় মহাকাশেই। প্রায় সাড়ে তিন মাস পর চাঁদের কক্ষপথ থেকে প্রোপালশন মডিউলকে ফিরিয়ে পৃথিবীর কাছাকাছি আনলেন বিজ্ঞানীরা। তবে প্রোপালশন মডিউলকে পৃথিবীতে ফিরিয়ে আনা হবে কিনা তা অবশ্য এখনও পর্যন্ত জানা যায়নি।

সিএসসি রাজ্যের বিরুদ্ধে বঞ্চনার অভিযোগ

বিশেষ সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ৫ ডিসেম্বর : রাজনৈতিকগত কারণে পশ্চিমবঙ্গের জনগণের সঙ্গে প্রতারণা করছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন তৃণমূল সরকার। মঙ্গলবার লোকসভায় জিরো আওয়ারে সুকান্ত মজুমদার বলেছেন, রাজনৈতিক কারণের জন্য জনগণকে বঞ্চিত করছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার। ২০২০ সালে কেন্দ্র দ্বারা পরিচালিত কমন সার্ভিস সেন্টার বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল তৃণমূল। অথচ এই কমন সার্ভিস সেন্টারের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকারের নানা সুযোগসুবিধা, আধার পরিষেবা এবং নানা প্রকল্পের সাহায্য পান সাধারণ মানুষ। এই কমন সার্ভিস সেন্টার বন্ধের কারণে ৪০ হাজার যুবককে পঞ্চায়েত স্তরে গুন্ডা দিয়ে ভয় দেখিয়ে কাজ থেকে বের করে দেওয়া হয়েছিল। হুমকি দেওয়া হয় এখানে সিএসসি চালানো যাবে না।

বালুরঘাট সাংসদ অভিযোগ করেন, তৃণমূল সরকার রাজ্যের জনগণের কথা শোনে না। কিন্তু সেই তৃণমূলই আবার সংসদে এসে রাজ্যের জনগণের জন্য লোক দেখানো কুম্ভীরাশ্রু মোচন করছেন। সুকান্ত মজুমদারের আরও অভিযোগ, তৃণমূল সরকার রাজ্যে অর্থনীতি ভিত্তিক গণনা হবে না বলে জানিয়েছে। যদি তা না হয় তাহলে কী করে জানা যাবে রাজ্যে কতজন গরিব এবং ধনী রয়েছেন? আর যদি এই গণনা না হয়, তবে গরিবদের জন্য জনকল্যাণমূলক প্রকল্প কীভাবে করবেন তাঁরা?

সুকান্ত জানিয়েছেন, এই নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে একটি জনস্বার্থ মামলা দায়ের করেছে বিজেপি, যার পরিপ্রেক্ষিতে হাইকোর্ট রাজ্য সরকারকে কড়া নির্দেশ দিয়েছে তাঁদের বক্তব্য আগামী ১২ ডিসেম্বরের মধ্যে দায়ের করার জন্য। অথচ রাজ্য সরকার এই নিয়ে কোনও হলফনামা এখনও আদালতে জমা দিতে পারেনি বলেও দাবি করেন সুকান্ত।

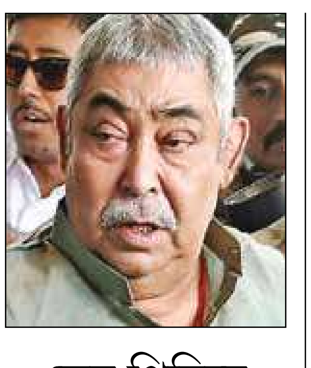

ফের পিছিয়ে গেল অনুব্রত মামলার শুনানি

নয়াদিল্লি, ৫ ডিসেম্বর : ২০২৩-এর বাকি দিনগুলো জেলেই কাটাতে হবে বীরভূমের দাপুটে তৃণমূল নেতা অনুব্রত মন্ডলকে। বর্ষবরণও হবে তিহারেই। গরুপাচার কাণ্ডে অভিযুক্ত অনুব্রত সুপ্রিম কোর্টে জামিনের আবেদন জানিয়েছিলেন। মঙ্গলবার বিচারপতি বেলা এম ত্রিবেদী ও বিচারপতি সতীশচন্দ্র শর্মার বেঞ্চে হয় সেই আবেদনের শুনানি। দুই বিচারপতির বেঞ্চ মামলার পরবর্তী শুনানি ২২ জানুয়ারি করার নির্দেশ দিয়েছে।

এদিন আদালতে অনুব্রতর আইনজীবী মুকুল রোহতগি জানান, গরুপাচার মামলায় মূল অভিযুক্ত এনামুল হক ইতিমধ্যে জামিন পেয়েছেন। অপর অভিযুক্ত সতীশ কুমারও জামিনে মুক্ত। অন্যদিকে, গ্রেপ্তারির পর ১৭ মাস কেটে গেলেও অনুব্রত এখনও জেলে। তাই বাকিদের মতো তাঁকেও জামিন দেওয়া হোক বলে যুক্তি দেন রোহতগি। জামিনের তীব্র বিরোধিতা করেন সিবিআইয়ের আইনজীবী তথা অতিরিক্ত সলিসিটার জেনারেল এসভি রাজু। তাঁর বক্তব্য, শাসক দলের নেতা হিসাবে বীরভূমে বিপুল প্রভাব রয়েছে অনুব্রতর। মামলার একাধিক সাক্ষীকে ভয় দেখানোর অভিযোগ উঠেছে তাঁর বিরুদ্ধে। দীর্ঘদিন তিনি সিবিআইয়ের ডাকে হাজির হননি। অনুব্রতর অঙ্গুলি হেলনে জেলার পুলিশ আধিকারিকদের বদলি করা হয় বলেও অভিযোগ করেন তদন্তকারী সংস্থার আইনজীবী। তাঁর দাবি, অনুব্রতর মামলা চলাকালীন বিশেষ আদালতের বিচারককে ভয় দেখিয়ে চিঠি পাঠানো হয়েছে।

অনুব্রতর আইনজীবী পালটা অভিযোগ করেন, বেশ কয়েকমাস কেটে গেলেও তদন্তকারী সংস্থার তরফে তাঁরা কোনও চার্জশিটের কপি হাতে পাননি। সিবিআই জানায়, মামলায় ৫টি চার্জশিট জমা পড়লেও এখনও ট্রায়াল শুরু হয়নি। শীর্ষ আদালত তখন তদন্তকারী সংস্থাকে নির্দেশ দেয়, একসপ্তাহের মধ্যে চার্জশিটের কপি অনুব্রত মন্ডলকে দিতে হবে। তদন্ত কীভাবে এগোচ্ছে সেই ব্যাপারে আদালতকে অবগত করতে বলা হয়েছে তদন্তকারীদের। চার্জ গঠনের পর অনুব্রতর জামিনের আবেদনের বিষয়ে চিন্তাভাবনা করা হবে বলে দুই বিচারপতির বেঞ্চের তরফে জানানো হয়েছে।

২০২২-এর অগাস্টে গরু পাচার মামলায় অনুব্রতকে গ্রেপ্তার করেছিল সিবিআই। তাঁকে প্রাথমিকভাবে আসানসোল জেলে রাখা হয়েছিল। পরবর্তীকালে তাঁকে হেপাজতে নেয় এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। বর্তমানে দিল্লির তিহার জেলে রয়েছেন বীরভূমের প্রাক্তন জেলা তৃণমূল সভাপতি অনুব্রত।

কাশ্মীরে শ্যামাপ্রসাদের অবদান নিয়ে তর্কাতর্কি

সংসদে বাগযুদ্ধে শা-সৌগত

বিশেষ সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ৫ ডিসেম্বর : গোবলয়ের তিন রাজ্যে অভাবনীয় জয়ের আবহের মধ্যেই লোকসভায় তৃণমূল সাংসদ সৌগত রায়ের সঙ্গে তরজায় জড়ালেন অমিত শা, পীযূষ গোয়েল এবং অনুরাগ ঠাকুরা। বর্ষীয়ান তৃণমূল সাংসদের বিরুদ্ধে মঙ্গলবার নজিরবিহীন আক্রমণ শানালেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা। দমদমের তৃণমূল সাংসদ জম্মু ও কাশ্মীর রিজার্ভেশন সংশোধনী বিল এবং জম্মু ও কাশ্মীর রিঅর্গনাইজেশন সংশোধনী বিলে আলোচনার সময় বলেন, ‘আমি যে কলেজে পড়াতাম সেটি শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের নামাঙ্কিত। ওঁর যে স্লোগান ছিল, এক প্রধান, এক বিধান, এক নিশান রাজনৈতিক স্লোগান।’

এরপরই তাঁর মন্তব্যের বিরুদ্ধে উঠে দাঁড়ান অমিত শা। তিনি বলেন, ‘উনি যা বলেছেন সেটা অত্যন্ত আপত্তিকর। এক দেশে এক নিশান, এক প্রধান এবং এক সংবিধান এটা রাজনৈতিক মন্তব্য বলেছেন উনি। আমার মনে হয় দাদা, আপনার বয়স হয়ে গিয়েছে।’ তীব্র ভাষায় শা বলতে থাকেন, ‘একটি দেশে দু’জন প্রধানমন্ত্রী কীভাবে থাকবেন। দুটি সংবিধান কীভাবে হয়। একটি দেশের দুটি পতাকা কীভাবে হতে পারে।’

সৌগত স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে বোঝানোর চেষ্টা করলেও তাতে কাজ হয়নি। শা বলেন, ‘যাঁরা ওই কাজ করেছিলেন তাঁরা ভুল করেছিলেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এই কাজটি শুধরে দিয়েছেন। আপনার সম্মতি বা অসম্মতিতে কী এসে যায়। সারাদেশ এটা চেয়েছিল। আর এটা নির্বাচনি স্লোগান ছিল না। আমরা ১৯৫০ সাল থেকে বলে আসছি। এক দেশে এক নিশান, এক বিধান ও এক প্রধান হওয়া দরকার। দুটি চলবে না। আর আমরা সেটা করেও দেখিয়েছি।’

শা’র আক্রমণের জবাবে সৌগত বলেন, ‘জম্মু ও কাশ্মীরের শাসনতন্ত্র হাতে নিক কাশ্মীরিরাই। ফারুক আবদুল্লার মতো বর্ষীয়ান নেতা সেখানে মুখ্যমন্ত্রী হন। কাশ্মীরিয়ৎ একটি স্বতন্ত্র অনুভূতি, তা সকলের বোধগম্য হবে না। বিশেষ করে গুজরাটের কোনও নেতা বা দিল্লির কোনও রাজ্যপাল যেন কাশ্মীরে গিয়ে অহেতুক ছড়ি না ঘোরান।’

স্পিকার ওম বিড়লার নির্দেশে মাইক বন্ধ করে দেওয়া সত্ত্বেও সৌগত সাধ্যমতো তা প্রতিহত করেন। বিল নিয়ে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সৌগত বলেন, ‘এই বিলে আমার আপত্তি নেই। শুধু জানতে চাই কাশ্মীর থেকে ৩৭০ ধারা অবলুপ্ত করে কী পেলেন মোদিজি? আগে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল থেকে রাজ্য গঠন হত, মোদিজি কাশ্মীর ভেঙে দুটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল গড়ে দিলেন। এখনও উপত্যকায় নাশকতা ঠেকাতে ব্যর্থ সরকার। অথচ কেন্দ্রীয় সরকার শুধু লালচৌকে তেরঙ্গা উত্তোলন করেই খুশি। কাশ্মীরের সাধারণ মানুষের দুঃখ-দুর্দশা কবে বুঝবে সরকারপক্ষ?’

সম্প্রতি জঙ্গিহানায় শহিদ হয়েছেন সেনাবাহিনীর এক মেজর সহ ৫ জন সেনা। ৩৭০ রোধের পরেও আজও সেখানে জঙ্গি দৌরাত্ম্য, নিরীহ মানুষের রক্তপাত নিত্যনৈমিত্তিক বিষয়। সেখানেও দেখা দিয়েছে বেকারত্ব, জীবিকাহীনতা। অথচ কেন্দ্র সরকার শুধু লালচৌকে তেরঙ্গা উত্তোলন করেই খুশি। কাশ্মীরের সাধারণ মানুষের দুঃখ দুর্দশা কবে বুঝবে সরকারপক্ষ, তা নিয়ে এদিন সংসদে প্রশ্ন তোলেন তৃণমূলের বর্ষীয়ান সাংসদ সৌগত রায়।

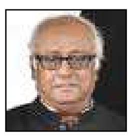

> আমি যে কলেজে পড়াতাম সেটি শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের নামাঙ্কিত। ওঁর যে স্লোগান ছিল, এক প্রধান, এক বিধান, এক নিশান, তা রাজনৈতিক স্লোগান। —সৌগত রায়

> একটি দেশে দুজন প্রধানমন্ত্রী কীভাবে থাকবেন? দুটি সংবিধান কীভাবে হয়? একটি দেশের দুটি পতাকা কীভাবে হতে পারে?
> —অমিত শা

শস্যভর্তি বস্তার স্তূপে চাপা পড়ে মৃত ৭ শ্রমিক

বেঙ্গালুরু, ৫ ডিসেম্বর : শস্যের বস্তার স্তূপের নীচে চাপা পড়ে মৃত্যু হল ৭ জন পরিযায়ী শ্রমিকের। গুরুতর জখম হন ৬ জন। দুর্ঘটনার জেরে ১০-১১ জন শ্রমিক চাপা পড়েছিলেন স্তূপাকার বস্তার নীচে। কয়েকজনকে উদ্ধার করা হয়। আহতদের ভর্তি করা হয় স্থানীয় হাসপাতালে। সোমবার সন্ধ্যায় কর্ণাটকের বিজয়পুরার নিউ ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়ায় রাজগুরু পরমাদা সংস্থার একটি ভুট্টা প্যাকেট করার বেসরকারি গুদামে ওই দুর্ঘটনা ঘটে। গুদামের অন্যান্য কর্মী এবং দমকলকর্মীরা একসঙ্গে উদ্ধারকাজ চালান।

দুর্ঘটনায় নিহতরা হলেন রাজেশ মুখিয়া (২৫), রামরেজ মুখিয়া (২৯), শম্ভু মুখিয়া (২৬), রাম বালক (৫২), ধুরালচাঁদ মুখিয়া (৪৬), লুকো যাদব (৪৫) এবং কৃষ্ণ। নিহতেরা সকলেই বিহারের সমষ্টিপুর জেলার বাসিন্দা।

ইতিমধ্যে সংস্থার তরফে পরিবারগুলির জন্য আর্থিক সাহায্য করার কথা বলা হয়। রাজ্যের শিল্পমন্ত্রী এমবি পাতিল জানান, দুর্ঘটনায় নিতদের পরিবারকে ৭ লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে। এর মধ্যে গুদামের মালিক সংস্থা দেবে ৫ লক্ষ এবং রাজ্য সরকার দেবে ২ লক্ষ টাকা।

পুলিশ সূত্রে খবর, বিজয়পুরার কাছে আলিয়াবাদের ওই গুদামটিতে খাদ্যশস্য প্যাকেট করার কাজ করা হয়। সোমবার সন্ধ্যায় সেখানে প্রায় ৫০ জন কর্মী কাজ করছিলেন। গুদামে সারিবদ্ধভাবে শস্যভর্তি বস্তাগুলি রাখা ছিল। আচমকাই চারটি সারিতে ধস নামে। কিছু বুঝে ওঠার আগেই শস্যের স্তূপের নীচে ১০-১১ জন কর্মী চাপা পড়ে যান। প্রতিটি সারিতে প্রায় ১২০ টন করে শস্য রাখা ছিল। কীভাবে এই দুর্ঘটনা ঘটল তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতির পথে ভারত

নয়াদিল্লি, ৫ ডিসেম্বর : আগামী ২০৩০-এর মধ্যে বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতির দেশ হবে ভারত। সাম্প্রতিক রিপোর্টে এমনটাই দাবি করেছে আন্তর্জাতিক রেটিং সংস্থা এস অ্যান্ড পি।

২০২২-এ ভারত ব্রিটেনকে টপকে পঞ্চম বৃহৎ অর্থনীতির দেশ হয়েছিল। ভারতের সামনে রয়েছে জার্মানি, জাপান, চিন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। এস অ্যান্ড পির রিপোর্টে দাবি করা হয়েছে, ২০৩০-এর মধ্যে ভারতের জিডিপি গিয়ে দাঁড়াবে ৭.৩ লক্ষ কোটি ডলারে। ওই সময়ের মধ্যে জাপান এবং জার্মানি ওই অঙ্কে পৌঁছোতে পারবে না। সম্প্রতি একই কথা জানিয়েছিল আর এক আন্তর্জাতিক আর্থিক সংস্থা গোল্ডম্যান স্যাকস।

এস অ্যান্ড পির গ্লোবাল ক্রেডিট আউটলুক ২০২৪-এ বলা হয়েছে, চলতি অর্থবর্ষে ভারতের জিডিপি বৃদ্ধির হার ৭ শতাংশের ওপরে থাকবে। পরের তিন অর্থবর্ষে এই হার হতে পারে যথাক্রমে ৬.৪ শতাংশ, ৬.৯ শতাংশ এবং ৭ শতাংশ। এস অ্যান্ড পি আরও জানিয়েছে, ভারত এখন বিশ্বের বড় বৈশ্বিক উৎপাদনকেন্দ্র হতে পারে। সেক্ষেত্রে উন্নত দেশের তালিকায় উঠে আসবে ভারত। কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধি, নারীর ক্ষমতায়ন এই কাজে সাহায্য করবে ভারতকে। আগামী দিনে দেশের কর্মসংস্থানের হার আরও বাড়বে বলেও দাবি করেছে এই রেটিং সংস্থা।

সিয়াচেনে প্রথম মহিলা মেডিকেল অফিসার গীতিকা

সিয়াচেনে সতীর্থদের সঙ্গে গীতিকা কল।

শ্রীনগর, ৫ ডিসেম্বর : ইতিহাস তৈরি করলেন গীতিকা কল। ভারতীয় সেনাবাহিনীর ইনফ্যান্ট্রি রেজিমেন্টের স্নো লেপার্ড ব্রিগেডের ক্যাপ্টেন গীতিকা বিশ্বের সর্বোচ্চ যুদ্ধক্ষেত্র সিয়াচেনে প্রথম মহিলা মেডিকেল অফিসার হিসেবে নিযুক্ত হলেন।

হিমালয়ের উত্তরে অবস্থিত সিয়াচেন কৌশলগত দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ। জলবায়ুর দিক থেকেও যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। সিয়াচেনের মতো জায়গায় মেডিকেল অফিসার হিসেবে নিযুক্ত হওয়া খুব সহজ নয়। এজন্য কঠোর প্রশিক্ষণ লাগে। তাতে সফল হয়েছেন ক্যাপ্টেন কল। সাফল্যের মাইলফলকটি পেতে গীতিকাকে সিয়াচেন ব্যাটল স্কুলে শারীরিক, মানসিক ও সহনশীলতার প্রশিক্ষণ নিতে হয়েছে। অতি উচ্চতায় অক্সিজেন কম থাকে। সেখানকার আবহাওয়া সমতলের মতো নয়। এমন কঠিন পরিবেশে নিজেকে মানিয়ে নেওয়ার কৌশল আয়ত্ত করে অন্যের চিকিৎসায় নিজেকে কাজে লাগানোর পরীক্ষায় সফল হয়েছেন গীতিকা।

ভারতীয় সেনাবাহিনীর ফায়ার অ্যান্ড ফিউরি কর্পস-এর পক্ষ থেকে সোশ্যাল মিডিয়ায় এক পোস্টে ক্যাপ্টেন গীতিকা কলের সাফল্যের কথা উল্লেখ করেছে।

ধনীর তালিকায় প্রথম কুড়িতে গৌতম আদানি

নয়াদিল্লি, ৫ ডিসেম্বর : গত ৭ দিনে আদানি গোষ্ঠীর কর্ণধার গৌতম আদানির সম্পদ ১০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বেড়ে ৭০.৩ বিলিয়ন ডলার হয়েছে। এই উত্থানের জেরে ফের বিশ্বের ধনীদের তালিকায় প্রথম ২০ জনে ফিরলেন এই শিল্পপতি। ব্লুমবার্গ বিলিয়েনার ইন্ডেক্স অনুযায়ী তিনি এখন ১৬তম স্থানে।

শ্রীলঙ্কায় একটি কন্টেনার টার্মিনাল নির্মাণের জন্য আদানি গোষ্ঠীকে ৫৫৩ মিলিয়ন ডলার ঋণ দিয়েছে আমেরিকার ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট ফাইনান্স কর্পোরেশন (ডিএফসি)। এই ঋণ মঞ্জুর করে ডিএফসির এক শীর্ষ আধিকারিক জানিয়েছেন, আদানি গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে তোলা হিন্ডেনবার্গ রিসার্চের অভিযোগ তদন্ত করার পর তা অপ্রাসঙ্গিক প্রমাণিত হয়েছে। ঋণের ক্ষেত্রে অনুমতি দেওয়া হলেও তদন্ত আরও চলবে বলে জানিয়েছেন ওই আধিকারিক।

হিন্ডেনবার্গ রিপোর্ট প্রকাশ্যে এসেছিল চলতি বছরের জানুয়ারিতে। তারপর থেকে আদানি গোষ্ঠীভুক্ত সংস্থাগুলির শেয়ার দরে বড় পতন দেখা যায়। ওই রিপোর্ট প্রকাশিত হওয়ার পর গৌতম আদানির সম্পদ ১২০ বিলিয়ন ডলার থেকে কমে ৬০ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছে গিয়েছিল। ডিএফসির ক্লিনচিটে ফের সম্পদ বাড়ছে গৌতম আদানির। ধনীদের তালিকায় ১৩ তম স্থানে রয়েছেন আর এক ভারতীয় শিল্পপতি মুকেশ আম্বানি। তাঁর সম্পদের পরিমাণ ৯০.৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।

গুলিতে ঝাঁঝরা করণি সেনা প্রধান

করণি সেনা প্রধান সুখদেব সিং গোগামেডি নিজের বাড়িতে খুন হলেন।

জয়পুর, ৫ ডিসেম্বর : বলিউডের বিভিন্ন ছবির মুক্তির বিরোধিতা করে বার বার খবরের শিরোনামে এসেছে করনি সেনা। তাদের বিরোধিতার মুখে পড়েছে আশুতোষ গোয়ারিকরের ছবি ‘যোধা আকবর’ ও সঞ্জয়লীলা বনশালির ‘পদ্মাবত’। এহেন শক্তিশালী শ্রী রাষ্ট্রীয় রাজপুত করণি সেনার সভাপতি সুখদেব সিং গোগামেডি মঙ্গলবার খুন হলেন।

রাজস্থানের জয়পুরে শ্যামনগরে তাঁর বাড়িতে ঢুকে তাঁকে গুলি করে মেরেছে অজ্ঞাতপরিচয় দুষ্কৃতীরা। সুখদেবের নিরাপত্তারক্ষী নরেন্দ্রকেও গুলি করা হয়। সুখদেব মারা গিয়েছেন। আহত হয়েছেন তাঁর দেহরক্ষী সহ আরও এক ব্যক্তি। আততায়ীরা পালিয়েছে।

রাজস্থানে বিজেপি ক্ষমতা দখলের দুদিনের মধ্যে সুখদেব সিং গোগামেডির ওপর হামলা তাৎপর্যপূর্ণ। একটি সূত্র জানিয়েছে, মরুরাজ্যে ক্ষমতার পালাবদলের পরেই খুনোখুনি শুরু হয়েছে। সুখদেব ছিলেন রাজপুত করণি সেনার নরমপন্থী গোষ্ঠীর নেতা। জয়পুর পুলিশ জানিয়েছে, দুষ্কৃতীদের গুলিতে নিহত হয়েছেন গোগামেডি। ঘটনার কিছুক্ষণ পরে খুনের দায় স্বীকার করেছেন লরেন্স বিষ্ণয় ও গোল্ডি ব্রার গ্যাংয়ের সঙ্গে যুক্ত রোহিত গোদারা। রোহিত সোশ্যাল মিডিয়ায় লিখেছেন, ‘আমি গোল্ডি ব্রার-এর ভাই রোহিত গোদারা কাপুরসারি। সুখদেব সিং আমাদের শত্রুদের মদত দিচ্ছিল।’ রোহিত বিকানীরের লুনাকরণের বাসিন্দা হলেও মূলত কানাডায় থাকে বলেই সকলের ধারণা। দেশের বিভিন্ন থানায় তার বিরুদ্ধে ৩২টি মামলা রয়েছে। র‍্যাপার সিধু মুসাওয়ালা খুনের ঘটনায় অন্যতম অভিযুক্ত রোহিত।

গোগামেডির এক নিরাপত্তাকর্মী জানিয়েছেন, আততায়ীরা ঢোকার সময় চা খাচ্ছিলেন সুখদেব। হাসপাতালে দ্রুত নিয়ে যাওয়া হলেও গোগামেডিকে বাঁচানো যায়নি। আততায়ীরা বন্দুক দেখিয়ে রাজপুত নেতার বাড়ি থেকেই মোটর সাইকেল চুরি করে পালিয়েছে।

রাজস্থান রাজ্যপুলিশের অধিকর্তা উমেশ মিশ্র জানিয়েছেন, প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, গোগামেডির ঘরে চারজন ঢুকেছিল। তারা গোগামেডিকে গুলি করে। তদন্ত শুরু হয়েছে।

মিচাংয়ের জেরে জলমগ্ন চেন্নাই। নিজের পোষ্যকে নিরাপদ স্থানে নিয়ে চলেছেন এক নাগরিক। ডানদিকে, শহরের কলাপক্কম থেকে অভিনেতা আমির খানকে উদ্ধার করল বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী।

আসছেন না মমতারা, বৈঠক পিছোল কংগ্রেস

ইন্ডিয়ার ভবিষ্যৎ ঘিরে তৈরি হচ্ছে প্রশ্ন

নয়াদিল্লি, ৫ ডিসেম্বর : তিন রাজ্যে পরাজিত হওয়ার পর ইন্ডিয়া জোট শরিকরা কংগ্রেসের ভূমিকা নিয়ে আগেই প্রশ্ন তুলেছিল। বিপদ টের পেয়ে তাই তড়িঘড়ি বুধবার জোটের একটি বৈঠকও ডেকেছিলেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে। কিন্তু সেই বৈঠকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, নীতীশ কুমার, অখিলেশ যাদবরা তো বটেই, তামিলনাড়ুর দুর্যোগের কারণে থাকতে পারবেন না বলে জানিয়ে দিয়েছেন ডিএমকে সভাপতি তথা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এমকে স্ট্যালিন। আসতে পারবেন না ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেনও। এই অবস্থায় বুধবারের বৈঠক পিছিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছে কংগ্রেস। ডিসেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহ নাগাদ সেই বৈঠক হতে পারে।

বৈঠক নিয়ে অনিশ্চয়তার মধ্য থেকে উঠে আসছে ইন্ডিয়া জোটের অন্দরের অশান্তির আঁচ। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের ধারণা, কংগ্রেসের সঙ্গে তৃণমূল, সপা, আপের মতো শরিক দলগুলির ঠোকাঠুকি যে হারে বাড়ছে, তাতে ইন্ডিয়া জোটের সামনে বড়সড়ো প্রশ্নচিহ্ন তৈরি হয়েছে। কংগ্রেসও যে প্রয়োজনে জোটের রাস্তা ছেড়ে একলা চলার পথে হাঁটার তোড়জোড় শুরু করে দিতে পারে সেই ইঙ্গিতও মিলেছে।

তৃণমূল যেভাবে গোবলয়ের তিন রাজ্যের ফলাফল নিয়ে কংগ্রেসকে দুষেছে তার বিরোধিতা করেছে কংগ্রেস। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীররঞ্জন চৌধুরি বলেন, 'তৃণমূলের এসব কথাবার্তায় বিজেপি খুশি হবে। পাঁচরাজ্যের নির্বাচনে বিজেপিকে পরাস্ত করতে মমতা কোনও বার্তা দেননি। কংগ্রেস লড়ে হেরেছে। বিজেপির সঙ্গে কংগ্রেসের লড়াই হল। মমতা চুপ করে কাকে সমর্থন করলেন?' অধীরের মন্তব্যের জবাবে তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় ইন্ডিয়া জোটের বাস্তবতা নিয়েই প্রশ্ন তুলেছেন। তিনি বলেন, 'রাজ্যে অধীর বলছে বামেদের সঙ্গে চলবে। কংগ্রেসের দাদাগিরির অভ্যাস আছে। কংগ্রেসের দোষে বিজেপি এই জায়গায় এসেছে।'

সোমবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন, তিন রাজ্যের ভোটে মানুষ হারেনি। পরাজিত হয়েছে কংগ্রেস। অখিলেশ যাদব নাম না করলেও পরোক্ষে জানিয়ে দিয়েছিলেন এবার কংগ্রেসের অহংকার শেষ হবে। মমতা, অখিলেশরা এখনই জোট ছেড়ে বেরিয়ে আসবেন এমন কথা বলেননি। কিন্তু কংগ্রেসের নেতৃত্ব মেনে তাঁরা যে ইন্ডিয়া জোটে থাকবেন না সেটা তাঁদের কথাবার্তায় পরিষ্কার। এরইমধ্যে বিজেপি সম্পর্কে হৃদয় পরিবর্তনের ইঙ্গিত মিলেছে নীতীশ কুমারের জেডিইউয়ের তরফে। দলের সীতামারির সাংসদ সুনীলকুমার পিন্টু বলেছেন, তিন রাজ্যের ভোটের ফল দেখিয়ে দিয়েছে, মোদি হ্যায় তো মুমকিন হ্যায় এই কথা শুনে জেডিইউয়ের মুখপাত্র নীরজ কুমার অবশ্য তাঁকে তিরস্কার করেছেন। তিনি বলেন, 'পিন্টু যদি এতই মোদির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকেন, তাহলে ওঁর লোকসভা ভোটের আগেই সাংসদ পদে ইস্তফা দেওয়া উচিত।' অন্যদিকে বিজেপি অবশ্য পিন্টুর কথায় উৎসাহিত। পাটনার রাজনীতিতে গুঞ্জন, ইন্ডিয়া জোটে যদি থরহরিকম্প চলতেই থাকে তাহলে বিহারে মহাজোট ছেড়ে বেরিয়ে আসতে পারেন নীতীশ কুমার। ২০২৫ সালে বিহারে বিধানসভা ভোট। তার আগেই তিনি ফের এনডিএ-তে ফিরে যেতে পারেন। তবে জেডিইউ এমন সম্ভাবনা আগাগোড়া খারিজ করে দিয়েছে। বিজেপি শীর্ষ নেতৃত্বও নীতীশকে ফিরিয়ে নেওয়ার ব্যাপারে খুব একটা উৎসাহী নন। কিন্তু জোট শরিকরা নিজেদের মতো অঙ্ক কষা শুরু করায় ইন্ডিয়া জোটের ভবিষ্যৎ ক্রমশ বিশবাঁও জলের দিকে এগোচ্ছে।

মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড় ও রাজস্থানে পরাজয়ের পর তৃণমূল, সপার মতো দলগুলি ইন্ডিয়া জোটে আর কংগ্রেসকে খোলা মাঠ ছেড়ে দিতে রাজি নয়। মমতা সোমবার বলেছিলেন, তিনি বুধবারের বৈঠক সম্পর্কে কিছু জানতেন না। জবাবে জয়রাম রমেশ জানান, বুধবারেরটা ছিল ঘরোয়া বৈঠক। আনুষ্ঠানিকভাবে ইন্ডিয়া জোটের বৈঠক বসবে ১৮ কিংবা ১৯ ডিসেম্বর। কংগ্রেসের তরফে যে শতাংশের হিসেব সামনে আনা হয়েছে সেটিই এখন হাত শিবিরের সবথেকে বড় অস্ত্র। তারা প্রাপ্ত ভোটের হিসেব দেখিয়ে এখনও জোটের রাশ নিজেদের হাতে টেনে রাখতে সক্রিয়। কিন্তু তাতে খুব একটা আশার আলো দেখছেন না শরিক দলগুলির নেতৃত্ব। সপা সভাপতি বলেছেন, 'আমরা যেখানে আলোচনা শেষ করেছিলাম সেখান থেকে ফের কথা শুরু হবে। যে দল যেখানে শক্তিশালী সেখানে বাকিদের ওই দলকে সমর্থন করা উচিত।'

একনজরে

- বুধবারের বৈঠক পিছিয়ে দিল কংগ্রেস
- বৈঠকে থাকছেন না মমতা, নীতীশ, অখিলেশ, স্ট্যালিন
- কংগ্রেসের দাদাগিরি মানতে নারাজ তৃণমূল, সপা
- মমতার বক্তব্যে বিজেপি খুশি হবে, খোঁচা অধীরের

বিআরএস-বধের নায়ক রেবন্তেই আস্থা রাহুলের

বৃহস্পতিবার শপথ নেবেন মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে

নয়াদিল্লি, ৫ ডিসেম্বর : পুরো নাম অনুমুলা রেবন্ত রেড্ডি। তেলেঙ্গানার কংগ্রেস প্রধান। তাঁকেই রাজ্যের পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে বেছে নেওয়া হতে পারে। বুধবার এমনই ইঙ্গিত দিয়েছেন খোদ রাহুল গান্ধি। এদিন দিল্লিতে রাহুল বলেন, 'সিদ্ধান্ত হয়ে গিয়েছে।' রেবন্ত রেড্ডি কি তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী হচ্ছেন? সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে ইতিবাচক ইঙ্গিত করেন রাহুল। কংগ্রেস সূত্রে খবর, তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী বাছতে সোমবারই সদ্যজয়ী কংগ্রেস বিধায়কদের মতামত নেওয়া হয়েছিল। তাঁদের সঙ্গে কথা বলার দায়িত্ব দেওয়া হয় কর্ণাটকের উপমুখ্যমন্ত্রী ডিকে শিবকুমারকে। অধিকাংশ বিধায়ক রেবন্তকে সমর্থন করলেও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার ভার কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গেকে দেওয়া হয়। সেইমতো খাড়গে, কেসি বেণুগোপাল সহ শীর্ষনেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠকে বসেছিলেন রাহুল। সেখানেই ৫৬ বছর বয়সি রেবন্ত রেড্ডির নাম চূড়ান্ত হয়।

রেবন্তের পাশাপাশি প্রাক্তন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি উত্তমকুমার রেড্ডি, বিরোধী দলনেতা ভাট্টি বিক্রমাঙ্ক মাল্লু ও বিজেপি থেকে কংগ্রেসে যোগ দেওয়া প্রভাবশালী নেতা কে রাজাগোপাল রেড্ডির নামও বৈঠকে উঠেছিল বলে সূত্রটির দাবি। শেষপর্যন্ত অবশ্য রেবন্ত রেড্ডির নামেই সিলমোহর পড়েছে। সদ্য শেষ হওয়া ৫ রাজ্যের বিধানসভা ভোটে একমাত্র তেলেঙ্গানায় জয় পেয়েছে কংগ্রেস। স্বতন্ত্র রাজ্য গঠনের পর প্রথমবার সেখানে সরকার গড়তে চলেছে তারা। রাজ্যে কংগ্রেসের বিপুল জয়ের প্রধান কারিগর ধরা হচ্ছে রেবন্ত রেড্ডিকে।

গত বিধানসভা ভোটের পর রাজ্যে প্রান্তীয় শক্তিতে পরিণত হয়েছিল কংগ্রেস। দলের অধিকাংশ বিধায়ক কে চন্দ্রশেখর রাওয়ের বিআরএসে যোগ দিয়েছিলেন। হায়দরাবাদ পুরভোটে কংগ্রেসের চেয়ে অনেক ভালো ফল করেছিল বিজেপি। ভোট বিশেষজ্ঞদের অনেকে ধরে নিয়েছিলেন বিধানসভা ভোটেও কংগ্রেসকে টেক্কা দিতে চলেছে গেরুয়া ব্রিগেড। '২৩-এর বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেস, বিজেপি ও মিমের মধ্যে ভোট ভাগাভাগির ফলে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে তৃতীয়বার সরকার গঠন করবেন কেসিআর। কিন্তু নির্বাচনি প্রচারের পারদ যত চড়তে থাকে ততই বিজেপি-মিমকে পিছনে ফেলে বিআরএসের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে উঠে আসতে থাকে কংগ্রেস। বিআরএস, বিজেপি দু'দল থেকে বহু নেতা কংগ্রেসে যোগ দেন। এই দলবদল পর্বে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন মালকাজগিরির সাংসদ রেবন্ত রেড্ডি। তাঁর হাত ধরেই রাজ্যে ঘুরে দাঁড়ায় কংগ্রেস। শেষপর্যন্ত সাংগঠনিকভাবে অনেক শক্তিশালী বিআরএসকে পিছনে ফেলে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছে খাড়গে-রাহুলের দল।

১১৯ আসনের বিধানসভায় তাদের বিধায়ক ৬৪। সহযোগী সিপিআইয়ের বিধায়ক এক। ৩৯ আসন নিয়ে প্রধান বিরোধী দল বিআরএস। অনেক পিছনে বিজেপি (৮) ও মিম (৭)। তিনি যে মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার শপথ গ্রহণের প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছেন রেবন্তের কথায় সেই ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছে। মঙ্গলবার তেলেঙ্গানার হবু মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'এটা জনগণের রায়। আমাদের এই বিপুল সমর্থনের কারণ খোঁজার দরকার নেই। মানুষ পরিবর্তন চেয়েছিলেন। জনগণই কেসিআরকে হারিয়ে দিয়েছে।'

ঘূর্ণিঝড় : বৃষ্টি অন্ধ্র-তামিলনাড়ুতে মৃত বেড়ে ১২

চেন্নাই ও হায়দরাবাদ, ৫ ডিসেম্বর : অন্ধ্রপ্রদেশের বাপতালা জেলার স্থলভাগে আছড়ে পড়ল ঘূর্ণিঝড় মিচাং। তিন ঘণ্টা ধরে চলল এই আছড়ে পড়ার প্রক্রিয়া। মিচাংয়ের প্রভাবে পশ্চিম বর্ধমান ছাড়া দক্ষিণবঙ্গের সব জেলায় বুধ এবং বৃহস্পতিবার বৃষ্টি হতে পারে।

মঙ্গলবার দুপুর আড়াইটে নাগাদ ঘূর্ণিঝড় মিচাং স্থলভূমিতে প্রবেশ করে। ৯০ থেকে ১১০ কিলোমিটার গতিতে হাওয়া বইতে থাকে। সমুদ্রের জলে বড় ঢেউ দেখা যায়। অন্ধ্রের উপকূল পেরোতে এই শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড়ের সময় লাগে দু'ঘণ্টা। এরপর ঘূর্ণিঝড় শক্তি হারিয়ে সাধারণ ঝড়ে পরিণত হয়। এর প্রভাবে আগামী দু'দিন বেশ কয়েকটি রাজ্যে বৃষ্টি হবে বলে জানানো হয়েছে।

এদিন ঝড়ের সঙ্গে শুরু হয় প্রবল বৃষ্টি। সবচেয়ে বেশি বৃষ্টি হয়েছে অন্ধ্রপ্রদেশে। বৃষ্টি হয়েছে তামিলনাড়ুতেও। প্রশাসনিক কর্তাদের আশঙ্কা, ঝড়-বৃষ্টির ফলে শস্যের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে।

মঙ্গলবার বলিউড অভিনেতা আমির খানকে চেন্নাইয়ের কলাপক্কম থেকে উদ্ধার করে বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী। গতকাল চেন্নাইয়ে জলবন্দি হয়ে পড়েছিল একটি কুমির। আজ আমির। গত অক্টোবরে তিনি চেন্নাই এসেছিলেন তাঁর অসুস্থ মা'কে দেখতে। তারপর সেখানেই থেকে যান। বৃষ্টিতে তিনিও জলবন্দি হয়ে পড়েছিলেন। শেষমেশ মাছ ধরার নৌকা নিয়ে উদ্ধার করা হয় বলিউড তারকাকে। আমিরের সঙ্গে একই নৌকায় ছিলেন তামিল তারকা বিষ্ণু বিশাল। তিনি আমিরের সঙ্গে একাধিক ছবি পোস্ট করেন সমাজমাধ্যমের পাতায়। সঙ্গে লেখেন, 'বিপদের সময় আমাদের সাহায্য করার জন্য উদ্ধারকারী দল ও স্থানীয় প্রশাসনকে অসংখ্য ধন্যবাদ।'

ঘূর্ণিঝড় আসার আগেই চেন্নাইতে সোমবার ভোর থেকে প্রবল বৃষ্টি হয়। মঙ্গলবার সকালে বৃষ্টি থামলেও এখনও শহরজুড়ে রাস্তায় জল জমে আছে। হাসপাতালের ভিতরে জল ঢুকে গিয়েছে। নীচু এলাকার অবস্থা সবচেয়ে খারাপ। শহরের অনেক জায়গায় বিদ্যুৎ নেই। পানীয় জলের সমস্যাও রয়েছে। সমুদ্রের জলস্তর বেড়ে যাওয়ায় শহর থেকে জল বেরোতে পারছে না। প্রবল বৃষ্টিতে দেওয়াল-রাস্তা ভেঙে পড়েছে, গাড়ি ভেসে গিয়েছে, প্রচুর বাড়িতে জল ঢুকেছে। ঝড়-বৃষ্টিতে সবমিলিয়ে চেন্নাইয়ে মৃত বেড়ে হয়েছে ১২ জন। আহত ১১।

শহরের নীচু এলাকা থেকে প্রচুর মানুষকে নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। রবার বোট, ট্র্যাক্টর এমনকি মাছ ধরার নৌকা নিয়েও উদ্ধার কাজ চালাচ্ছে বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর কর্মীরা। তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এমকে স্ট্যালিন জানিয়েছেন, বন্যাদুর্গত ৯ টি জেলায় প্রায় ৬২ হাজার ত্রাণশিবির খোলা হয়েছে। এর সঙ্গে ১১ লক্ষ খাবার ও ১ লক্ষ দুধের প্যাকেট বিলি করা হয়েছে।

নিহতদের পরিবার সহ গোটা গ্রাম ভিড় জমিয়েছে। মঙ্গলবার ইম্ফলে।

১৩ পিএলএ ক্যাডারের দেহ আনা হল ইম্ফলে

ইম্ফল, ৫ ডিসেম্বর : মায়ানমার সীমান্তবর্তী টেংনুপাল গ্রামের কাছে এক সংঘর্ষে ১৩ জনের মৃত্যুতে নড়েচড়ে বসেছে মণিপুর প্রশাসন। মৃতরা সকলে নিষিদ্ধ ঘোষিত মেইতেই জঙ্গিগোষ্ঠী পিপলস লিবারেশন আর্মি (পিএলএ)-র সদস্য বলে মনে করা হচ্ছে। মঙ্গলবার মৃতদেহগুলি ময়নাতদন্তের জন্য ইম্ফলে আনা হয়েছে। জওহরলাল নেহরু ইনস্টিটিউট অফ মেডিকেল সায়েন্সে চলছে ময়নাতদন্তের কাজ। সংঘর্ষের কারণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পুলিশ সূত্রে খবর, নিহতদের মধ্যে ২ জন কিশোর। সম্ভবত মায়ানমারে অস্ত্র প্রশিক্ষণের জন্য তাদের নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। পথে বিরোধী গোষ্ঠীর সদস্যরা তাদের ওপর হামলা চালায়। পিএলএ-র বেশ কয়েকজন সদস্য পালিয়ে গিয়েছে। তাদের খোঁজে তল্লাশি চলছে। এদিন বিকাল পর্যন্ত নিহতদের পরিচয় প্রকাশ করেনি প্রশাসন। টেংনুপাল ও তার আশপাশের এলাকা ঘিরে রেখেছে পুলিশ ও আধাসামরিক বাহিনী। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক রাজ্য পুলিশের এক আধিকারিক জানান, সোমবার যেখানে সংঘর্ষ হয়েছে সেটি মেইতেই-কুকি সংঘর্ষপ্রবণ অঞ্চলের বাইরে অবস্থিত। টেংনুপাল সংলগ্ন লেইথু পাহাড় দিয়ে মণিপুরের সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলির সদস্যরা মায়ানমার যাওয়ার চেষ্টা করে। ওই অঞ্চলের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে জঙ্গি গোষ্ঠীগুলির মধ্যেও দ্বন্দ্ব রয়েছে। মঙ্গলবারের সংঘর্ষে জড়িতদের চিহ্নিত করা হচ্ছে বলে ওই আধিকারিক জানিয়েছেন।

ফের ইভিএম নিয়ে প্রশ্ন

ভোপাল, ৫ ডিসেম্বর : তিন রাজ্যের ভোটের ফলের পর মধ্যপ্রদেশের প্রাক্তন কংগ্রেস মুখ্যমন্ত্রী দিগ্বিজয় সিং ইভিএম মেশিনের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। তাঁর মতে, বাজারে এমন চিপ রয়েছে যার সাহায্যে যে-কোনও যন্ত্র হ্যাক করা সম্ভব। শুধু কংগ্রেস নয়, ইভিএমের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন সপা সভাপতি অখিলেশ যাদব এবং ন্যাশনাল কনফারেন্স নেতা ওমর আবদুল্লাও।

কংগ্রেসের অপর নেতা তথা মধ্যপ্রদেশের আর এক প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী কমল নাথ অবশ্য সরাসরি ইভিএমকে দোষারোপ করেননি। যদিও বিধানসভা ভোটের ফল নিয়ে তিনিও একরাশ বিস্ময় প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন, কিছু প্রাক্তন বিধায়ক এবার নিজেদের গ্রামে ৫০টিও ভোট পাননি। কমলের মতে, 'কোনওরকম আলোচনা না করে কোনও সিদ্ধান্তে আসতে আমি রাজি নই। আমি সবার সঙ্গে কথা বলব। মানুষ কংগ্রেসের পক্ষে ছিল।'

বিজেপি এবারের বিধানসভা নির্বাচনে মধ্যপ্রদেশের ২৩০টি আসনের মধ্যে ১৬৩টিতে জয়ী হয়েছে। কংগ্রেস পেয়েছে ৬৬টি আসন। অথচ ভোটের আগের দিনও কংগ্রেস দাবি করেছিল, তারাই এবার মধ্যপ্রদেশে ক্ষমতায় আসছে।

> “ আমি ২০০৩ সাল থেকে ইভিএমের বিরোধিতা করছি। আমাদের দেশের গণতন্ত্রকে কি আমরা পার্সোনাল হ্যাকারের হাতে তুলে দিতে পারি?
>
> –দিগ্বিজয় সিং

এই অবস্থায় শিবরাজ সিং চৌহানের নেতৃত্বে বিজেপির বিপুল জয় নিয়ে তাই প্রশ্ন তুলছে কংগ্রেস শিবিরের একাংশ। তবে দিগ্বিজয় যেভাবে ইভিএমের বিরোধিতা করেছেন তাতে তাঁর সমালোচনা করেছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গিরিরাজ সিং। তিনি বলেন, 'কংগ্রেস তেলেঙ্গানায় জিতেছে। হিমাচলপ্রদেশ এবং কর্ণাটকেও জিতেছে। ভোটে হারলেই কংগ্রেস দোষারোপ শুরু করে দেয়। এটা ইন্ডিয়া জোট নয় ঘমন্ডিয়া জোট। এই জোটের পতন অনিবার্য।' দিগ্বিজয় বলেন, 'আমি ২০০৩ সাল থেকে ইভিএমের বিরোধিতা করছি। আমাদের দেশের গণতন্ত্রকে কি আমরা পার্সোনাল হ্যাকারের হাতে তুলে দিতে পারি?' তাঁর প্রশ্ন, 'নির্বাচন কমিশন এবং সুপ্রিম কোর্ট কি আমাদের গণতন্ত্রকে রক্ষা করতে পারবে?' এদিকে হারের পর এদিন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গের সঙ্গে দেখা করতে আসেন কমল নাথ। হারের কারণ এবং আগামী দিনের কৌশল নিয়েও তাঁদের মধ্যে কথা হয়।

'গোমূত্র রাজ্যেই জেতে বিজেপি'

বিতর্কে ডিএমকে সাংসদ

নয়াদিল্লি, ৫ ডিসেম্বর : ফের সনাতন বিতর্কে জড়াল ডিএমকে। তাও আবার এমন একটি সময়ে যখন গোবলয়ের রাজ্যগুলিতে গেরুয়া শিবিরের বিজয় রথ তরতরিয়ে ছুটছে। তার জেরে আরও একবার বিজেপির ক্ষোভের মুখে পড়ল ডিএমকের জোটসঙ্গী কংগ্রেস। আর এর সঙ্গে দ্রাবিড়ভূমের জাত্যাভিমানের প্রসঙ্গটিও সামনে চলে এসেছে। মঙ্গলবার ডিএমকের সাংসদ ডিএনভি সেন্থিলকুমার হিন্দি বলয়ের রাজ্যগুলিকে গোমূত্র রাজ্য বলে কটাক্ষ করেন। তিনি বলেন, 'হিন্দি বলয়ের রাজ্য যেগুলিকে আমরা গোমূত্র রাজ্য বলে থাকি, শুধুমাত্র সেখানেই জেতার ক্ষমতা রয়েছে বিজেপির। দক্ষিণ ভারতের রাজ্যগুলিতে বিজেপিকে খুঁজে পাওয়া যায় না।' কেরল, তামিলনাড়ু, তেলেঙ্গানা, অন্ধ্রপ্রদেশ এবং কর্ণাটকে বিজেপির নির্বাচনি ফলের দিকেও ইঙ্গিত করেন তিনি। সেন্থিলকুমার বলেন, 'আপনারা দক্ষিণ ভারতে আসতে পারবেন না। তামিলনাড়ু, কেরল, অন্ধ্র, তেলেঙ্গানা এবং কর্ণাটকের ফলের দিকে দেখুন। আমরা ওখানে অত্যন্ত শক্তিশালী। আপনারা যদি এই রাজ্যগুলিকে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে পরিণত করে সেখানে ঘুরপথে ক্ষমতা দখলের চেষ্টা করেন তাহলেও আমরা আশ্চর্য হব না। কারণ দক্ষিণ ভারতের রাজ্যগুলিতে আপনারা স্বপ্নেও পা রাখার কথা ভাবতে পারবেন না।'

স্ট্যালিনের দলের সাংসদের এমন মন্তব্যের তীব্র নিন্দা করেছেন তামিলনাড়ু বিজেপির সভাপতি কে আন্নামালাই। তিনি বলেন, 'উত্তর ভারতীয় বন্ধুদের ফুচকা বিক্রেতা, শৌচাগার মিস্ত্রী বলার পর ইন্ডিয়া জোটের ডিএমকে সাংসদ এবার গোমূত্র কটাক্ষ করেছেন। এই ধরনের অসংবেদনশীল মন্তব্য অত্যন্ত নিন্দনীয়।' কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মীনাক্ষী লেখি বলেন, 'এমন মন্তব্য আমাদের সনাতনি ঐতিহ্যের প্রতি অসম্মান। ডিএমকে খুব শীঘ্রই গোমূত্রের উপকারিতা জানতে পারবে। কেউ যদি দেশের মানুষের আবেগ নিয়ে খেলার চেষ্টা করে তাহলে জনতা তাদের উচিত জবাব দেয়।' কর্ণাটকের প্রাক্তন মন্ত্রী সিটি রবি বলেন, 'ইন্ডিয়া জোটের নেতা রাহুল গান্ধি কি এমন মন্তব্যকে সমর্থন করেন। কংগ্রেস ও তাদের শরিকরা আর কতদিন ভারতীয়দের অপমান করবে।' লোকসভায় কংগ্রেসের দলনেতা অধীররঞ্জন চৌধুরি অবশ্য ডিএমকে সাংসদের মন্তব্য থেকে দূরত্ব তৈরি করেছেন। তিনি বলেন, 'সংসদের ভিতর কে কী বললেন তাতে আমাদের কিছু করার নেই। আমরা গোমাতাকে সম্মান করি।' তাঁর দলের সাংসদ কার্তি চিদম্বরম বলেন, 'এই ধরনের কথাবার্তা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। ডিএমকে সাংসদের উচিত, নিজের মন্তব্য প্রত্যাহার করে ক্ষমা চেয়ে নেওয়া।'

বাড়ছে দরিদ্র মানুষের মধ্যে আত্মহত্যার সংখ্যা

নয়াদিল্লি, ৫ ডিসেম্বর : ভারতে দরিদ্র ও প্রান্তিক মানুষদের মধ্যে আত্মহননের সংখ্যা ক্রমেই বাড়ছে। ২০২২ সালে দেশে প্রতিদিন গড়ে আত্মঘাতী হয়েছেন ৪৬৮ জন, যাঁদের মধ্যে এক-তৃতীয়াংশই দিনমজুর, খেতমজুর ও কৃষক।

জাতীয় অপরাধ রেকর্ড ব্যুরো (এনসিআরবি)-র যে সমীক্ষা কেন্দ্রের কাছে গিয়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে গত পাঁচ বছরে সারা দেশে আত্মঘাতীর সংখ্যা ধারাবাহিকভাবে বেড়েছে। তথ্য বলছে, দিনমজুরদের মধ্যে আত্মহত্যার ঘটনা সবচেয়ে বেশি (২৬ শতাংশ)। এই হার গত পাঁচ বছরে ধারাবাহিকভাবে বেড়েছে। গত বছর সারা দেশে আত্মঘাতী হন মোট ১ লক্ষ ৭১ হাজার মানুষ, যা ২০২১-এর তুলনায় ৪.২ শতাংশ বেশি। ২০১৮ সালের তুলনায় ২০২২-এ আত্মহত্যার সংখ্যা ২৭ শতাংশ বেড়েছে।

প্রতি লক্ষ জনসংখ্যায় আত্মহত্যার সংখ্যা পাঁচ বছর আগে (২০১৮ সালে) ছিল ১০.২ শতাংশ, গত বছর (২০২২) তা বেড়ে হয়েছে ১২.৪ শতাংশ। গত বছর আত্মঘাতীদের মধ্যে ১১.৪ শতাংশ স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মানুষজন ছিলেন। কৃষক আত্মহত্যার ঘটনায় সবার আগে রয়েছে মহারাষ্ট্র। তারপর রয়েছে কর্ণাটক, অন্ধ্রপ্রদেশ, তামিলনাড়ু ও মধ্যপ্রদেশ। দিনমজুরদের আত্মহত্যার ঘটনা সবচেয়ে বেশি ঘটেছে তামিলনাড়ুতে (৭,৮৭৬)। এরপরেই রয়েছে মহারাষ্ট্র (৬,২৭৫) এবং মধ্যপ্রদেশ (৫,৩৭১)।

কেন্দ্রের রিপোর্ট বলছে, দিল্লি (৩,৩৬৭), বেঙ্গালুরু (২,৩১৩), চেন্নাই (১,৫৮১) ও মুম্বই (১,৫০১)-এর মতো দেশের অত্যাধুনিক শহরগুলিতে আত্মহত্যার প্রবণতা বেশি এবং এই সংখ্যা ফি বছর বাড়ছে। এ ব্যাপারে রাজধানী দিল্লি সবচেয়ে এগিয়ে। সেখানে ২০২১ সালের তুলনায় ২০২২-এ আত্মহত্যা ২২ শতাংশ বেড়েছে।

আত্মহত্যার মূল কারণ হিসাবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে পারিবারিক সমস্যা এবং অসুস্থতাকে দায়ী করা হয়েছে রিপোর্টে। ৯.৩ শতাংশ আত্মহত্যার ঘটনা ঘটেছে প্রেম ও বিবাহ সংক্রান্ত সমস্যার জেরে। এছাড়া ধার-দেনা ও আর্থিকভাবে দেউলিয়া হয়ে যাওয়ার চাপ থেকে আত্মহননের ঘটনা ঘটেছে ৪.১ শতাংশ ক্ষেত্রে।

গত বছর সংখ্যার নিরিখে আত্মহত্যার শীর্ষে ছিল মহারাষ্ট্র (২২,৭৪৬)। দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানে ছিল তামিলনাড়ু (১৯,৮৩৪) এবং মধ্যপ্রদেশ (১৫,৩৮৬)। সরকারি রিপোর্টে গত বছর ১৫০টি গণ-আত্মহত্যা বা পরিবারসুদ্ধ আত্মহত্যার ঘটনার কথাও উল্লেখ রয়েছে। এই ধরনের আত্মহননের ঘটনায় জড়িতদের সংখ্যা ৩২৫।

হিসাব শতাংশে

পেশা	২০১৮	২০১৯	২০২০	২০২১	২০২২
দিনমজুর	২২.৪	২৩.৪	২৪.৬	২৫.৬	২৬.৪
গৃহিণী	১৭.১	১৫.৪	১৪.৬	১৪.১	১৪.৮
স্বনির্ভর	৯.৮	১১.৬	১১.৩	১২.৩	১১.৪
বেকার	৯.৬	১০.১	১০.২	৯.৭	৯.৬
চাকরিজীবী	৮.৯	৯.১	৯.৭	৮.৪	৯.২
পড়ুয়া	৭.৬	৭.৪	৮.২	৮.০	৭.৬
কৃষক	৭.৭	৭.৪	৭.০	৬.৬	৬.৬
অবসরপ্রাপ্ত	০.৮	০.৯	১	০.৯	০.৮
অন্যান্য	১৬.২	১৪.৭	১৩.৪	১৪.৪	১৩.৫
মোট আত্মহত্যা	১,৩৪,৫১৬	১,৩৯,১২৩	১,৫৩,০৫২	১,৬৪,০৩৩	১,৭০,৯২১

মেয়ের সাক্ষ্যে যাবজ্জীবন

মোস্তাক মোরশেদ হোসেন ও প্রণব সূত্রধর

বীরপাড়া ও আলিপুরদুয়ার, ৫ ডিসেম্বর : এখন সে অষ্টম শ্রেণির ছাত্রী। ঘটনা যখনকার, তখন পড়ত তৃতীয় শ্রেণিতে। তবুও বছর পাঁচেক আগেকার সেই দিনটার কথা আজও ভুলতে পারেনি সেই কিশোরী। কীভাবে বাবার ধারালো অস্ত্রের কোপে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে মা। তারপর মায়ের চিৎকারে কীভাবে ছুটে আসে লোকজন, সেসবই পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে মনে রয়েছে সেই কিশোরীর। আর তার সাক্ষ্যকেই গুরুত্ব দিয়েছে আদালত। কার্যত মেয়ের সাক্ষ্যেই মাকে খুনের দায়ে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হল বাবার।

বীরপাড়া থানার বড় হাওদার বাসিন্দা ওই মহিলাকে খুনের অপরাধ প্রমাণিত হওয়ায় মঙ্গলবার আলিপুরদুয়ারের অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা আদালতের বিচারক তাঁর স্বামীকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন। সরকারি আইনজীবী সুহৃদ মজুমদার বলেন, 'কারাদণ্ডের পাশাপাশি পেমাকে ২০ হাজার টাকা

স্ত্রীকে খুনের অভিযোগ

জরিমানা করা হয়েছে। অনাদায়ে তাঁকে অতিরিক্ত ৬ মাস কারাবাস করতে হবে।' সাজা ঘোষণায় খুশি বীরপাড়া থানার তৎকালীন তদন্তকারী অফিসার তথা বর্তমানে ভাটিবাড়ি পুলিশ ফাঁড়ির ওসি জাকির হোসেন। মৃতার পরিবারও সন্তোষ প্রকাশ করেছে। তবে উচ্চ আদালতে যাওয়ার কথা জানিয়েছে অপরাধীর পরিবার।

ঘটনাটি ঘটেছিল ২০১৮ সালের ৩১ মে। তুলসীপাড়া চা বাগানের বাসিন্দা অভিযুক্ত, বড় হাওদার ওই মহিলাকে বিয়ে করে শ্বশুরবাড়িতেই থাকত। ৩০ মে রাত থেকে দুজনের মধ্যে ঝগড়াঝাঁটি চলছিল। ৩১ মে সকালে ফের অশান্তি শুরু হয়। ওই সময়ে সেই মহিলার গলায় কোপ বসায় অভিযুক্ত। ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়। খবর পেয়ে দ্রুত তাকে গ্রেপ্তার করে বীরপাড়া থানার পুলিশ। তারপর থেকে সে হাজতেই রয়েছে বলে জানান তদন্তকারী অফিসার জাকির হোসেন।

অভিযুক্তের কন্যা সহ মোট ১২ জন তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেন। তবে ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী কন্যার সাক্ষ্যকে গুরুত্ব দিয়ে দেখা হয় বলে জানা গিয়েছে। মৃতার বাড়ির লোকজনও মানছেন, নিজের বাবার বিরুদ্ধে ওই কিশোরীর সাক্ষ্য শেষপর্যন্ত বড় ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে আদালতে।

মঙ্গলবার নিহত মহিলার ভাই বলেন, 'পুলিশের ভূমিকা ও আদালতের রায়ে আমরা খুশি। দিদির বিয়ের পর ওর স্বামীকে জমি দিয়ে এখানেই বাড়ি তৈরি করে দিয়েছিলাম। অথচ দিদিকে নৃশংসভাবে হত্যা করল জামাইবাবু।'

মৃতার ১৮ ও ১৩ বছর বয়সি ২টি মেয়ে ও ৯ বছর বয়সি ১টি ছেলে রয়েছে। মায়ের মৃত্যুর পর থেকে মামাবাড়িতেই রয়েছে তারা। আদালত যখনই ডেকে পাঠিয়েছে, তখনই সাক্ষ্য দিতে হাজির হয়েছে সেই কিশোরী। যদিও এদিন আদালতে উপস্থিত ছিল না সে। পরীক্ষা ছিল বলেই আসতে পারেনি বলে জানিয়েছেন মামাবাড়ির লোকজন। নিজের কানে বাবার শাস্তির রায় আর শুনতে হল না তাকে।

সুন্দরকে নিয়ে ফেরার পথে কুনকির দল। মঙ্গলবার জলদাপাড়ার কাছে। –সংবাদচিত্র

কাল হল সঙ্গিনীর টান, ধরা পড়ল সুন্দর

নীহাররঞ্জন ঘোষ

মাদারিহাট, ৫ ডিসেম্বর : স্ট্র্যাটেজি বদলেই বাজিমাত। ১১ দিন পর মঙ্গলবার বনকর্মীদের হাতে ধরা পড়ল জলদাপাড়ার মাহুত দীপক কার্জির 'খুনি' কুনকি। মাতঙ্গিনীকে কাছে পেতে সোমবার রাতে পিলখানায় এসেছিল সুন্দর। সেই সুযোগ হাতছাড়া করেননি বনকর্মীরা। তার দেখা মিলতেই পাকড়াও করতে তৎপরতা শুরু হয়ে যায়। সুন্দর আর যাতে পালাতে না পারে, সেজন্য নানারকম কৌশল নেওয়া হয়েছিল এদিন। তবে সহজে ধরা যায়নি তাকে। 'খরচ' করতে হয়েছে দু'দুটো ঘুমপাড়ানি গুলি।

সুন্দরের প্রিয় খাবার চাল, গুড় ও বিট লবন মেশানো মন্ডা তৈরি করে কলাপাতায় মুড়িয়ে রাখা হয়েছিল পিলখানার চারদিকে। খাবারের লোভ ও মাতঙ্গিনীকে কাছে পাওয়ার চেষ্টা, এই দুইয়ের কারণে সারারাত পিলখানায় ছিল কুনকিটি। সুন্দরের সঙ্গে সঙ্গে রাত জাগেন বনকর্মীরাও। খাবার শেষ হতেই ফের তা ছড়িয়ে দেন তাঁরা। মঙ্গলবার ভোরের আলো ফুটতেই প্রস্তুতি শুরু হয়। ভোর ৪টা থেকে অপারেশন শুরু। তৈরি রাখা হয়েছিল ৮ অভিজ্ঞ কুনকিকে।

সকাল ৬টা ২৫ মিনিটে প্রথম ডার্ট (ঘুমপাড়ানি গুলি) লাগে সুন্দরের কোমরের কিছুটা নীচের দিকে। বনকর্মীরা খানিকটা আশার আলো দেখতে পান। এদিকে গুলি খেয়েই সুন্দর দৌড়ের গতি বাড়িয়ে দেয়। পিছু ধাওয়া করে তাকে পাওয়া যায় পাঁচ কিলোমিটার দূরে তোর্ষা নদীর চরে। সেখানে মালঙ্গি বিটের কাছে দাঁড়িয়ে ছিল সুন্দর।

সকাল ৯টা ৪০ মিনিটে ওই কুনকিকে লক্ষ্য করে দ্বিতীয়বার ডার্ট ছোড়া হয়। এরপরই ধীরে ধীরে নিস্তেজ হতে শুরু করে সে। সুযোগ বুঝে চারদিক ঘিরে ফেলে কুনকির দল। একটি হাতির পিঠে চেপে সুন্দরের দিকে এগিয়ে আসেন তার পাতাওয়ালা বাপি বর্মন। তিনি ধীরে ধীরে সুন্দরের শরীরে হাত বুলোতে বুলোতে পিঠে চড়ে বসেন। আর কোনও বেগরবাই করেনি ১১ দিন নিরুদ্দেশ থাকা সেই কুনকি।

বাপির নির্দেশ মেনে বাধ্য ছেলের মতো নিজের ঘরের দিকে এগিয়ে যায় সে। যদিও পুরোটা পথ তাকে ঘিরে রেখেছিল কুনকির দল। প্রায় দেড় ঘণ্টা হেঁটে দুপুর ১২টা নাগাদ জলদাপাড়া পূর্ব রেঞ্জের পিলখানায় পৌঁছায় সুন্দর। পিলখানায় নিয়ে আসার পর স্নান করিয়ে প্রিয় খাবার দেওয়া হয় ওই কুনকিকে। সেখানে তখন উপস্থিত ছিলেন একাধিক বনকর্তা থেকে শুরু করে প্রাণী চিকিৎসক উৎপল শর্মা সহ অনেকেই। সবার মুখে তখন একটা স্বস্তির ছাপ। পিলখানায় এখন বন্দিদশা কাটাতে হবে সুন্দরকে। বাইরের দুনিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন থাকবে ওর। যাকে 'সাজা' হিসেবে ব্যাখ্যা করলেন এক বনকর্তা।

জলদাপাড়ার প্রাণী চিকিৎসক উৎপল শর্মা জানালেন, আপাতত একমাস সুন্দরকে কড়া নজরদারিতে রাখা হবে। আর যেহেতু ওর মাহুত নেই, সেজন্য পাতাওয়ালা বাপিকে সেই দায়িত্ব দেওয়া হবে। পাশাপাশি নিয়োগ করা হবে একজন পাতাওয়ালা। এঁদের সঙ্গে পরিচিতি হতে সময় লাগবে। যদিও সুন্দর শারীরিকভাবে এখন সুস্থ। তবে জলদাপাড়ার ওই কুনকির ডান পায়ে কাটাযুক্ত লোহার শেকল বাঁধা থাকায় ঘা হয়ে গিয়েছে। সেটা সারতে সময় লাগবে।

এই সাফল্যের উদযাপনে মঙ্গলবার রাতে জলদাপাড়া পূর্ব রেঞ্জে অপারেশনে শামিল প্রায় ৪০ থেকে ৫০ জন বনকর্মীর জন্য ভোজের আয়োজন করেন এক বনকর্তা। এমনটাই নাকি দস্তুর।

চা বলয়ের দুর্দশা কাটাতে বিধানসভায় আলোচনা চায় পদ্ম

কলকাতা, ৫ ডিসেম্বর : উত্তরবঙ্গের চা-বাগানগুলির দুর্দশা নিয়ে বুধবার বিধানসভায় আলোচনা চাইবেন বিজেপি বিধায়করা। বেশ কিছুদিন ধরেই চা-বাগানের শ্রমিকদের দুর্দশা নিয়ে আলোচনা চাইছেন বিজেপি বিধায়করা। কিন্তু তাঁদের অভিযোগ, বিধানসভার বিজনেস অ্যাডভাইসরি কমিটিতে তা উত্থাপন করা হচ্ছে না। তাই ওইদিন সরাসরি চা-বাগান শ্রমিকদের দুর্দশা নিয়ে আলোচনা চাইবেন তাঁরা।

শিলিগুড়ির বিজেপি বিধায়ক শংকর ঘোষ বলেন, 'উত্তরবঙ্গের আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং, দার্জিলিং, উত্তর দিনাজপুর ও কোচবিহার জেলায় চা-বাগানগুলিতে তীব্র সংকট চলছে। চা-শ্রমিকদের দুর্দশার অন্ত নেই। রাজ্য সরকার ১৯ শতাংশ বোনাস বেধে দিলেও অধিকাংশ চা-বাগানই তা দেয়নি। উলটে বহু বাগান বন্ধ হয়ে গিয়েছে। শ্রমিকদের প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা জমা না দেওয়ার জন্য বেশ কয়েকটি চা-বাগানের বিরুদ্ধে এফআইআর হলেও পুলিশ সেই ব্যাপারে কোনও ব্যবস্থা নিচ্ছে না। শিল্পপতিদের হাত থেকে ক্রমেই বাগানগুলি ব্যবসায়ীদের হাতে চলে যাচ্ছে। তাঁরা দ্রুত লাভের মুখ দেখার জন্য শ্রমিকদের বঞ্চনা করছেন। এসব নিয়েই অবিলম্বে বিধানসভায় আলোচনা চাই।'

পিএফ দপ্তরের উদ্যোগ

জলপাইগুড়ি, ৫ ডিসেম্বর : পিএফ দপ্তরের জলপাইগুড়ি রিজিওনাল কার্যালয় থেকে সমস্ত পেনশনভোগীকে জীবন প্রমাণপত্র, ডিজিটাল লাইফ সার্টিফিকেট জমা দেবার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। এই সার্টিফিকেট জলপাইগুড়ি দপ্তর, আলিপুরদুয়ার দপ্তরে জমা দেওয়া যাবে। যে সমস্ত পেনশনভোগীর পেনশন বন্ধ হয়ে গিয়েছে, তাঁরা জীবন প্রমাণপত্র জমা দিলেই পেনশন পাবেন।

ভালভ বিকল, নির্জলা শহর

প্রথম পাতার পর

ওভারহেড রিজার্ভার চত্বরে পিএইচই'র প্রচুর ডিআই পাইপ মজুত থাকায় সেখানে বড় বড় ইঁদুরের আবাসস্থলে পরিণত হয়েছে। আর সেই ইঁদুরের গর্তে জল ঢুকে ওই এলাকার মাটি নরম হয়ে যাওয়ায় ওভারহেড রিজার্ভারটি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে বলে খোদ পাম্প অপারেটরদেরই আশঙ্কা। যদিও পিএইচই'র অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার এধরনের আশঙ্কার কথা উড়িয়ে দিয়েছেন। তবে ওই চত্বরে ইঁদুরের গর্ত হয়েছে কি না তিনি তা খতিয়ে দেখবেন বলে জানান।

মাথাভাঙ্গা শহরে প্রতিদিন সকাল ৭টা থেকে বেলা ১০টা এবং বেলা ১২টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত মোট পাঁচ ঘণ্টা পানীয় জল সরবরাহ করা হয়। পুরসভার ৩, ৫ এবং ৬ নম্বর ওয়ার্ডে রবিবার থেকে পানীয় জল সরবরাহ না থাকায় বাসিন্দারা বিপাকে। ৩ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা সম্রাট ভৌমিক, ৫ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা বরুণ সরকার, ৬ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা সলিল সাহার মতো অনেকেই তাঁদের সমস্যার কথা জানিয়েছেন। ৫ নম্বর ওয়ার্ডে অবস্থিত মাথাভাঙ্গা মহকুমা শাসকের আবাসনেও জল না পৌঁছানায় খোদ মহাকুমা শাসক নভনীত মিত্তালও সমস্যায়।

অন্যদিকে, অভিযোগ প্রতিদিন সরবরাহ করা পানীয় জলের সিংহভাগ নাগরিক সচেতনতার অভাবে অপচয় হচ্ছে। ইতিমধ্যে পুরসভার পক্ষ থেকে বাড়ি বাড়ি পানীয় জল সংযোগ প্রক্রিয়া শুরু হওয়ায় এবং অধিকাংশ পানীয় জলের পাইপলাইনের ট্যাপ খোলা থাকায় পানীয় জল অপচয় হচ্ছে। নলবাহিত পানীয় জল দিয়ে বাসন মাজা, কাপড় কাচা, গাড়ি ধোয়ার কাজের পাশাপাশি অধিকাংশ স্ট্যান্ডপোস্টে বিবকক না থাকায় পানীয় জল অপচয় এই শহরে কার্যত নিয়মে পরিণত হয়েছে।

দাম কমল ফ্যান্টম ভি ফোল্ডের

নিউজ ব্যুরো

৫ ডিসেম্বর : উৎসবের মহলে আন্তর্জাতিক প্রিমিয়াম স্মার্টফোন ব্র্যান্ড, টেকনো এবার তাদের ফ্যান্টম ভি ফোল্ডের নতুন দাম ঘোষণা করল। আগে এই ফোল্ডেবল ফোনটির দাম ছিল ৮৮,৮৮৮ টাকা।

উৎসবের জন্য দাম কমে হয়েছে ৬৯, ৯৯৯ টাকা। অভিনেতা যিশু সেনগুপ্তের উপস্থিতিতে এই ঘোষণাটি হয় কলকাতার বিখ্যাত টেক রিটেলার, দ্য প্রাইম মোবাইল অ্যান্ড গ্যাজেট স্টোরের একটি অনুষ্ঠানে।

টেকনো মোবাইল ইন্ডিয়ার সিইও অরিজিৎ তলাপাত্র বলেন, 'টেকনোর 'স্টপ অ্যাট নাথিং'-এর মূল লক্ষ্য ভারতের প্রত্যেক কোনায় থাকা আমাদের ক্রেতাদের হাতে তাঁদের চাহিদা অনুযায়ী উন্নত ডিভাইস তুলে দেওয়া। সেইসঙ্গে পূর্বাঞ্চলের বাজার টানতে এদিন ফ্যান্টম ভি ফোল্ডের স্পেশাল দাম ঘোষণার পাশাপাশি অভিনেতা যিশু সেনগুপ্তের সঙ্গে স্পার্ক গো ২০২৪ উন্মোচন হয়।' জানা গিয়েছে, স্পার্ক গো ২০২৪ হল একটি ৯০ হার্টজ ডট-ইন ডিসপ্লে উইথ ডায়নামিক পোর্টযুক্ত উচ্চমানের স্মার্টফোন। যার দাম শুরু হচ্ছে ৬,৬৯৯ টাকায়। এই নতুন স্মার্টফোনটি যে কোনও মোবাইলের দোকান ও অ্যামাজনে পাওয়া যাবে ৭ ডিসেম্বর থেকে।

ভাড়া বেশি, বিতর্কে দেবত্র ট্রাস্ট

প্রথম পাতার পর

ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে নেওয়া টাকা ফান্ডে রেখে এই সমস্ত খরচের মোকাবিলা করা হয়।'

২৬ নভেম্বর মদনমোহনের রাস উৎসব শুরু হয়েছে। ২৭ নভেম্বর থেকে কোচবিহারে উত্তর-পূর্ব ভারতের অন্যতম বৃহত্তম ঐতিহ্যবাহী রাসমেলা শুরু হয়েছে। তা আগামী ২০ দিন ধরে চলবে। মেলায় স্টল দেওয়ার জন্য কোচবিহার পুরসভা ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে প্রতি বর্গফুট হিসেবে ২ টাকা ৭৫ পয়সা করে ভাড়া নেওয়ায় ব্যাপক বিতর্ক হয়। মদনমোহনের মন্দিরের সামনে প্রায় ১০০টি দোকান বসেছে। এই দোকানগুলি দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ডের অধীনে। পুরসভা এই দোকানগুলি থেকে ভাড়া নেয় না। তবে দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ড ভাড়া নেয়।

মন্দিরের সামনে বসা একটি খাবারের দোকানে গিয়ে দেখা গেল সেটি সবমিলিয়ে ২০-২৫ বর্গফুট এলাকাজুড়ে রয়েছে। কোচবিহার পুরসভার নির্ধারিত ভাড়া হিসেবে প্রতিদিন ৭০ টাকা ধরে দোকানটিকে ২০ দিনে ১৫০০ টাকার মতো ভাড়া দিতে হত। দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ড ওই দোকানটি থেকে পাঁচ হাজার টাকা ভাড়া নিচ্ছে। মন্দিরের সামনে রাস্তায় পুজোর সামগ্রী নিয়ে বসা একটি দোকানে গিয়ে শাঁখের দাম জিজ্ঞাসা করায় ৪৫০ টাকা দাম বলে উত্তর এল। কী কারণে এত দাম বলে প্রশ্ন করতেই দোকানদার একরকম ঝাঁঝিয়ে উঠলেন, 'দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ডকে এমনিতেই হাজার হাজার টাকা দিতে হচ্ছে। তার উপর পুরসভার কনজারভেন্সি চার্জ রয়েছে। এরপরে দোকান করার খরচ, আলোর খরচ রয়েছে। দুটো পয়সা লাভ না হলে আমরা কী করে বাঁচব?' তাঁর প্রশ্ন। ওই ব্যবসায়ীর ধরনেই অনেকে সরব হয়েছেন।

আবহাওয়া
বুধবারের পূর্বাভাস

	সর্বোচ্চ (ডি.সে.)	সর্বনিম্ন (ডি.সে.)
কলকাতা	২৪.০	১৮.০
শিলিগুড়ি	২৯.০	১৬.০
জলপাইগুড়ি	২৯.০	১৪.০
কোচবিহার	২৯.০	১৫.০
আলিপুরদুয়ার	২৯.০	১৫.০
মালদা	২৭.০	১৮.০
রায়গঞ্জ	২৮.০	১৬.০
গ্যাংটক	১৯.০	৯.০

কোর্টে নির্দিষ্ট চেয়ার ছেড়ে গ্রামবাসীর কাছে বিচারপতি

জ্যোতি সরকার

জলপাইগুড়ি, ৫ ডিসেম্বর : তিনি বিচারপতির ওজনদার আসনে বসেন বটে। কিন্তু তিনি সাধারণের কাছের মানুষ। সম্প্রতি নানা সময়ে তিনি তা বুঝিয়েও দিয়েছেন। মঙ্গলবারও একই ছবি দেখল।

ঘড়িতে তখন দুপুর ২টা বেজে ২৫ মিনিট। হাইকোর্টের জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চে সেই সময় নকশালবাড়ির সেবদোল্লাজোত গ্রামের জলসমস্যা নিয়ে মামলার শুনানি চলছিল। সেই সময়ই বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর নির্দিষ্ট চেয়ার থেকে নেমে এসে নীচে স্টেনোগ্রাফারদের সারি সারি চেয়ারের একটি টেনে তাতে বসে পড়লেন। গ্রামবাসীদের কথা যাতে ভালোভাবে শোনা যায় সেজন্য বিচারপতি তাঁদের তাঁর চেয়ারের সামনেই ডেকে পাঠালেন। গ্রামবাসীরা যাতে মামলা সংক্রান্ত সবকিছু সহজে বুঝতে পারেন সেজন্য তিনি বাংলায় সওয়াল করার জন্য দুই পক্ষের আইনজীবীদের নির্দেশ দেন। সেবদোল্লাজোতের বাসিন্দারা জানিয়েছেন, নিজেদের এলাকা ছেড়ে এই প্রথম তাঁদের বাইরে আসা। কলকাতা তো দূর, তাঁরা শিলিগুড়িও যাননি। নিজেদের জলসমস্যা মেটানোর জন্য তাঁরা আদালতের শরণাপন্ন হয়েছেন। সমস্যা মেটাতে বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায় যেভাবে তাঁদের পাশে দাঁড়িয়েছেন তাতে সেবদোল্লাজোতের সুখানি মুন্ডা, দীপু হালদাররা রীতিমতো অভিভূত।

নকশাল নেতা কানু সান্যালের গ্রাম সেবদোল্লাজোতে বহুদিন ধরে জলসমস্যা রয়েছে। সরকারি উদ্যোগ সত্ত্বেও সেই সমস্যা মেটেনি। কী কারণে সমস্যা তা জানতে বিচারপতি শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের অতিরিক্ত নির্বাহী আধিকারিক তথা অতিরিক্ত জেলা শাসক, জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের (পিএইচই) ঠিকাদার নারায়ণ ঘোষ ও মবিলাইজার রিংকি দাসকে তলব করেছেন। বুধবার তাঁদের সার্কিট বেঞ্চে উপস্থিত থাকতে হবে। ওই শুনানির পর বিচারপতি নিজে ওই গ্রামে যাবেন বলে জানিয়েছেন। এলাকার সমস্যা মেটাতে শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ এই গ্রামে বড় কুয়ো বসিয়েছিল। বর্তমানে সেই কুয়োয় সাপ, ব্যাং, পাখির মৃতদেহ পড়ে থাকে বলে গ্রামবাসীর দাবি। সেই কুয়োর জল খাওয়া যায় না। পিএইচইর সহকারী ইঞ্জিনিয়ার রাজু ভদ্রের কাছ থেকে এসব শুনে বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায় পরিষদের অতিরিক্ত নির্বাহী আধিকারিক তথা অতিরিক্ত জেলা শাসককে এই বিষয়ে আদালতকে অবহিত করতে তলব করেন।

এদিন বেলা ৩টে বেজে ৪৫ মিনিট পর্যন্ত শুনানি চলে। চৈতন মুন্ডা, ঝাড়ি কিষান, লালমোহন মুন্ডা, ছোটন মুন্ডা, শান্তি নাগাশিয়া, কালো মুন্ডা, সুখানি মুন্ডা এবং দীপু হালদাররা শুনানির সময়ে উপস্থিত ছিলেন। সুখানি আদালতকে জানান, জল না পেয়ে তাঁরা খুবই সমস্যায় রয়েছেন। দীপু বলেন, সেবদোল্লাজোতে ২০০টি বাড়ির মাত্র ২৫টিতে জল আছে। বাসিন্দারা মানঝা নদীর দূষণযুক্ত জল ব্যবহারে বাধ্য হচ্ছেন। সেবদোল্লাজোতের পাশে ভেলটা জোন এবং ফকিরা জোনে জল নেই বলেও তিনি জানান।

বিচারপতি পিএইচইর সহকারী ইঞ্জিনিয়ার রাজু ভদ্রের কাছ থেকে এলাকায় জলপ্রকল্পের বিষয়ে খুঁটিনাটি সবই জেনে নেন। ৩১ জানুয়ারির মধ্যে এলাকার ১৫০০ বাড়িতে পরিশ্রুত পানীয় জল পৌঁছে দেওয়া হবে বলে পিএইচইর আধিকারিকরা এদিন বিচারপতিকে জানান। কাজের তদারকিতে থাকা ফাঁসিদেওয়া সোশ্যাল অ্যান্ড রুরাল ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশনের দুই প্রতিনিধি অরূপরতন রায় ও সঞ্জীব রায় এদিন আদালতে উপস্থিত ছিলেন। বিচারপতি তাঁদের কাছ থেকেও জলপ্রকল্পের বিষয়ে অনেক কিছুই জেনে নেন। এসএস আলুওয়ালিয়া দার্জিলিংয়ের সাংসদ থাকাকালীন এই গ্রামটিকে দত্তক নিয়েছিলেন। সেই সময় সাংসদ কোটা থেকে আসা টাকার বিষয়ে বিচারপতি এদিন খোঁজখবর করেন। সেবদোল্লার জলসমস্যার বিষয়ে তিনি নিজে ভিডিও কনফারেন্সের বিষয়ে খোঁজখবর রাখবেন বলে বিচারপতি জানান। মামলাকারীদের হয়ে আইনজীবী সন্দীপ মণ্ডল ও সরকারপক্ষের হয়ে আইনজীবী হীরক বর্মন এই মামলায় লড়ছেন।

আশ্বস্ত বাসিন্দারা

- নকশালবাড়ির সেবদোল্লাজোতের জলসমস্যা নিয়ে মঙ্গলবার সার্কিট বেঞ্চে দ্বিতীয় দিনের শুনানি
- বাসিন্দাদের সমস্যা শুনতে বিচারপতি এদিন নিজের চেয়ার ছেড়ে স্টেনোগ্রাফারদের চেয়ারে বসেন
- বুধবারের শুনানিতে অতিরিক্ত জেলা শাসক, পিএইচইর ঠিকাদার ও মবিলাইজারকে তলব
- ওই শুনানির পর বিচারপতি নিজে ওই গ্রামে যাবেন

তৃষ্ণা মেটাতে বেনেবৌ। মালদায় ছবিটি তুলেছেন কল্লোল মজুমদার।

টোটোচালককে মারধরের প্রতিবাদে সভা

মাথাভাঙ্গা, ৫ ডিসেম্বর : মাথাভাঙ্গায় ব্যাটারিচালিত ই-রিকশা চলাচলের ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি করছেন অটোচালকরা, অভিযোগ ই-রিকশাচালকদের। এরকমই আরও কয়েকটি অভিযোগে মাথাভাঙ্গা মেলার মাঠে মঙ্গলবার সভা করলেন ই-রিকশাচালকরা।

ই-রিকশাচালকদের পক্ষে রাহুল পাল ও সফিউদ্দিন মিয়াঁর দাবি, আরটিও থেকে তাঁদের রুট পারমিট সহ বিভিন্ন কাগজপত্র দেওয়া হয়েছে। বিমা ও রোড ট্যাক্স প্রদানের কাগজপত্রও রয়েছে। তবে রাজ্য সড়ক ও জাতীয় সড়কে ই-রিকশা চলাচলের ক্ষেত্রে সম্প্রতি নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছে। সেজন্য তাঁরা মাথাভাঙ্গা-শীতলকুচি রুটে ই-রিকশা চালিয়ে সংসার চালাচ্ছেন। কিন্তু অটোচালকরা এতেও বাধা দিচ্ছেন। তাঁরা চান, প্রশাসন অবিলম্বে এই সমস্যার সমাধান করুক। নাহলে তাঁরা আরও বড় আন্দোলনে শামিল হবেন।

অভিযোগ, সোমবার একজন ই-রিকশাচালককে মারধর করেছেন অটোচালকরা। এ বিষয়ে মাথাভাঙ্গা থানায় একটি লিখিত অভিযোগ জানাবেন বলে জানিয়েছেন। যদিও অটোচালকদের পক্ষে আনোয়ার হোসেন, খতিবর রহমানরা জানান, ই-রিকশার ব্লক পারমিট থাকলেও তাঁরা নিয়ম ভেঙে মাথাভাঙ্গা-শীতলকুচি রুটে যাতায়াত করছে। ফলে এই রুটের অটোচালকদের সমস্যা হচ্ছে। তাঁদের পালটা অভিযোগ, ই-রিকশাচালকরা সোমবার পঞ্চানন মোড়ে অটো থেকে যাত্রী নামিয়ে দিয়েছেন।

ব্রাউন সুগার সহ গ্রেপ্তার এক

বীরপাড়া, ৫ ডিসেম্বর : গাঁজার পর বীরপাড়ায় এবার ব্রাউন সুগার ও জাল নোট। ধরা পড়ল পাচারকারী। মঙ্গলবার বেলা সওয়া ১টা নাগাদ ওই ঘটনায় হইচই পড়ে যায়। এদিন এসএসবির ফালাকাটা ১৭ নম্বর ব্যাটালিয়নের জওয়ানরা দলগাঁও রেলস্টেশন এলাকায় হাজিকুল শেখ নামে এক ব্যক্তিকে আটক করেন। এসএসবির ডেপুটি কমান্ডান্ট প্রভাকর সিংয়ের নেতৃত্বে এদিনের অভিযানের পর তার থেকে বাজেয়াপ্ত হয় ১৯৮টি ৫০০ টাকার জাল নোট ও প্রায় ২০০ গ্রাম ব্রাউন সুগার। এরপর তাকে গ্রেপ্তার করে আলিপুরদুয়ারে জিআরপির হাতে তুলে দেওয়া হয়।

মুর্শিদাবাদের সুতি এলাকার বাসিন্দা হাজিকুল জানায়, সে জয়গাঁর একজনের কাছে ওই মাদক ও জাল নোটগুলি জমা দিতে যাচ্ছিল। এর আগে বহুবার জাল নোট কারবারের চক্রে মুর্শিদাবাদ ও মালদার কালিয়াচকের নাম সামনে এসেছে।

সভার অনুমতি না পেলে বিকল্প ভাবনা বিজেপির

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ৫ ডিসেম্বর : কেন্দ্রের বিরুদ্ধে বঞ্চনার অভিযোগে দিল্লিতে ধর্না দিয়েছিল তৃণমূল কংগ্রেস। এবার রাজ্যের বিরুদ্ধে উত্তরবঙ্গকে বঞ্চিত করার অভিযোগ তুলে ধর্নায় বসছে বিজেপি। এমন সময় এই কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে, যখন খোদ মুখ্যমন্ত্রী থাকছেন শিলিগুড়িতে।

কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভা রয়েছে ১২ ডিসেম্বর। সব ঠিক থাকলে তার আগের রাতেই শহরে ধর্নায় বসতে চলেছে গেরুয়া শিবির। সেখানে শামিল হবেন পাহাড় থেকে সমতল, উত্তরবঙ্গের সমস্ত বিজেপি বিধায়ক। শুধু ধর্না কর্মসূচি নয়, রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধানের সভার দিন শিলিগুড়িতে পালটা সভা করবেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। যদিও শুভেন্দুর সভার অনুমতি পুলিশ-প্রশাসনের তরফে পাওয়া যাবে কি না, তা নিয়ে সংশয়ে রয়েছে বিজেপির রাজ্য নেতৃত্ব। রাজ্য স্তরের এক নেতা বলছেন, 'পুলিশ অনুমতি দেবে না আমরা জানি। কিন্তু আবেদন করা হবে। অনুমতি পাওয়া যাবে না ধরে নিয়ে আদালতে যাওয়ার প্রস্তুতিও নেওয়া হচ্ছে। আদালতের অনুমতি না পাওয়া গেলে বিকল্প পথ নিয়ে ভাবা হবে। এতটুকু বলতে পারি ১২ ডিসেম্বর শিলিগুড়িতে বিরোধী দলনেতা যাচ্ছেন।'

সুপার ডিভিশন বা প্রিমিয়ার ফুটবল লিগ স্থগিত করে মুখ্যমন্ত্রীর সভার আয়োজন নিয়ে সরব হয়েছিলেন শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষ। সভার দিন ধর্নায় বসার হুমকিও দিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু এবার ক্রীড়া পরিকাঠামো ধ্বংসের প্রতিবাদ তো থাকছেই, সঙ্গে ধর্না কর্মসূচিতে যুক্ত হচ্ছে উত্তরবঙ্গের বঞ্চনার বিষয়টি। তাই শংকরের সঙ্গে উত্তরবঙ্গের দলীয় সমস্ত বিধায়ককে উপস্থিত থাকতে বলেছেন দলের চিফ হুইপ মনোজ টিগ্গা। শংকর বলছেন, 'রাজ্যে ক্লাবগুলিকে আঁধারে ডুবিয়ে তৃণমূল শুধু রাজনীতি করেছে। পাশাপাশি ক্রীড়া পরিকাঠামো ধ্বংস করেছে, যার বড় প্রমাণ খেলা বন্ধ করে দিয়ে স্টেডিয়ামে মুখ্যমন্ত্রীর সভা। ভয়ে অনেক ক্লাব কিছু বলতে পারছে না। ক্লাবগুলি কিন্তু আমার আন্দোলনকে সমর্থন জানাচ্ছে।'

বিজেপি সূত্রে খবর, দলীয় বিধায়কদের উপস্থিতিতে ১১ ডিসেম্বর সন্ধে ৬টা থেকে ধর্না শুরু হবে। যা চলবে পরদিন দুপুর পর্যন্ত। এর জন্যও পুলিশের অনুমতি চেয়ে বিজেপির তরফে কমিশনারেটে আবেদন করা হচ্ছে। তবে ধর্না বা সভার জন্য মঙ্গলবার সন্ধে পর্যন্ত অনুমতি চেয়ে কোনও আবেদন জমা পড়েনি বলে পুলিশ সূত্রে খবর।

তেমনভাবেই শুভেন্দুর সভা কোথায় হবে, তা এখনও চূড়ান্ত হয়নি। প্রাথমিকভাবে হিন্দি স্কুলের মাঠ, শ্রীগুরু বিদ্যামন্দিরের মাঠ এবং তরাই স্কুলের মাঠ চিহ্নিত করা হয়েছে বিজেপির তরফে। তবে রাজনৈতিক সভার জন্য স্কুল মাঠ পাওয়া যাবে কি না, তা নিয়েও চিন্তায় রয়েছে বিজেপি নেতৃত্ব। প্রয়োজনে ব্যক্তিগত মালিকাধীন জমিতে সভা করা হবে বলে জানিয়েছেন এক বিজেপি নেতা।

বিজেপি সাংগঠনিক জেলা সভাপতি অরুণ মণ্ডল বলছেন, 'রাজ্য নেতৃত্বের নির্দেশমতো সমস্ত কিছু করা হচ্ছে এবং হবে।'

মমতার বাড়ি দেখে স্তম্ভিত সলমন

প্রথম পাতার পর

কিন্তু দিদির বাড়ি আমারটার থেকেও ছোট। একটা ছোট্ট বসার জায়গা ওঁর ঘরে।' এই প্রসঙ্গে আরেক অভিনেতা শত্রুঘ্ন সিনহার তাঁর বাড়িতে যাওয়ার অভিজ্ঞতা শোনালেন সলমন। তিনি বলেন, 'শত্রুঘ্ন সিনহা আমার বাড়িতে এসেছিলেন। তাঁকে বসার জায়গা দিতে পারিনি। একটাই ঘর, একটা কিচেন আর একটা শোয়ার ঘর।'

শত্রুঘ্নর সঙ্গে আরেক বলিউড অভিনেতা অনিল কাপুর তখন চলচ্চিত্র উৎসবের মঞ্চে বসে। অনিলের বাড়ির বর্ণনা উঠে এল ভাইজানের ভাষণে। তিনি জানালেন, 'একদিন অনিল সাহেবের বাড়িতে গেলাম। উনি বললেন, চলো বাড়িটা দেখাই। প্রথমে গ্রাউন্ড ফ্লোর দেখলাম। তারপর ফার্স্ট ফ্লোর। ভাবলাম এখানেই বুঝি শেষ। তারপর সেকেন্ড, থার্ড ফ্লোর। এখন বোধহয় আরও বড় হয়ে গিয়েছে।'

এরপর ফিরলেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির প্রসঙ্গে। তাঁর কথায়, 'আমার তো হিংসা হচ্ছে, দিদির বাড়ি আমার ঘরের থেকেও ছোট বলে। এত বড় পদে থাকা একজন মানুষের বাড়ি এত ছোট কী করে হতে পারে, ভেবে হিংসা হচ্ছে।' এরপর মুগ্ধতা ছড়ালেন এই বলে যে, 'এর থেকে বোঝা যায়, কতটা সহজ, সরল জীবনযাপন করা যায়।' তারপর টানলেন নিজের সঙ্গে তুলনা। বললেন, 'আসলে আমার ও দিদির মতো সরল মনের মানুষের জীবনযাপনের জন্য খুব বেশি কিছু প্রয়োজন হয় না।'

বাংলা ও তাঁর প্রতি এই দুর্বলতাকে কাজে লাগিয়ে সলমনের কাছ থেকে বাংলায় এসে শুটিং করার 'ওয়াদা' আদায় করে নিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। চলচ্চিত্র উৎসব উপলক্ষ্যে মঙ্গলবার বিকাল থেকে যেন চাঁদের হাট বসেছিল নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রীর কথায় ও ভাবনায় উৎসবের টাইটেল সং গাইলেন অরিজিৎ সিং। সেসময় সলমন খান, অনিল কাপুর, সোনাক্ষী সিনহা, মহেশ ভাটদের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে নাচলেন মমতাও।

এবারের চলচিত্র উৎসবের 'ফোকাস কান্ট্রি' স্পেন। সে দেশের ৬টি সিনেমা প্রদর্শিত হবে। মোট ৩৯টি দেশের ৭২টি ফিচার ফিল্ম, ৫০টি শর্ট ফিল্ম ও ডকুমেন্টারি দেখানো হবে। শরীর খারাপ থাকায় এবছর উপস্থিত হতে পারেননি অমিতাভ বচ্চন। মেয়ের ফিল্মের প্রচারের জন্য আসতে পারেননি শাহরুখ খানও। তাঁদের সেই ঘাটতি যেন পুষিয়ে দিলেন 'ভাইজান' ও 'এক-দো-তিন-চার'-এর নায়ক। আরেক 'বাঙালিবাবু' শত্রুঘ্ন সিনহা উপস্থিত ছিলেন এ প্রজন্মের হার্টথ্রব কন্যা সোনাক্ষীকে নিয়ে।

প্রবীণ পরিচালক মহেশ ভাট, বাংলার প্রখ্যাত পরিচালক গৌতম ঘোষ, সন্দীপ রায়রাও ছিলেন মঞ্চে। ছিলেন বাংলার ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়।

সবাইকে চমকে দিয়ে বাংলা ভাষণ শুরু করেন 'বিহারিবাবু'। বাংলা চলচ্চিত্র জগতের সঙ্গে তাঁর আত্মিক যোগাযোগের কথা উল্লেখ করে শমিত ভঞ্জের প্রসঙ্গ টানেন। শমিতের 'আপনজন' সিনেমার হিন্দি রিমেক 'মেরে আপনে' ছবিতে অভিনয় করেছিলেন শত্রুঘ্ন।

তাঁর কন্যা সোনাক্ষীও মুখ্যমন্ত্রীকে দেখে তাঁর বিস্ময়ের কথা জানান। তিনি নাকি মমতাকে টাফ ব্যক্তিত্ব ভাবতেন। কাছে এসে সেই ধারণা ভেঙে গিয়েছে। সোনাক্ষীর কথায়, 'এখন দেখছি দিদি খুবই লাভলি। নরম স্বভাবের মানুষ।' 'এভারগ্রিন' অনিল কাপুর বিশেষ করে পরিচালক মৃণাল সেন, অপর্ণা সেনের কথা উল্লেখ করেন। বলেই ফেললেন, 'অপর্ণা সেন আজ এখানে নেই। আমি ওঁর ছবির ভক্ত। কাজ করতে চেয়েছিলাম। এখন আমার অনেক বয়স হয়েছে অপর্ণাজি। এবার তো আমায় কাস্ট করুন।'

সবার শেষে ভাষণে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'বাংলা অনেক তারকা তৈরি করেছে। যাঁরা মুম্বইয়ে গিয়ে প্রতিষ্ঠিত। আমরা টলিউড থেকে বলিউড সবাইকে ভালোবাসি। এবছর বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনে বাংলার চলচ্চিত্রকে সৃজনশীল ইন্ডাস্ট্রি হিসাবে তুলে ধরা হয়েছে।' সলমন, অনিল ও মহেশের উদ্দেশে তাঁর আর্জি, 'বাংলায় এসে সিনেমা করুন। বাংলা এখন চলচ্চিত্রের পীঠস্থান।' বিশেষভাবে সলমনকে বলেন, 'আমায় ওয়াদা করতে হবে।' দিদির কথায় ভাইজানের উত্তর, 'নিশ্চয়ই আসব।'

মাইনার্স ডে

খনিতে কাজ করা মাইনারদের অক্লান্ত পরিশ্রমকে সাধুবাদ জানাতে ৬ ডিসেম্বর মাইনার্স ডে পালন করা হয়। পরিবারের থেকে দূরে থেকে এই ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করার জন্য মাইনারদের 'স্যালুট'।

মদনমোহন মন্দির চত্বরে বসে একটু জিরিয়ে নিচ্ছেন পুণ্যার্থীরা। মঙ্গলবার কোচবিহারে অর্পণা গুহরায়ের তোলা ছবি।

লাইফ সাপোর্ট অ্যাম্বুল্যান্স দাবি

প্রসেনজিৎ সাহা

দিনহাটা, ৫ ডিসেম্বর : দুর্ঘটনা বা অন্য কারণে আশঙ্কাজনক অবস্থায় থাকা রোগীকে চিকিৎসকের পরামর্শ মেনে প্রায়ই উন্নত চিকিৎসার জন্য স্থানান্তরিত করতে হয়। কখনও সেই দূরত্ব ২৫ কিমি, তো কখনও ১৫০ কিমি পর্যন্ত হয়ে থাকে। সেক্ষেত্রে চিকিৎসকদের পরামর্শ মেনে সেই রোগীদের লাইফ সাপোর্ট যুক্ত বিশেষ অ্যাম্বুল্যান্সে নিয়ে যেতে হয়। কিন্তু দিনহাটায় সরকারি বা বেসরকারি কোনও উদ্যোগেই এরকম অ্যাম্বুল্যান্স পরিষেবা না দেওয়ায় সমস্যা দেখা দিয়েছে।

চিকিৎসকরা জানান, এধরনের অ্যাম্বুল্যান্সে বিশেষ ব্যবস্থা রয়েছে। এতে ভেন্টিলেটার, রোগীর জন্য অক্সিজেনের ব্যবস্থা, পালস মনিটর, অক্সিমিটারের মতো আধুনিক চিকিৎসায় প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি থাকে। দক্ষ নার্সও থাকেন। দিনহাটায় সরকারি বা বেসরকারি উদ্যোগে এরকম অ্যাম্বুল্যান্স নেই। তাই দিনহাটা মহকুমা হাসপাতাল বা কোনও নার্সিংহোম থেকে রোগী স্থানান্তরিত করতে হলে ভরসা ২৫ কিলোমিটার দূরের কোচবিহারের ওপর।

দিনহাটায় আশঙ্কাজনক রোগীদের স্থানান্তরে সমস্যা

দিনহাটা মহকুমা হাসপাতাল। –ফাইল চিত্র

- এই অ্যাম্বুল্যান্সে ভেন্টিলেটার, রোগীর জন্য অক্সিজেনের ব্যবস্থা, পালস মনিটর, অক্সিমিটারের মতো যন্ত্রপাতি থাকে
- দিনহাটায় সরকারি বা বেসরকারি উদ্যোগে এরকম অ্যাম্বুল্যান্স নেই
- মহকুমা হাসপাতাল বা কোনও নার্সিংহোম থেকে রোগী স্থানান্তরিত করতে হলে ভরসা ২৫ কিলোমিটার দূরের কোচবিহারের ওপর
- খরচ যেমন বেশি হয়, তেমনি কোচবিহার থেকে অ্যাম্বুল্যান্স আসার অপেক্ষা করতে হয়

সেখান থেকেই সরকারি বা বেসরকারি অ্যাম্বুল্যান্স আসে। তবে সেক্ষেত্রে খরচ যেমন বেশি হয়, তেমনি কোচবিহার থেকে অ্যাম্বুল্যান্স আসার অপেক্ষা করতে হয়। রোগীর অবস্থা আশঙ্কাজনক হলেও অপেক্ষা ছাড়া কিছু করার থাকে না।

দিনহাটা শহরের বাসিন্দা সৌম্যদীপ সাহার কথায়, 'একবার তিনি এরকম সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন। তাঁর আশি-ঊর্ধ্ব দাদুকে শিলিগুড়ি স্থানান্তরিত করতে গিয়ে দিনহাটায় লাইফ সাপোর্ট অ্যাম্বুল্যান্স খুঁজছিলাম। তা না পেয়ে অবশেষে সাধারণ অ্যাম্বুল্যান্সে করেই ঝুঁকি নিয়ে যেতে হয়। নিশ্চিন্তে রোগী নিয়ে যেতে এধরনের আধুনিক অ্যাম্বুল্যান্স খুবই প্রয়োজন।

দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালের সুপার রণজিৎ মণ্ডল বলেন, 'প্রায়ই রোগীকে শিলিগুড়িতে স্থানান্তরিত করতে হয়। তার জন্য লাইফ সাপোর্ট অ্যাম্বুল্যান্স খুব প্রয়োজন। তবে এধরনের অ্যাম্বুল্যান্স সরকারিভাবে যেমন নেই, তেমনি বেসরকারিভাবেও এই অ্যাম্বুল্যান্স পরিষেবা এই শহরে দেওয়া হয় না।'

ইন্ডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক বিদ্যুৎকমল সাহা বলেন, 'এধরনের অ্যাম্বুল্যান্স না থাকলেও দিনহাটার বিধায়কের উদ্যোগে বড় এসি অ্যাম্বুল্যান্স চালু করা হয়েছিল। তবে বর্তমানে তা বন্ধ হয়ে পড়ে রয়েছে। তবে আশঙ্কাজনক অবস্থায় থাকা রোগী স্থানান্তরের ক্ষেত্রে উন্নত চিকিৎসার যন্ত্র বিশিষ্ট এধরনের অ্যাম্বুল্যান্সের প্রয়োজন রয়েছে।'

শহরের এক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সদস্য রণদীপ বসু বলেন, 'প্রায়ই আমাদের কাছে এধরনের অ্যাম্বুল্যান্সের দরকার বলে ফোন আসে। কিন্তু দিনহাটায় এধরনের অ্যাম্বুল্যান্স না থাকায় আমরা তাঁদের কোনও সহযোগিতা করতে পারি না। তাই প্রশাসনের উচিত এধরনের লাইফ সাপোর্ট অ্যাম্বুল্যান্সের ব্যবস্থা করা, যাতে রোগীরা সহজে উন্নত চিকিৎসার সুবিধা পান।'

রাসমেলার ভেতর চলছে আরেক মেলা

দেবদর্শন চন্দ

কোচবিহার, ৫ ডিসেম্বর : রাসমেলার ভেতরেই বসেছে আরেকটি মেলা! শুনতে আজব লাগলেও এটাই সত্যি। কোচবিহারের ঐতিহ্যবাহী রাসমেলা উপলক্ষ্যে রাসমেলা মাঠের দক্ষিণ পাশে বসেছে 'কলকাতা এক্সপো'। মেলায় ঘুরতে এসে সেখানেও ভিড় জমাচ্ছেন অনেকেই। সেখানেও কমপক্ষে শতাধিক দোকানপাট বসেছে।

এদিন কলকাতা এক্সপোর ভেতরে গিয়ে দেখা গেল, সেখানে বাংলাদেশের বগুড়া ও শেরপুরের দই, রাজশাহীর খেজুর গুড়, পশ্চিমবঙ্গের জয়নগরের মোয়া, শীতবস্ত্র, পর্দা, জিলিপি, পপকর্ণ, ফুলের দোকান সহ বিভিন্ন দোকান বসেছে। সন্ধ্যার পর থেকে সেখানেও ভিড় লেগে রয়েছে।

উত্তর-পূর্ব ভারতের অন্যতম রাসমেলায় বিভিন্ন জেলা তো বটেই, বাইরের দেশের ব্যবসায়ীরাও পসরা সাজান। সেই সূত্রে প্রতিবারই লক্ষ লক্ষ লোকের সমাগম হয় মেলায়। এত বড় এলাকাজুড়ে মেলা বসায় এই মেলায় এসে রাস্তা গুলিয়েও ফেলেন কেউ কেউ। রাসমেলার ভেতরেই আরেকটি মেলা বসায় প্রথম চিন্তায় পড়ে গিয়েছিলেন অনেকেই। এদিন মেলায় ঘুরতে এসেছিলেন দিনহাটার লিপি সাহা। তিনি বলেন, 'প্রথমে বুঝতে পারছিলাম না কোথায় এসেছি। পরে গিয়ে দেখি এক্সপো মেলাটিও রাসমেলারই অংশ।'

কোচবিহার পুরসভার উদ্যোগে প্রতিবারই রাসমেলার আয়োজন করা হয়। অন্যবার মেলা ১৫ দিনের হলেও এবার তা ২০ দিনের। মেলার দিন বাড়ানোয় আরও বেশি সংখ্যক ব্যবসায়ী মেলায় এসেছেন। সবমিলিয়ে এবার তাঁদের সংখ্যাটা হাজার তিনেকেরও বেশি। কোচবিহার পুরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষের কথায়, 'মেলা চলাকালীন রাসমেলা মাঠের দক্ষিণ প্রান্ত কিছুটা ম্যাড়মেড়ে থাকত। সেখানে আবর্জনাও ফেলা হত। তাই মেলা প্রাঙ্গণকে প্রাণবন্ত করে তুলতেই মাঠের দক্ষিণপ্রান্তে কলকাতা এক্সপো মেলা বসানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এতে মেলার পরিধি বেড়েছে। বহু দোকানদার সেখানে ব্যবসা করার সুযোগ পাচ্ছেন।'

দেশ-বিদেশের ব্যবসায়ীদের মেলবন্ধনে জমে উঠেছে কোচবিহার রাসমেলা। উত্তর-পূর্ব ভারতের বৃহত্তম এই মেলায় কোচবিহার তো বটেই, বাংলাদেশে, কাশ্মীর, ভুটান, উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান, কলকাতা, শিলিগুড়ি, আলিপুরদুয়ার সহ বিভিন্ন জায়গার ব্যবসায়ীরা এই মেলায় নিজেদের পসরা সাজান। ভিনরাজ্য এবং দেশ-বিদেশের জিনিসপত্র কিনতে মেলায় ভিড় জমান ক্রেতারা। দক্ষিণ পাশে এক্সপো বসায় মেলার পরিধি কিছুটা হলেও বেড়েছে। এবারই প্রথম রাসমেলার ভেতরে এক্সপোতে পর্দার কাপড়, কুশনের দোকান দিয়েছেন উত্তরপ্রদেশের ব্যবসায়ী মহম্মদ শাহনওয়াজ। তিনি বলেন, 'প্রথমদিকে মেলায় বসার জায়গা পাচ্ছিলাম না। পরে দক্ষিণ দিকটি সাজিয়ে দেওয়ায় ভালো জায়গায় দোকান দিতে পেরেছি। মোটামুটি বিক্রি হলেও এখনও সেভাবে ব্যবসা জমেনি।' এক্সপো মেলায় খাবারের দোকান দিয়েছেন বালুরঘাটের ব্যবসায়ী মানিক ঘোষ। তিনি বলেন, 'এবারই প্রথম রাসে দোকান দিয়েছি। ব্যবসা ভালোই হচ্ছে। এরপর থেকে রাসে প্রতিবারই আসব বলে ভাবছি।'

কলকাতা এক্সপোয় চলছে কেনাকাটা। –সংবাদচিত্র

নালা সাফাইয়ের দাবিতে অবরোধ

দিনহাটা, ৫ ডিসেম্বর : ওয়ার্ডের বেহাল নিকাশিনালা সাফাইয়ের দাবিতে পথ অবরোধে শামিল হলেন দিনহাটা শহরের ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দারা। মঙ্গলবার সকালে প্রায় ঘণ্টা দুয়েক এই পথ অবরোধ চলে। অবরোধ চলাকালীন এলাকায় যান কাউন্সিলার জাকারিয়া হোসেন। এরপর পুরসভার কর্মীরা সেখানে গিয়ে নিকাশিনালা সাফাই শুরু করলে বাসিন্দারা অবরোধ তুলে নেন।

স্থানীয়রা জানান, এলাকার নিকাশিনালাটি দীর্ঘদিন ধরে অপরিষ্কার অবস্থায় পড়ে রয়েছে। এর ফলে দূষণের পাশাপাশি মশাবাহিত রোগের আশঙ্কাও বাড়ছে। পুর কর্তৃপক্ষকে জানানোর পরেও কোনও কাজ না হওয়ায় অবরোধ কর্মসূচি নেওয়া হল। এবিষয়ে স্থানীয় কাউন্সিলার বলেন, 'নিকাশিনালা সাফাই না হওয়ায় সমস্যা হচ্ছিল। তবে সমস্যা সমাধানে আমরা সবরকম চেষ্টা করছি।'

এসইউসি'র প্রতিবাদ মিছিল

দিনহাটা ও মেখলিগঞ্জ, ৫ ডিসেম্বর : সারের কালোবাজারি, স্মার্ট মিটার বন্ধ, বিএড কলেজ বাতিলের প্রতিবাদ সহ একাধিক দাবিতে সোমবার বিধানসভার গেটে এসইউসিআই (সি)-এর ছাত্র-যুব সংগঠনের আন্দোলন হয়। সেই আন্দোলনে পুলিশি বর্বরতার অভিযোগ তুলে মঙ্গলবার দিনহাটা শহরে প্রতিবাদ মিছিল করলেন এসইউসিআই (সি)-এর দিনহাটা শাখার সদস্যরা। দলের নেতা আজিজুল হক বলেন, 'সোমবার বিধানসভার গেটে আমাদের শান্তিপূর্ণ আন্দোলন চলাকালীন ৩০ জন মহিলা কর্মী সহ ৯০ জন কর্মীকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। অনেক কর্মীকে মারধর করায় তাঁরা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। পুলিশের এই বর্বরোচিত আচরণের প্রতিবাদে আমরা মিছিল করেছি।'

এদিকে, মেখলিগঞ্জেও প্রতিবাদ মিছিল করল এসইউসিআই (সি)। মঙ্গলবার মেখলিগঞ্জে দলের কার্যালয় থেকে মিছিলটি শুরু হয়ে মেখলিগঞ্জ বাজার পরিক্রমা করে। মিছিলে নেতৃত্ব দেন দলের মেখলিগঞ্জ লোকাল কমিটির সদস্য রঞ্জিতকুমার রায়, কৃষ্ণ বসাক সহ অন্যরা। রঞ্জিতবাবু বলেন, 'জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে ব্লক ও মহকুমা স্তরে বিক্ষোভ এবং ৬ মার্চ কলকাতায় গণ আইন অমান্য আন্দোলন হবে।'

গৃহশিক্ষকদের কর্মসূচি

দিনহাটা, ৫ ডিসেম্বর : মধ্যশিক্ষা পর্ষদের বিধি ভেঙে প্রাইভেট টিউশনের সঙ্গে জড়িত স্কুল শিক্ষকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে মঙ্গলবার পুলিশের দ্বারস্থ হলেন পশ্চিমবঙ্গ প্রাইভেট টিউটর ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের দিনহাটা শাখার সদস্যরা। এদিন তাঁরা মিছিল করে দিনহাটা থানায় অভিযোগ জানাতে আসেন। যদিও দিনহাটা থানা তাঁদের অভিযোগ জমা নেয়নি। থানার তরফে তাঁদের জানানো হয়, এবিষয়ে তাঁদের কিছু করণীয় নেই। সংশ্লিষ্ট বিভাগে তাঁরা অভিযোগ জানাতে পারেন।

সংগঠনের সভাপতি নারায়ণচন্দ্র বর্মন বলেন, 'আমরা এই অভিযোগ আগামীদিনে জেলা শাসক, ডিআই ও এসআইকে জানাব। স্কুল শিক্ষকরা যদি টিউশন বন্ধ না করেন, তাহলে আমরা ফের আন্দোলনে নামতে বাধ্য হব।'

পুর ভবনে হচ্ছে গেট, প্রাচীর

গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ৫ ডিসেম্বর : শুরু থেকে এখনও পর্যন্ত অরক্ষিত থাকার পর অবশেষে কোচবিহার পুরসভা ভবনের সামনে হেরিটেজ গেটের আদলে বড় গেট তৈরি হচ্ছে। তবে শুধু গেটই নয়, চারদিকে সীমানা প্রাচীরও তৈরি করা হবে। এছাড়া পুরসভার সামনে অনেকটা ফাঁকা জায়গা পড়ে রয়েছে। সেই জায়গায় পেভার্স ব্লক বসানো হবে। গেট তৈরির জন্য কোচবিহার পুরসভার সামনে বড় গর্ত করে তাতে পিলার বসানোর কাজও শুরু হয়েছে। হেরিটেজ ফান্ডের টাকায় মিউনিসিপ্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিরেক্টরেট (এমইডি) এই কাজ করছে।

এমইডির কোচবিহারের এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার সুমন সরকার বলেন, 'সীমানা প্রাচীর ও গেট তৈরির কাজ শুরু হয়েছে। সেখানে পেভার্স ব্লকও বসানো হবে। সবমিলিয়ে এই কাজ করতে প্রায় ৬০ লক্ষ টাকা খরচ হবে। জানুয়ারি মাসের মধ্যে এই কাজ সম্পূর্ণ করার লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে।'

সাগরদিঘির দক্ষিণ দিকে রয়েছে কোচবিহার পুরসভা ভবন। বর্তমানে পুরসভা বোর্ড রাজ্যের শাসকদলের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। সাগরদিঘির পাড়ে পুরসভার ভবন থাকলেও ভবনের চারদিকে কোনও সীমানা প্রাচীর নেই। নেই কোনও গেটও। এতে পুরসভাটি কার্যত অরক্ষিত অবস্থায় রয়েছে। যে কেউ যখন তখন এসে পুরসভা চত্বরে ঢুকে পড়তে পারে। নাগরিক পরিষেবা দেওয়ার জন্য পুরসভার প্রচুর গাড়ি, ডাম্পার সহ বিভিন্ন জিনিস রয়েছে।

পুর ভবনের সামনে গেট তৈরির জন্য মাটি খোঁড়া হয়েছে। ছবি : জয়দেব দাস

তার একটা বড় অংশ পুরসভার সামনে ফাঁকা জায়গায় রাখা থাকে। কিন্তু পুরসভার কোনও সীমানা প্রাচীর বা গেট না থাকায় সেগুলিও প্রায় নিরাপত্তাহীন অবস্থায় থাকে। পুরসভার সামনে যে ফাঁকা জায়গা রয়েছে, তা বর্ষার দিনে জলকাদায় ভরে থাকে। ফলে পুরসভার কর্মী, সেখানে আসা সাধারণ মানুষ সবাইকে সমস্যায় পড়তে হয়। যানবাহন রাখতেও সমস্যা হয়। এই পরিস্থিতিতে পুরসভার চারদিকে সীমানা প্রাচীরের পাশাপাশি সামনে অন্য সরকারি অফিসের মতো বড় গেট করার দাবি দীর্ঘদিন ধরেই রয়েছে। বর্তমানে হেরিটেজ ফান্ডের টাকায় শহরে বিশেষ করে সাগরদিঘির চারদিকে থাকা সমস্ত সরকারি অফিসের সামনে হেরিটেজের আদলে একই রং ও নকশার সীমানা প্রাচীর করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে প্রশাসন। ইতিমধ্যেই সাগরদিঘির পাড়ের এসডিও অফিস, ডিএলএলআরও অফিস, জেলা সমাজকল্যাণ দপ্তরের অফিস, ট্রেজারি অফিস সহ বিভিন্ন সরকারি অফিসের সামনের এই সীমানা প্রাচীর দেওয়া হয়েছে হেরিটেজ ফান্ডের টাকায়। কোচবিহার পুরসভার সামনেও এবার সীমানা প্রাচীর ও গেট তৈরির কাজ শুরু হয়েছে।

> আমাদের সীমানা প্রাচীর ও গেটের কাজ শুরু হয়েছে। হেরিটেজ ফান্ডের টাকায় এমইডি এই কাজ করছে। কাজ সম্পূর্ণ হলে পুরসভার নিরাপত্তাও আগের তুলনায় অনেকটা বাড়বে।
>
> –রবীন্দ্রনাথ ঘোষ
> চেয়ারম্যান, কোচবিহার পুরসভা

পুরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ বলেন, 'আমাদের সীমানা প্রাচীর ও গেটের কাজ শুরু হয়েছে। হেরিটেজ ফান্ডের টাকায় এমইডি এই কাজ করছে। কাজ সম্পূর্ণ হলে ভালোই হবে। পুরসভার নিরাপত্তাও আগের তুলনায় অনেকটা বাড়বে।'

হেল্পলাইন নম্বর জানেন না অনেকেই

মেখলিগঞ্জ, ৫ ডিসেম্বর : শহরের নয়টি ওয়ার্ডের নাগরিকদের আরও দ্রুত পরিষেবা দিতে দীর্ঘদিন আগে মেখলিগঞ্জ পুরসভার তরফে একটি হেল্পলাইন নম্বর চালু করা হয়। কিন্তু আদতে পুরসভার অনেক মানুষই এই পরিষেবা সম্পর্কে এখনও অবগত নন। তাই এই পরিষেবা সম্পর্কে সচেতনতা কর্মসূচি গ্রহণ করা উচিত বলে অনেকেই মনে করছেন।

পুরসভার ৭৩৬৫৮৪৪৪২৯ নম্বরে যে কোনও সময় শহরের বাসিন্দারা পুর পরিষেবা সংক্রান্ত যে কোনও অভিযোগ ফোন করে কিংবা হোয়াটসঅ্যাপ মারফত জানালে যত দ্রুত সম্ভব, তত দ্রুত সমস্যার সমাধান করা হবে। বাস্তবে ঘটেও তাই। কিন্তু এতদিন ধরে মেখলিগঞ্জ পুরসভার ৭ ও ৮ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দারাই শুধুমাত্র ব্যাপকভাবে এই পরিষেবার সুবিধা নিয়েছেন। পুরসভার ১, ২, ৪, ৬, ৯ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দারা তার চেয়ে কম অভিযোগ নথিভুক্ত করেছেন। পুরসভার ৩ ও ৫ নম্বর ওয়ার্ডের ক্ষেত্রে অভিযোগের সংখ্যা সবচেয়ে কম।

মেখলিগঞ্জ পুরসভার ৩ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা সফিকুল আলম বলেন, 'এই ধরনের কোনও পরিষেবা সম্পর্কে অবগত নই।' পুরসভার ৩ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার বাবলু বর্মনের মন্তব্য, 'ওয়ার্ডের অনেক মানুষ এই বিষয়ে সচেতন নন। তাঁদের সুবিধা-অসুবিধা তাঁরা সরাসরি আমাকে জানান।' পুরসভার চেয়ারম্যান কেশব দাস বলেন, 'পুরসভার দুটি ওয়ার্ড থেকে হেল্পলাইন নম্বরে খুব কম অভিযোগ এসেছে। হতে পারে সেখানে তেমন সমস্যা হয় না, অথবা স্থানীয় কাউন্সিলার ও কর্মীদের মাধ্যমে সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। আমার কাছেও মাঝেমধ্যে ফোন আসে। শহরবাসীর কাছে আবেদন জানাই, তাঁরা পরিষেবা সংক্রান্ত অভিযোগ থাকলে হেল্পলাইন নম্বরে অভিযোগ জানান।'

রাসমেলার টুকিটাকি

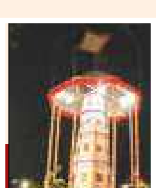

মদনমোহন মন্দিরে ভাওয়াইয়া গানের আসর। –সংবাদচিত্র

ভাওয়াইয়া সংগীত

মদনমোহন মন্দির প্রাঙ্গণে বসে ভাওয়াইয়া সহ বিভিন্ন ধরনের গান করছেন কয়েকজন শিল্পী। মদনমোহন দর্শনের পাশাপাশি শীতের বিকেলে গান শুনতে অনেকেই সেখানে ভিড় করছেন। শ্রোতাদের কেউ কেউ গানের সঙ্গে নিজেরাও গলা মেলাচ্ছেন।

সিরাজগঞ্জের লুঙ্গি

বাংলাদেশের লুঙ্গি পাওয়া যাচ্ছে কোচবিহারেও। স্টেডিয়ামের মাঠে থাকা বাংলাদেশের স্টলে ৩০০ টাকা থেকে ১২০০ টাকার লুঙ্গি পাওয়া যাচ্ছে। বাংলাদেশের পাবনার সিরাজগঞ্জ, নরসিংদী, বাবুরহাটের প্রসিদ্ধ লুঙ্গি কিনতে অনেকেই ভিড় জমিয়েছেন।

খেলনা ইঁদুর

রাস্তার মাঝবরাবর দুটি ইঁদুর নিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন এক যুবক। না আসল নয়। শিশুদের মনোরঞ্জনের জন্যই প্লাস্টিকের ওই ইঁদুর বিক্রি করছেন তিনি। শিশুরাও তা কিনতে ভিড় করছে। একটি ইঁদুর ২০ টাকা এবং দুটি ৩০ টাকার বিনিময়ে বিক্রি করছিলেন তিনি।

জয়নগরের মোয়া

এবার কোচবিহারেই পাওয়া যাচ্ছে জয়নগরের মোয়া। সৌজন্যে রাসমেলা। গুড়, ধানের খই, ঘি, এলাচ, জায়ফল সহ বিভিন্ন ধরনের মশলা সহযোগে এই মোয়া তৈরি করছেন এক দোকানি। মোয়া প্রস্তুত করতে জয়নগর থেকে এক অভিজ্ঞ কারিগরও নিয়ে এসেছেন। জয়নগরের সেই মোয়ার স্বাদ নিয়ে ওই দোকানে ভোজনরসিকদের ভিড় লক্ষ করা গিয়েছে।

ছবি বিক্রয়কেন্দ্র

দেবত্র ট্রাস্টের তরফে মন্দির প্রাঙ্গণে ছবি বিক্রয়কেন্দ্র করা হয়েছে। সেখানে মদনমোহনদেবের ছবির পাশাপাশি কালীর ছবিও বিক্রি করা হচ্ছে। বিভিন্ন দামের সেই ছবি কিনতে দর্শনার্থীরাও ভিড় করছেন।

সংকলন : দেবদর্শন চন্দ

১ বছর ধরে বেহাল রাস্তায় ভোগান্তি

তুফানগঞ্জ, ৫ ডিসেম্বর : সংস্কারের অভাবে বেহাল তুফানগঞ্জ পুরসভার ১১ নম্বর ওয়ার্ডের নজরুল সরণি (জোড়ামিল রাস্তা)। বছরখানেক ধরে পিচের আস্তরণ উঠে রাস্তায় অসংখ্য খানাখন্দ তৈরি হয়েছে। স্বাভাবিকভাবে দীর্ঘদিন রাস্তাটি সংস্কার না হওয়ায় স্থানীয় বাসিন্দাদের ক্ষোভ বাড়ছে। প্রায় ৪০০ মিটার রাস্তা ভেঙে অসংখ্য ছোট-বড় গর্ত তৈরি হয়েছে। ফলে রাস্তা দিয়ে যাতায়াতে পথচারী থেকে শুরু করে যানবাহন চলাচলেও সমস্যা হচ্ছে।

স্থানীয় শিক্ষক মানিকচন্দ্র সাহার কথায়, 'গোটা রাস্তার পিচের চাদর উঠে পাথর বেরিয়ে এসেছে। টোটো যাতায়াতে সমস্যা হয়। এমনকি হাঁটাও যায় না।'

আরেক বাসিন্দা সন্তোষ সাহার অভিযোগ, বছরখানেক আগে রাস্তার দুই পাশে জলের পাইপলাইন খোঁড়ায় রাস্তাটি চলাচলের অযোগ্য হয়ে উঠেছে। কাউন্সিলারের বিষয়টির উপর নজর দেওয়া উচিত। পুজোর আগে কাউন্সিলার রাস্তা সারাইয়ের আশ্বাস দিলেও এখনও অবস্থার পরিবর্তন হয়নি। ফলে ঘুরপথে যাতায়াত করতে হয়।

রাস্তাটি দিয়ে এলাকাবাসী ছাড়াও রবীন্দ্রনগরের বাসিন্দারা যাতায়াত করেন। এমনকি দূরদূরান্ত থেকে পড়ুয়ারা টিউশনির জন্য রাস্তাটি ব্যবহার করে। এলাকায় ব্যবসায়ী, শিক্ষকদের পাশাপাশি পশু চিকিৎসকদের কাছে অসম থেকেও লোক আসেন।

স্থানীয় টোটোচালকের কথায়, 'চাকা গর্তে পড়ে গেলে টোটো উলটে দুর্ঘটনার ভয় থাকে। এমনকি টোটো ঘোরাতেও সমস্যা হয়।'

এ ব্যাপারে তৃণমূলকে কটাক্ষ করে স্থানীয় বিজেপি নেতা দেবব্রত দে বলেন, 'এরা শুধু মুখেই বলে, কাজের বেলায় কিছুই করে না। রাস্তা ছাড়াও পানীয় জল সরবরাহ সহ কোনও দিক দিয়েই এলাকাবাসী ঠিকঠাক পরিষেবা পাচ্ছেন না।'

তবে ১১ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার ইন্দ্রজিৎ ধর বলেন, 'উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরে সংশ্লিষ্ট রাস্তা সহ একাধিক রাস্তা প্লেভার্স ব্লক বসিয়ে সারাইয়ের প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে। আশা করছি, আগামী ১৫ দিনের মধ্যে সবুজ সংকেত আসবে। কোনও কারণবশত দেরি হলে পুরসভা বিকল্প চিন্তাভাবনা করবে।'

মাথাভাঙ্গায় ফাঁকা ঘরে চুরি

মাথাভাঙ্গা, ৫ ডিসেম্বর : মাথাভাঙ্গা শহরের ৪ নম্বর ওয়ার্ডে জংলি কালীবাড়ির সেবায়েতের ঘরে চুরির অভিযোগ উঠল। মঙ্গলবার বেলা চারটে নাগাদ চুরির ঘটনা ঘটেছে বলে অভিযোগ উঠেছে। এব্যাপারে মাথাভাঙ্গা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। তদন্তে নেমেছে মাথাভাঙ্গা থানার পুলিশ।

জংলি কালীবাড়ির বর্তমান সেবায়েত শিপ্রা ভট্টাচার্য ব্যক্তিগত কাজে সোমবার কলকাতার উদ্দেশে রওনা দিয়ে মঙ্গলবার সেখানে পৌঁছেছেন। তাঁর অনুপস্থিতিতে রাতে তাঁর ঘরে থাকার জন্য একজনকে রেখে যান। ওই ব্যক্তি মঙ্গলবার বিকেলে ঘরের আলো জ্বালাতে এসে দেখেন, ঘরের পেছনের গ্রিলের দরজা ভাঙা। ঘরের সমস্ত জিনিসপত্র তছনছ হয়ে রয়েছে। এরপর তিনি থানায় লিখিত অভিযোগ করেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় মাথাভাঙ্গা থানার পুলিশ। তবে কী কী জিনিসপত্র চুরি হয়েছে, তা এখনও পর্যন্ত জানা যায়নি।

শিপ্রা ভট্টাচার্য ফোনে বলেন, 'মন্দিরের নিত্যখরচ চালানোর জন্য কিছু টাকাপয়সা ছিল। এছাড়া, দীর্ঘদিন ধরে একটি মাটির ভাঁড়ে প্রচুর কয়েন জমানো ছিল। সেগুলিও খোয়া গিয়েছে বলে জানতে পেরেছি।' পুলিশ সূত্রে জানানো হয়েছে, ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

নজরে শহর

জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে আলোচনা

কোচবিহার, ৫ ডিসেম্বর : জেলা পরিষদের সদস্যদের নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক করল কোচবিহার জেলা তৃণমূল কংগ্রেস। মঙ্গলবার কোচবিহারে তৃণমূলের জেলা কার্যালয়ে এই বৈঠক হয়। জেলা তৃণমূল সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক বলেন, 'জেলা পরিষদ সদস্যদের সবাইকে সমবণ্টন নীতিতে এলাকার উন্নয়ন করতে বলা হয়েছে। এলাকার মানুষের আপদ-বিপদে তাঁদের পাশে থাকতে বলা হয়েছে।' বৈঠকে তিনি ছাড়াও জেলা পরিষদের সভাধিপতি সুমিতা বর্মন, সহ সভাধিপতি আবদুল জলিল আহমেদ সহ অন্যরা উপস্থিত ছিলেন।

প্রশাসনিক বৈঠক

তুফানগঞ্জ, ৫ ডিসেম্বর : তুফানগঞ্জ-১ ব্লক পঞ্চায়েত সমিতির হলঘরে প্রশাসনিক বৈঠক হল। বৈঠকে কোচবিহারের জেলা শাসক অরবিন্দকুমার মিনা, তুফানগঞ্জের মহকুমা শাসক বাপ্পা গোস্বামী, তুফানগঞ্জ-১'এর বিডিও সঞ্জয় ঘিসিং, তুফানগঞ্জ-২'এর বিডিও ডালকি লামা সহ অন্য আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন। জেলা শাসক বলেন, 'পঞ্চদশ অর্থ কমিশন ও বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ নিয়ে এদিন আলোচনা হয়।'

শোকসভা

তুফানগঞ্জ, ৫ ডিসেম্বর : রানিরহাট বাজারের ব্যবসায়ীদের তরফে মুদ্রণ ব্যবসায়ী সাধন ভট্টাচার্যের মৃত্যুতে শোকসভা হল। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় মোমবাতি ও পুষ্পার্ঘ্য নিবেদনের মধ্য দিয়ে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করা হয়। শোকসভায় তাঁর স্মৃতির উদ্দেশে ১ মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। মদন দত্ত, আনন্দমোহন সাহা, বাপি সাহা সহ অন্য ব্যবসায়ীরা সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

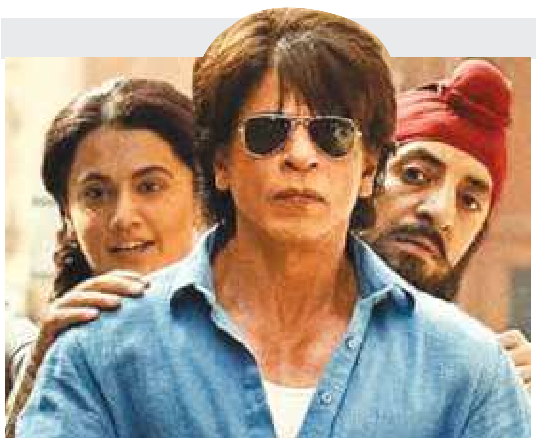

বহু প্রতীক্ষিত ডানকির ট্রেলার প্রকাশ্যে

শাহরুখ খান অভিনীত রাজকুমার হিরানি পরিচালিত বহু প্রতীক্ষিত 'ডানকি' ছবির ট্রেলার এল প্রকাশ্যে। ট্রেলার দেখে বোঝা যায় ছবির বিষয় অবৈধ অভিবাসন। ছবির সারসংক্ষেপে লেখা হয়েছে, 'আলাপ করো হার্ডি এবং তার চার উল্লু দে পাঠ্ঠে-র সঙ্গে এবং দেখো তাদের ভালোবাসা, বন্ধুত্ব এবং স্মৃতির পথ ধরে এগিয়ে যাবার গল্প'। ট্রেলারের শুরুতে দেখা যায়, এক কিশোর (ছোট শাহরুখ) পাঞ্জাবের এক গ্রামে এসে পৌঁছোয়। তারপরই আসেন বড় শাহরুখ এবং তাঁর 'চার উল্লু দে পাঠ্ঠে' দোস্ত যারা লন্ডনে যেতে চায়। অনেক বাধাবিপত্তির মুখে পড়ে হার্ডি ঠিক করে তারা সীমা পার করবে যে করেই হোক। বাস্তবিকই তারা ভয়ংকর সব সমস্যা, বুলেট, এমনকী মৃত্যুর মুখোমুখি হয় এই লন্ডন যাবার বেলায়। ট্রেলারে বয়স্ক শাহরুখকে দেখা যায়, যে ছবির গল্প ২৫ বছর পর শেষ করবে বলে কথা দেয়। তাঁর ফ্যানরা স্বাগত জানিয়েছেন ট্রেলারকে এবং রায় দিয়েছেন এই ছবি ব্লকবাস্টার হচ্ছেই। ছবিতে ভিকি কৌশল ক্যামেও চরিত্রে আছেন। অনেকে তাঁকে ট্রেলারের সেরা অংশ বলে চিহ্নিত করেছে। ডানকি-তে এই দুই তারকা ছাড়া আছেন তাপসী পান্নু, বোমান ইরানি প্রমুখ।

চলে গেলেন 'ফ্রেডরিক্স'

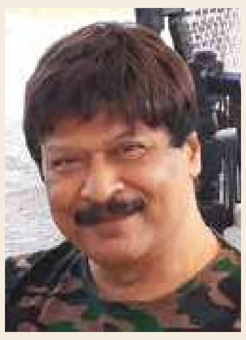

বিখ্যাত ধারাবাহিক সিআইডি-র ফ্রেডরিক্স চলে গেলেন। তাঁর আসল নাম দীনেশ ফারনিশ। গত ২ ডিসেম্বর থেকে তিনি হাসপাতালে ভেন্টিলেশনে ছিলেন। সোমবার মধ্যরাতে হাসপাতালেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৭ বছর। জানা গিয়েছে, মাল্টি অর্গান অকেজো হওয়ার করণেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে।

সিআইডি ধারাবাহিকের এই অভিনেতা খুবই জনপ্রিয় ছিলেন তাঁর কমিক টাইমিংয়ের জন্য, বিশেষ করে এসিপি প্রদ্যুম্নর সঙ্গে তাঁর মজার তর্কাতর্কি দর্শকদের কাছে খুবই প্রিয় হয়ে উঠেছিল। সোমবার খবর রটেছিল দীনেশ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতলে ভর্তি হয়েছেন। তাঁর সহ অভিনেতা দয়ানন্দ শেট্টি, যিনি সিআইডি-তে ইন্সপেক্টর দয়া-র চরিত্রে অভিনয় করতেন, তিনি জানিয়েছিলেন, 'দীনেশ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়নি। ও ভেন্টিলেশনে আছে। চিকিৎসকেরা ওকে পর্যবেক্ষণে রেখেছেন। তবে ওর কী হয়েছে, তা আমি এখন বলব না।' দীনেশ তারক মেহেতা কা উলটা চশমা-তেও নিজের চরিত্র মানে ফ্রেডরিক্স হয়েই এসেছিলেন। এছাড়া, সরফরোশ ছবিতেও তাঁকে দেখা গিয়েছিল আমির খানের সঙ্গে।

সাইক্লোনে আটক আমিরকে উদ্ধার

চেন্নাইয়ে সাইক্লোন মিগজাউম মারাত্মক ক্ষতি করেছে। ভয়ংকর বৃষ্টিতে রাজ্য স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে। সেখানেই জলমগ্ন মানুষদের সঙ্গে কারাপক্কম শহরে আটকে পড়েছিলেন অভিনেতা আমির খান ও বিষ্ণু বিশাল। উদ্ধারকর্মীরা তাঁকে ও বিষ্ণুকে উদ্ধার করেন। বিষ্ণু তাঁর সোশ্যাল মিডিয়ায় এই খবর দিয়েছেন। তিনি দুটি ছবি শেয়ার করেছেন। একটিতে আমির খানকে এবং আর একটিতে তাঁর সঙ্গে বিখ্যাত ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড় জ্বালা গাট্টাকে দেখা যাচ্ছে। বোটের ওপর তাঁরা বসে আছেন। বিশাল ছবিগুলোর সঙ্গে লিখেছেন, 'ফায়ার ও রেসকিউ ডিপার্টমেন্ট আটকে থাকা মানুষদের উদ্ধার করেছেন... তামিলনাড়ুর সরকারকে ধন্যবাদ।'

মনোজদের শুরু

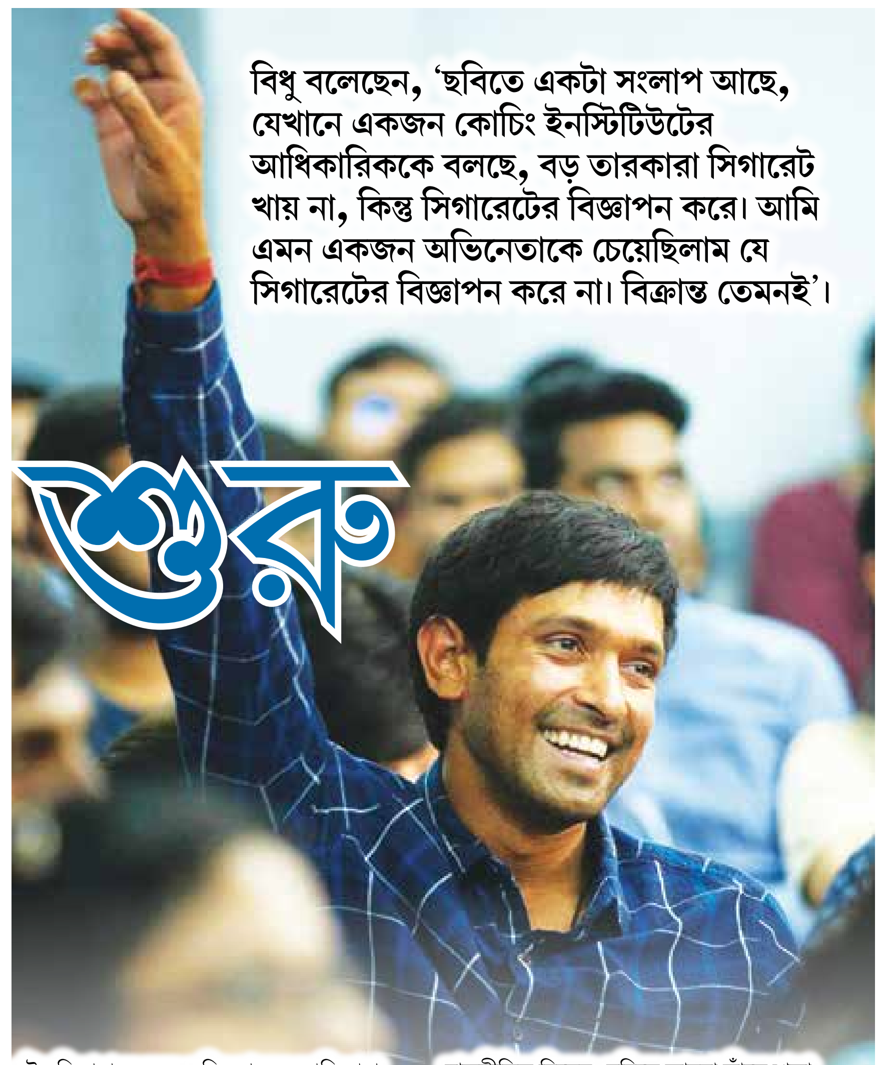

চেনা ভারতের অচেনা ছবি 'টুয়েলভথ ফেল'। হিন্দিমাধ্যমে পড়ে আসা মনোজকুমার শর্মার সরকারি অফিসার হবার সত্যি ঘটনা নিয়ে তৈরি ছবি। অস্কারে পেয়েছে ইন্ডিপেন্ডেন্ট এন্ট্রি।

শবরী চক্রবর্তী

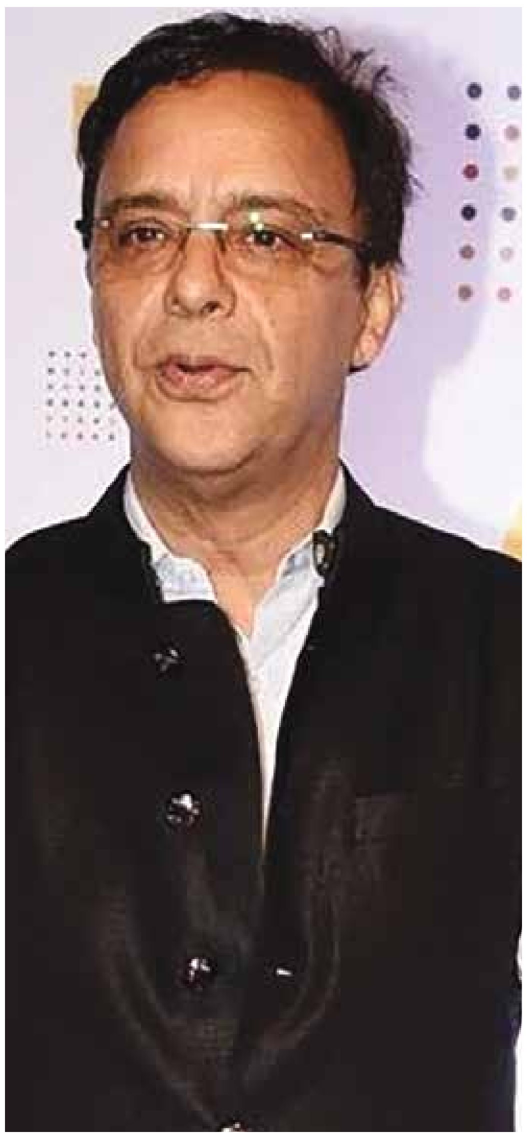

দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা, ছাত্রদের মানসিকতা, তাদের সিস্টেমের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া অথবা মানাতে না-পারা অথবা পুরো শিক্ষা ব্যবস্থাকেই গুলি মেরে শুধু মানবিক হয়ে মানুষের ভিতর মিশে যাওয়া —এসবই পরিচালক বিধু বিনোদ চোপড়ার বরাবরের প্রিয় বিষয়। সিনেমা বানানোর জন্য সামাজিক এই বিষয়ের সঙ্গে শিল্প মিলিয়ে নিজস্ব ব্র্যান্ড তৈরি করেছেন তিনি। সেই ব্র্যান্ডের সাম্প্রতিক উপহার 'টুয়েলভথ ফেল'। মনোজ কুমার শর্মা নামক এক অতি সাধারণ মানুষের যিনি পড়াশোনা করেছেন হিন্দি মাধ্যমে, তাঁর আইপিএস অফিসার হবার জন্য জেদ, লড়াই, ব্যর্থতা এবং তা ঝেড়ে ফেলে আবারও উঠে দাঁড়ানো এবং ঘুরে দাঁড়ানোর ছবি এই 'টুয়েলভথ ফেল'। প্রধান ভূমিকায় বিক্রান্ত মাসে। ছবি এবং তাঁর অভিনয় ভালো রিভিউ পেয়েছে। ছবি ইতিমধ্যেই ৫০ কোটির সীমা পার করে ফেলেছে, তাও এমন সময়ে যখন সলমন খানের 'টাইগার ৩' বাজারে রয়েছে। এর মাঝেই টুয়েলভথ ফেল দৌড়োচ্ছে। ভারতের ভিতরের ছবি আছে এই সিনেমায়। মধ্যবিত্ত-নিম্ন মধ্যবিত্ত ছাত্রছাত্রীদের সরকারি চাকরির জন্য আকাঙ্ক্ষা, মানুষের জন্য কাজ করার ইচ্ছে, তাতে ব্যর্থতা এবং আবার নতুন করে লড়াই করা এবং সাফল্য পাবার এই চলমান ইতিহাসের বিরাট ল্যান্ডস্কেপ পর্দায় ফুটে ওঠা দেখতে মানুষ হলে ভিড় করছেন।

পরিচালক ধন্যবাদ জানিয়েছেন দর্শকদের ছবিকে এই উচ্চতা দেবার জন্য।

আরও খবর, 'টুয়েলভথ ফেল' ২০২৪ সালের অস্কারের জন্য ভারতের ইন্ডিপেন্ডেন্ট এন্ট্রি হিসেবে জমা পড়েছে। এই খবর দিয়েছেন ছবির প্রধান অভিনেতা বিক্রান্ত স্বয়ং।

ছবির বিষয় যতই বাস্তবের হোক, তাতে আত্মা মেশাতে চান বিধু। তিনি পরিচিত হয়েছিলেন রোমান্টিক ছবি করিয়ে হিসেবে। তাতে বিনোদন মেশাতেন, তবে তা শিল্পচেতনার ভেলভেটে মুড়ে। এইজন্য আবার মনোজ শর্মার জীবন নিয়ে ছবি করেছেন, যিনি আইপিএস অফিসার হবার পথে বাধা সরিয়েছেন কোনওভাবেই নিজের সততার ইতিহাসকে কলুষিত না করে। বিধু বলেছেন, 'এই ঘটনা সিনেমার বিষয় হবে কিন্তু তা দেখলে যেন কখনও সিনেমা মনে না হয়, এমনভাবেই এই ছবি বানাতে হবে। ছবির মাধ্যমে আমি সারা দেশের ছাত্রছাত্রীদের বলতে চাই, জীবনে ব্যর্থতা যেন তোমার ভিতরের শক্তিকে নষ্ট করে দিতে না পারে। যে কোনও পরিস্থিতিতে আবার শুরু করার জন্য তোমাকে তৈরি থাকতে হবে। জীবনে হতাশার কোনও জায়গা নেই।'

এই সূত্রেই তিনি মনোজ কুমার শর্মার মতো এক আইপিএস অফিসারের জীবনের গল্প বলতে আগ্রহী হন। তাঁর এই লড়াই নিয়ে উপন্যাস লিখেছেন অনুরাগ পাঠক। বিধু অনুরাগের সঙ্গে এবং বিকাশ দিব্যাকৃতির সঙ্গে মিলে ছবির স্ক্রিপ্ট লেখেন। বিকাশ সিভিল সার্ভিসের পরীক্ষার জন্য ছাত্রছাত্রীদের কোচিং করান। এখানে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এইসব শিক্ষার্থীদের মধ্যে ৩০-৪০ শতাংশ আঞ্চলিক ভাষায় পড়াশোনা করে আসেন। ফলে সারা ভারতের এই সিভিল সার্ভিসের পরীক্ষায় পাশ করা তাদের পক্ষে কতটা কঠিন হয়, তা কম লোকই জানেন। এই অচেনা ছবিটা বিধু টুয়েলভথ ফেল-এ তুলে ধরতে চেয়েছেন। বিধু বলেছেন, 'আমি ক্লাস সিক্সে ইংরেজি অক্ষর চিনেছি। হিন্দিতে সাহিত্য পড়েছি। আমার জীবনের মূল্যবোধ তৈরি হয়েছে আমার বাবা-মার মাধ্যমে। বাবা সামান্য ইনশিয়োরেন্স এজেন্ট। তাঁরা আমার প্রেরণা। আর প্রেরণা পেয়েছি প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়িজির কাছ থেকে। তাঁর কবিতা 'হার নেহি মানুঙ্গা' এই ছবির থিম হয়ে গিয়েছে। হিন্দি মাধ্যম থেকে এসে নিষ্ঠুর না হয়েও যে সেরা হওয়া যায়, তার জ্বলন্ত নজির এই মানুষটি। ছবিতে রাজনীতিকদের একটা অংশকে আমি কী চোখে দেখি, তাও উঠে এসেছে। বাজপেয়িজি একজন রাজনীতিক ছিলেন, ছবিতে আমরা তাঁকে শ্রদ্ধা জানিয়েছি।' ছবির প্রধান ভূমিকায় আছেন বিক্রান্ত মাসে। কেন এমন নির্বাচন?

শিক্ষার্থীদের ৩০-৪০ শতাংশ আঞ্চলিক ভাষায় পড়াশোনা করে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দিতে আসেন। ফলে এই পরীক্ষায় পাশ করা তাদের পক্ষে কতটা কঠিন, তা কম লোকই জানেন। 'টুয়েলভথ ফেল' সেকথাই বলে।

বিধু বলেছেন, 'বিক্রান্ত হয়তো বড় তারকা নয়। কিন্তু এই চরিত্রে ওকেই দরকার ছিল। ছবিতে একটা সংলাপ আছে, যেখানে একজন কোচিং ইন্সটিটিউটের আধিকারিক মনোজকে বলছে, বড় তারকারা সিগারেট খায় না, কিন্তু সিগারেটের বিজ্ঞাপন করে। আমি এমন একজন অভিনেতাকে চেয়েছিলাম যে সিগারেটের বিজ্ঞাপন করে না। নাহলে আমার ছবিটা মিথ্যে মনে হত।'

ছবিতে তাঁর চরিত্র সম্পর্কে বিক্রান্ত বলেছেন, 'এই চরিত্রের জন্য পরিশ্রম করতে হয়েছে কারণ এটি রিয়েল লাইফ ক্যারেক্টার। বিধুজি চম্বলে নিয়ে গিয়ে রোদে পুড়িয়ে আমার চামড়া ট্যান করিয়েছেন। ৮ কেজি ওজন কমাতে হয়েছে। এখনকার ছাত্রছাত্রী সম্পর্কে ধারণা তৈরি করতে হয়েছে। একটা বিশাল সংখ্যক ছাত্রছাত্রী সরকারি চাকরির পরীক্ষায় বসে, তাদের লড়াইটাই পর্দায় তুলে আনতে হয়েছে।'

মনোজের মতোই রিয়েল লাইফ ক্যারেক্টার শ্রদ্ধা যোশি। তিনি আইআরএস অফিসার। ছবিতে তিনিও আছেন। এই চরিত্রে আছেন মেধা শংকর।

'টুয়েলভথ ফেল' পঞ্চম সপ্তাহেও দারুণভাবে দৌড়োচ্ছে। ব্যবসা করেছে ৫০ কোটিরও বেশি এবং এখনও ব্যবসায় মন্দা আসার লক্ষণ নেই।

ছবি এখনও ওটিটি প্ল্যাটফর্মে বিক্রি করেননি বিধু। এর কারণ দেখিয়ে বলেছেন, 'হয়তো কোটি টকার ওপর ক্ষতি হল, কিন্তু আমারই তো টাকা। ছবি ট্যাক্স ফ্রি হতে পারত কিন্তু রাজনীতির আরও একটি কুৎসিত দিক উঠে এসেছে ছবিতে, সেই জন্যই ট্যাক্স ফ্রি হবে না।'

মুন্নাভাই 'নকল' ডাক্তার হয়ে রোগ সারিয়েছিল। মনোজ 'আসল' অফিসার হয়েছে। মুন্না শেষ করে ফেলেছে। মনোজ শুরু করেছে। মুন্নাভাইদের যেখানে শেষ, সেখানেই তো—

মনোজদের শুরু!

'KIFF নয় ভেবেছিলাম KISS', উৎসব জমিয়ে দিলেন সলমন

কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের এবার ২৯-এ পা। নেতাজি ইন্ডোরে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রথমবার মঞ্চে হাজির ছিলেন সলমান খান। রীতিমতো 'দাবাং' মেজাজে মঞ্চ দাপিয়ে বেড়ান তিনি। রাখঢাক না করেই বলেন, তিনি প্রথমে ভেবেছিলেন কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসবের আসল নাম হল 'কিস'। এমন বক্তব্যে স্বাভাবিক ভাবে দর্শকদের মধ্যে হাসির তুফান ওঠে। ভাইজানের কথায়, 'আশ্চর্যের বিষয় হল, কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসবের নাম প্রকৃতপক্ষে কিফ, কিন্তু আমি ভেবে বসেছিলাম কিস। প্রথমে ভেবেছিলাম, বাহ! কি দারুণ নাম! কিন্তু না এটা কিস নয়। দূর থেকে পড়েছিলাম, তাই বোধহয় ভুল পড়েছিলাম।'।

এখানেই থেমে থাকেননি সলমন। তিনি যোগ করেন, 'এখানে এসে আমি খুবই খুশি, খুবই এনজয় করছি।' তাঁকে দেখে অত্যুৎসাহী দর্শকদের হইহল্লা এবং গলা ফাটাতে দেখে তিনি বলেন, 'এভাবেই আপনারা চেঁচাতে থাকুন, যাতে আমাকে কথা বলতে না হয়, কারণ আমার বলার আর কিছু নেই। এখানে উপস্থিত প্রায় সবাই আমার সিনিয়র। আমার বলার কথাগুলো ওঁরাই বলে দিয়েছেন। যা যা বলব বলে ভেবে এসেছিলাম, সব ওরা বলে দিয়েছেন। 'কেমন আছেন?' ব্যস, এইটুকুই বলতে চাই'।

একইসঙ্গে মেগাস্টার যোগ করেন, 'এই ফেস্টিভ্যালে ২১৯ ফিল্ম দেখানো হবে। ২৩টি সিনেমা হলে দর্শকরা তা দেখবেন। এটা আমার দেখা সবচেয়ে বড় ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল।' ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল থেকে সলমন এরপর সোজা মুখ্যমন্ত্রী প্রসঙ্গে কথা বলতে শুরু করেন। বলেন, 'আমি শুনেছিলাম, দিদির বাড়ি অনেক ছোট। আমি সেটাই দেখতে গিয়েছিলাম। আমার ছোট ঘর, তার মধ্যে আমার মা বাস্তু মেনে সব এদিক-ওদিক করে রাখেন। একদিন বাবা বলেন, এবার একটা পজিশনই বাকি আছে। বিছানাটা লম্বা করে রাখো, যাতে তোমার ছেলে এসে দাঁড়িয়ে শুতে পারে। আবার উঠে কাজে যেতে পারে। তাই আমি দেখতে গিয়েছিলাম দিদির বাড়ি। গিয়ে দেখলাম, আমার ঘরের থেকেও ছোট। আমি সত্যিই ঈর্ষান্বিত হয়েছি যে কী করে এমন গুরুত্বপূর্ণ পদের কোনও ব্যক্তি এত ছোট ঘরে থাকতে পারে! উনি আমায় শিখিয়েছেন কীভাবে সাধারণভাবে থাকতে হয়'।

উল্লেখ্য, কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসবের উদ্বোধনে হাজির ছিলেন সলমান খানের পাশাপাশি অনিল কাপুর, মহেশ ভাট, শত্রঘ্ন সিনহা, সোনাক্ষী সিনহা, সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় সহ বহু উজ্জ্বল মুখ। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে উৎসবের সূচনা করেন সলমান খান। ভাইজানের উৎসাহ-উদ্দীপনায় উৎসবের থিম সঙে তাঁর সঙ্গে পা মেলান মুখ্যমন্ত্রী সহ অনিল কাপুর, শত্রুঘ্ন সিনহা, সোনাক্ষী সিনহা প্রমুখ।

উৎসবের সাত দিনে নন্দন চত্বর সহ ২৩টি সিনেমা হলে ৩৯টি দেশের ২১৯টি সিনেমা দেখানো হবে। এবছর ফোকাস কান্ট্রি স্পেন। সিনেমার ফোকাস অস্ট্রেলিয়া।

কাজ পাইনি তরুণ মজুমদার, মৃণাল সেনের ছবিতে

কলকাতায় এসে বললেন অনিল কাপুর। কলকাতার ২৯তম চলচ্চিত্র উৎসবে তিনি অন্যতম অতিথি। ৪৪ বছর আগে প্রথমবার কলকাতায় এসেছিলেন। তখন তিনি নতুন, কাজ খুঁজে বেড়াচ্ছেন। আজ তিনি সফল নায়ক, ব্যস্ত অভিনেতা, পরপর ছবি করছেন। তবু সেদিনের সেই 'নতুন অভিনেতা' অনিলকে আজও মনে আছে তাঁর। কথায় কথায় বললেন, 'তখন তরুণ মজুমদার হিন্দিতে বালিকা বধূ বানাচ্ছেন। এই ছবির জন্য অডিশন দিয়েছিলাম রীতিমতো ধুতি পরে। পাশ করতে পারিনি। মৃণাল সেন আর অপর্ণা সেনের কাছেও রোল চেয়েছিলাম। পাইনি।' অনিল জানিয়েছেন, কলকাতায় লুচি-মাংস অবশ্যই খাবেন, তবে মেপে, কারণ সকলেই জানেন তিনি স্বাস্থ্য সম্পর্কে খুবই সচেতন। কলকাতায় পাঁচতারা হোটেলে কলকাতার বন্ধুদের নিয়ে আড্ডা দিলেন তিনি, সঙ্গে অভিনেত্রী ঋতুপর্ণা সেনগুপ্তও ছিলেন। ঋতু বলেন, তিনি অনিল-মাধুরীকে আবার পর্দায় দেখতে চান বলে জানিয়েছেন। অনিল তাঁর ছবি এবং অভিনয় নিয়েও জিজ্ঞাসা করছেন, তাঁর কাজের প্রশংসাও করেছেন। ঋতু বলেন, 'খুব ভালো সময় কাটল। ওঁর কাজ ওয়ার্ল্ড ক্লাস।'

আবার আসছে সিল্ক স্মিতার বায়োপিক

তামিল ও তেলুগু ছবির কুইন অফ সেনসুয়ালিটি অভিধায় বিখ্যাত অভিনেত্রী সিল্ক স্মিতার বায়োপিক হচ্ছে পুনরায়। পরিচালক জয়ারাম। খোলামেলা এবং পর্দায় আগুন জ্বালানো এই অভিনেত্রীর চরিত্রে অভিনয় করবেন চন্দ্রিকা রবি। ভারতীয় বংশোদ্ভূত চন্দ্রিকা একজন অভিনেত্রী, নৃত্যশিল্পী এবং মডেল। তিনি অস্ট্রেলিয়াতে জন্মেছেন। পড়াশোনাও ওখানে। তারপর অভিনয় নিয়ে পড়াশোনার জন্য আমেরিকায় চলে গিয়েছিলেন। তাঁর পরিচিতি হয় ২০১৮ সালের কমেডি ছবি ইরুত্তু আরাইল মুরত্তু কুত্থু থেকে। সম্প্রতি তাঁকে ভীরা সিমহা রেড্ডি নামের তেলুগু ছবিতে দেখা গিয়েছে। এর আগে ২০১১ সালে মিলন লুথারিয়া পরিচালিত ছবি ডার্টি পিকচার সিল্ক স্মিতার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছিল। ২ ডিসেম্বর ছবি মুক্তি পায় বিশ্বজুড়ে, এই দিনই সিল্কের জন্মদিন। বিদ্যা বালান, ইমরান হাশমি, নাসিরুদ্দিন শাহ, তুষার কাপুর প্রমুখ রয়েছেন এই ছবিতে। তুমুল জনপ্রিয়তার পাশাপাশি ছবিটি বিশ্বজুড়ে ১১৭ কোটি টাকা ব্যবসাও করেছিল।

ফাইটারে দীপিকার লুক

ফাইটার ছবিতে দীপিকা পাড়ুকোনের চরিত্র মিনাল রাঠোর-এর 'লুক' প্রকাশ্যে এল। ছবিতে তিনি স্কোয়াড্রন লিডার বা আর্মি হেলিকপ্টার পাইলট। ফ্যানরা আপ্লুত তাঁকে দেখে। নানা মন্তব্যের মধ্যে কেউ কেউ তাঁর ছবিতে হার্ট ও আগুনের ইমোজি পাঠিয়ে সেই ছবি শেয়ার করেছেন। তিনি এই লুক তাঁর সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্টে পোস্ট করেছেন।

পোস্টারে দেখা যাচ্ছে, তিনি সোজা তাকিয়ে আছেন ক্যামেরার দিকে, চোখে রোদচশমা, তাঁর কঠিন ব্যক্তিত্ব প্রকাশ পাচ্ছে এই পোশাকে এবং দৃষ্টিতে।

টিম তারাদের কথা মহুয়া বন্দ্যোপাধ্যায়, শবরী চক্রবর্তী, রমাপদ পাহাড়ি ফেসবুক পেজ www.facebook.com/taraderkatha

আবার বললেন সৌরভ

বিরাটকে নেতৃত্ব থেকে সরাইনি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৫ ডিসেম্বর : কিছু ঘটনা চিরকালীন। কিছু বিষয় শেষ হয়েও শেষ হয় না!

ঠিক যেমন ভারতীয় ক্রিকেটে বিরাট কোহলি বনাম সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়।

ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের সভাপতি থাকার সময়ই বিরাট টিম ইন্ডিয়ার নেতৃত্ব ছেড়েছিলেন। সেই সময় থেকেই সৌরভ বনাম কোহলি নিয়ে বিস্তর জল্পনা রয়েছে ভারতীয় ক্রিকেটে। কে ঠিক, কে মিথ্যা বলেছিলেন সেদিন- এখনও অজানা দুনিয়ার। কিন্তু তার মধ্যেই প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক সৌরভ অনেক আগেই স্পষ্ট করেছিলেন, বিরাটকে তিনি নেতৃত্ব থেকে সরাননি।

ফের সেই একই কথার পুনরাবৃত্তি করতে হল আজ মহারাজকে। দাদাগিরির মঞ্চে মহারাজ ফের কোহলিকে নিয়ে সরব হলেন। অতীতের তিক্ত বিষয় নিয়ে নতুনভাবে তিনি ঘোষণা করে দিলেন, 'আগেও অনেকবার বলেছি, আজ আবার বলছি, বিরাটকে আমি নেতৃত্ব থেকে সরাইনি। ও নিজে আর নেতৃত্বে আগ্রহী ছিল না। সেটা জানার পর ওকে বলেছিলাম, তুমি যখন আগ্রহী নও, তখন টি২০-র পাশে সাদা বলের ক্রিকেটের নেতৃত্বই ছেড়ে দাও। কোথাও একটা আমার মন্তব্যের ভুল ব্যাখ্যা হয়েছে।'

বিরাট টিম ইন্ডিয়ার নেতৃত্ব থেকে সরে যাওয়ার পরই রোহিত শর্মা ভারতীয় দলের অধিনায়ক হয়েছিলেন। কিন্তু শুরুতে হিটম্যান রাজি ছিলেন না। তাঁকে রাজি করানোর নেপথ্যেও রয়েছেন মহারাজ। সৌরভ আগেও জানিয়েছিলেন, রোহিতকে জাতীয় দলের নেতৃত্বের জন্য রাজি করাতে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দীর্ঘসময় আলোচনা করেছিলেন। ফের সেই একই কথা নতুনভাবে তুলে ধরে মহারাজ দাদাগিরির মঞ্চে বলেছেন, 'রোহিত শুরুতে জাতীয় দলের অধিনায়কত্ব করার ব্যাপারে খুব একটা আগ্রহী ছিল না। সেই সময় আমি ওর সঙ্গে কথা বলি। ওকে রাজি করাই। মনে রাখবেন, বিসিসিআই সভাপতি হিসেবে জাতীয় দলকে সঠিক দিশা দেখানোর দায়িত্বও সেই সময় আমার ছিল। ঠিক সেই চেষ্টাই করেছিলাম আমি।'

নিন্দুকেরা বলে থাকেন, সেই ঘটনার সময় থেকেই সৌরভ বনাম কোহলি সম্পর্কের রসায়ন এমন পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল, যা আজও বদলায়নি। এমনকি দুজনের মধ্যে কথাবার্তাও নেই বলেই খবর। যদিও সৌরভ বা কোহলি, কেউই স্পর্শকাতর ও বিতর্কিত বিষয় নিয়ে কোনও মন্তব্য করেননি আজ পর্যন্ত। যদিও কোহলি-সৌরভ নিয়ে জল্পনা আজও ভারতীয় ক্রিকেটের অন্দরমহলে প্রবলভাবেই রয়েছে। থাকবেও আগামীদিনে।

কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে অভিনেত্রী শ্রাবন্তী চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। মঙ্গলবার। ছবি : ইনস্টাগ্রাম

অনুষ্টুপের শতরানে প্রি-কোয়ার্টারে বাংলা

বাংলা-২৪২/৯ পাঞ্জাব-১৯০

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৫ ডিসেম্বর : চ্যাম্পিয়নরা এভাবেই সঠিক সময়ে জ্বলে ওঠেন। জানেন কখন পারফর্ম করতে হয়। অনুষ্টুপ মজুমদার প্রমাণ করে দিল, ওর মধ্যে এখনও অনেক ক্রিকেট বাকি।

করণ লাল আগামীর বাংলা ক্রিকেটের তারকা। ওর মধ্যে বড় মঞ্চে সফল হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। শুধু আর একটু সময় দিতে হবে ওকে।

সাফল্যের কৃতিত্ব পুরো দলেরই। আজ পাঞ্জাবকে হারিয়ে বিজয় হাজারে ট্রফির প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে ওঠার পর ছেলেদের বলেছি, আবেগে ভেসে যাওয়ার কিছুই ঘটেনি। এখনও পথ চলার অনেক বাকি। সামনে আরও কঠিন চ্যালেঞ্জ।

বক্তার নাম লক্ষ্মীরতন শুক্লা। পরিচয় সবারই জানা। মুম্বইয়ের থানের মাঠে পাঞ্জাবকে ৫২ রানে হারিয়ে বিজয় হাজারে ট্রফির প্রি-কোয়ার্টার ফাইনাল নিশ্চিত করার কিছু সময় পর বাংলার কোচকে যখন ফোনে ধরা গেল, এভাবেই আগামীর বার্তা দিয়ে রাখলেন লক্ষ্মীরতন। কঠিন পরিস্থিতিতে টসে হেরে ব্যাট করতে নেমে পাঞ্জাবের বিরুদ্ধে ম্যাচে শুরুতেই চাপে পড়ে গিয়েছিল বাংলা দল। সেখান থেকে দলের হাল ধরেন অভিজ্ঞ অনুষ্টুপ। ১১৬ বলে করা তাঁর অপরাজিত ১১১ রানের ইনিংস সাম্প্রতিককালে সাদা বলের ক্রিকেটে বাংলার সেরা। কোচ লক্ষ্মীরতনের কথায়, 'রুকু (অনুষ্টুপের ডাকনাম) একাই দুই দলের মধ্যে ফারাক গড়ে দিয়েছে। আর ব্যাট হাতে করণ লাল দারুণ সাহায্য করল ওকে।' সপ্তম উইকেটের জুটিতে অনুষ্টুপ-করণের ১৪৫ রানের পার্টনারশিপে ভর দিয়ে নির্ধারিত ৫০ ওভারে ২৪২/৯ করেছিল বাংলা। জবাবে রান তাড়া করতে নেমে রানরেট ভালো করে নক আউটের লক্ষ্যে থাকা পাঞ্জাব আগ্রাসী ব্যাটিং করতে গিয়ে ডুবে গেল। বাংলার বোলারদের দাপটের সামনে শেষ পর্যন্ত ১৯০ রানে অলআউট হয়ে ৫২ রানে ম্যাচ হারল পাঞ্জাব। রাজকোটে আগামী ৯ ডিসেম্বর গুজরাটের বিরুদ্ধে বিজয় হাজারে ট্রফির প্রি-কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচ খেলবেন অনুষ্টুপরা।

> উইকেট ব্যাটিংয়ের জন্য খুব একটা সহজ ছিল না। জানতাম, একটা দিক ধরে রাখতে পারলে রান করা সম্ভব। সেটাই করেছি। করণও দারুণভাবে সাহায্য দিয়ে গেল।
> -অনুষ্টুপ মজুমদার

ক্রিকেট বরাবরই মহান অনিশ্চয়তার খেলা। তাই পরিস্থিতির কথা ভেবে আগামীর লক্ষ্যে আজ অতিরিক্ত ব্যাটার নিয়ে প্রথম একাদশ গড়েছিল বাংলা টিম ম্যানেজমেন্ট। দুই ওপেনার শাকির হাবিব গান্ধি (০), অভিষেক পোড়েলরা (৯) রান পাননি আজ। তিন নম্বরে নেমে অধিনায়ক সুদীপ ঘরামিও (২৬) ব্যর্থ। একসময় ৮৫ রানে ৬ উইকেট হারিয়ে প্রবল চাপে পড়ে গিয়েছিল বাংলা দল। সেখান থেকেই দলকে ভরসা দিলেন অনুষ্টুপ-করণরা (৬৬)। মূলত তাঁদের ব্যাটে ভর দিয়েই ২৪২/৯-এর ভদ্রস্থ, তথা লড়াকু স্কোরে পৌঁছে গিয়েছিল বাংলা দল। জবাবে রান তাড়া করতে গিয়ে অভিষেক শর্মা (১৬), মনদীপ সিংরা (২৭) চেষ্টা করেছিলেন ঠিকই। কিন্তু মহম্মদ কাইফ (৩১/২), শাহবাজ আহমেদ (৫৩/৩), আজই অভিষেক হওয়া কৌশিক মাইতিদের (৩৬/৩) সামনে তাঁদের লড়াই ব্যর্থ হয়। সন্ধ্যার দিকে মুম্বইয়ে বাংলা ক্রিকেটের 'ক্রাইসিসম্যান' অনুষ্টুপের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেছেন, 'উইকেট ব্যাটিংয়ের জন্য খুব একটা সহজ ছিল না। জানতাম, একটা দিক ধরে রাখতে পারলে রান করা সম্ভব। সেটাই করেছি। করণও দারুণভাবে সাহায্য দিয়ে গেল।'

বিজয় হাজারে ট্রফি

কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লার সঙ্গে বাংলার জয়ের দুই নায়ক- করণ লাল (বাঁয়ে) ও অনুষ্টুপ মজুমদার। মঙ্গলবার থানেতে পাঞ্জাবকে হারানোর পর।

তাড়াহুড়ো করতে নারাজ ভারতীয় বোর্ড

হার্দিকের জন্য ১৮ সপ্তাহের বিশেষ রুটিন

বেঙ্গালুরু, ৫ ডিসেম্বর : হার্দিক পান্ডিয়াকে মাঠে ফেরাতে বিশেষ উদ্যোগ। তাড়াহুড়ো করতে নারাজ ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড। ঝুঁকি এড়াতে ১৮ সপ্তাহের দীর্ঘমেয়াদি বিশেষ রুটিন তৈরি করা হল হার্দিকের জন্য। সেই মাফিক বাড়তি নজর থাকবে ফিটনেসের ওপর।

বিশ্বকাপে বাংলাদেশ ম্যাচে (১৯ অক্টোবর) চোট পান। তারপর থেকে মাঠের বাইরে। আসন্ন দক্ষিণ আফ্রিকা সফরের কোনও দলে নেই। খবর, আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে হোম সিরিজে হয়তো ফিরতে পারেন হার্দিক। যে লক্ষ্যে ১৮ সপ্তাহের হাই পারফরমেন্স প্রোগ্রাম তৈরি করেছে এনসিএ।

আগামী মার্চ পর্যন্ত দৈনন্দিন রুটিন। এরমাধ্যমে হার্দিকের শারীরিক অবস্থা প্রতিদিন পর্যবেক্ষণ করা হবে। কার্ডিও, স্ট্রেংথ ট্রেনিং, বিশ্রাম, রিকভারি, ফাংশনাল ট্রেনিং-সবকিছুই বেঁধে দেওয়া হয়েছে এই রুটিনে। অতীতে জসপ্রীত বুমরাহ, লোকেশ রাহুলদের জন্যও এই ধরনের পদক্ষেপ করেছে এনসিএ। এবার হার্দিক।

ফাইনালে ঘরের মাঠে বিশ্বজয়ের স্বপ্ন ভঙ্গ। ক্ষতে প্রলেপ দিতে টি২০ বিশ্বকাপ আপাতত পাখির চোখ। লক্ষ্যপূরণে সর্বশক্তি নিয়ে ঝাঁপাতে বদ্ধপরিকর ভারত। হার্দিক পান্ডিয়ার ভূমিকা নিশ্চিতভাবেই গুরুত্বপূর্ণ। বোর্ড চাইছে তার আগেই প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেটে হার্দিককে ফেরাতে।

বোর্ডের এক শীর্ষ আধিকারিক জানান, টি২০ ফর্ম্যাটে হার্দিকের যোগ্যতা প্রশ্নাতীত। দলের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। সেকথা মাথায় রেখে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে হার্দিকের ফিটনেস নিয়ে। বোর্ড চাইছে একশো ভাগ ফিট করেই ওকে মাঠে ফেরানো নিশ্চিত করতে। বিশেষ রুটিন সেই ভাবনার ফসল।

গত কয়েক বছর ধরেই চোটআঘাত ভোগাচ্ছে হার্দিককে। পিঠের অস্ত্রোপচারের ধাক্কা কাটিয়ে লম্বা প্রতীক্ষার পর মাঠে ফিরেওছিলেন। বাংলাদেশ ম্যাচে ফের চোট। আশা করা হয়েছিল বিশ্বকাপের শেষদিকেই হয়তো মাঠে নেমে পড়বেন। কিন্তু তা হয়নি। বোর্ড চাইছে আফগানিস্তানের হোম সিরিজে হার্দিককে ফেরাতে। তবে অপর একটি সূত্রের দাবি, আইপিএলেই হয়তো প্রত্যাবর্তন ঘটবে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বোর্ডের এক কর্তা আবার দাবি করেছেন, পিঠের সমস্যা পুরোপুরি ঠিক হয়ে গিয়েছিল। বাংলাদেশ ম্যাচের চোটটা আলাদা। দুইটি চোটের মধ্যে কোনও যোগসূত্র নেই। কামব্যাকের পর ছন্দেও ছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য হার্দিক, ভারতের। ফের চোট পেয়ে বসল।

চোট থাকলেও দাদা ক্রুণালের সঙ্গে হাসিখুশি হার্দিক পান্ডিয়া।

বিশ্বকাপ আক্ষেপ যায়নি গিলের

মধ্যরাতে দক্ষিণ আফ্রিকার পথে দল

বেঙ্গালুরু, ৫ ডিসেম্বর : নতুন লক্ষ্য। নতুন চ্যালেঞ্জ।

মঙ্গলবার মাঝরাতে যে উদ্দেশ্যে দক্ষিণ আফ্রিকা উড়ে গেল ভারতীয় ক্রিকেট দল। টি২০, ওডিআই এবং টেস্ট। পূর্ণাঙ্গ সফরে তিন সিরিজেই প্রোটিয়া ব্রিগেডের মুখোমুখি হবে টিম ইন্ডিয়া। ১০ ডিসেম্বর প্রথম টি২০ ম্যাচ। তিন ম্যাচের যে সিরিজের অংশ নিতে বেঙ্গালুরু থেকে রাত ২টা নাগাদ দল রওনা দেয়।

বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মাদের অনুপস্থিতিতে তারুণ্যের আধিক্য টি২০ টিমে। যশস্বী জয়সওয়াল, রুতুরাজ গায়কোয়াড়, তিলক ভার্মা, রিঙ্কু সিংদের ভিড়ে রয়েছেন শুভমান গিলও। দক্ষিণ আফ্রিকার বাউন্সি উইকেটে প্রতিপক্ষের পেস-শক্তির বিরুদ্ধে গিলের ব্যাট নিশ্চিতভাবে ভরসার জায়গা।

মিশন দক্ষিণ আফ্রিকার নতুন লক্ষ্যে নামার প্রাক্কালে গিলের মন যদিও ওডিআই বিশ্বকাপের ফাইনাল-হারেই আটকে। তরুণ ওপেনারের অকপট স্বীকারোক্তি, গোটা বছর ভালো কাটলেও, কাপ হাতছাড়া সেই ফুরফুরে মেজাজটাই বিগড়ে দিয়েছে। প্রসঙ্গত, চলতি বছরের গোড়া থেকেই ছন্দে শুভমান। ২৯টি ম্যাচে ৬৩.৩৬ গড়ে ১৫৮৪ রান করেছেন। কিন্তু সবকিছুর মধ্যে কাপ হাতছাড়ার আক্ষেপ।

অভিনেতা অনশুল গর্গ, ডিরেক্টর রাঘব শর্মার সঙ্গে ছুটি কাটাচ্ছেন শুভমান গিল।

শুভমান বলেন, 'আমার জন্য দুর্দান্ত বছর। কিন্তু বিশ্বকাপ হাতছাড়া পুরো মুডটাই নষ্ট করে দিয়েছে। অবশ্য সামনের বছরেই আরও একটা বিশ্বকাপ। আমরা সবাই এখন সেদিকে তাকিয়ে। বিশ্বকাপের পাশাপাশি অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজ রয়েছে। দক্ষিণ আফ্রিকা সফর তো রয়েইছে। আমাদের জন্য অস্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকা টেস্ট সিরিজই নিঃসন্দেহে বড় চ্যালেঞ্জ।'

শুভমানের মুকুটে এবার আইপিএল অধিনায়কের পালকও। গুজরাট টাইটান্স থেকে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সে হার্দিক পান্ডিয়া যোগ দিয়েছেন। শূন্যপদে শুভমানকেই অধিনায়ক হিসেবে বেছে নিয়েছে গুজরাট। বছর চব্বিশের গিলের জন্য বড় দায়িত্ব। যে প্রসঙ্গে বলেছেন, 'গুজরাট টাইটান্সের মতো দলকে নেতৃত্ব দেওয়া গর্বের। আমি মুখিয়ে আছি। আশাকরি অনেক কিছু শেখার সুযোগ হবে। অভিজ্ঞতা আর শিক্ষাটা কাজে লাগিয়ে নিজেকে আরও উন্নত করতে সক্ষম হব।'

বিশ্বের একনম্বর র‍্যাংকিং ওডিআই ব্যাটার গিল আপাতত মুখিয়ে টি২০ সিরিজের দিকে। জানান, বিশ্বকাপের পর মাঝে ছুটির মাঝেও ফিটনেস নিয়ে পরিশ্রম করেছেন। গত ৮-৯ দিন ২-৩ ঘণ্টা জিম করেছেন। আশাবাদী ১০ তারিখ প্রথম টি২০ ম্যাচ থেকেই নিজের কাজ শুরু করে দিতে পারবেন।

ওয়ার্নারকে কটাক্ষের কারণ ফাঁস জনসনের

মেলবোর্ন, ৫ ডিসেম্বর : পারথে ১৪ ডিসেম্বর পাকিস্তানের বিরুদ্ধে তিন ম্যাচের টেস্ট সিরিজের প্রথমটিতে মুখোমুখি হবে অস্ট্রেলিয়া। তবে প্যাট কামিন্সদের প্রস্তুতি নয়, অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট সমাজ আপাতত সরগরম মিচেল জনসনকে নিয়ে। তারকা ওপেনার ডেভিড ওয়ার্নারের জন্য বিদায়ি টেস্ট সিরিজের মঞ্চ সাজিয়ে দেওয়ায় দিন দুয়েক আগে ক্ষোভে ফেটে পড়েছিলেন জনসন। ওয়ার্নারকে এহেন আক্রমণের কারণ মঙ্গলবার ফাঁস করলেন প্রাক্তন অজি পেসার।

জনসন জানিয়েছেন, ওয়ার্নারের উপর রাগের কারণ লুকিয়ে আছে এপ্রিল মাসের একটি মেসেজে। ওয়ার্নারের সেই মেসেজে নাকি খুব খারাপ কথা লেখা ছিল। ওয়ার্নারের প্রাক্তন সতীর্থ জনসন বলেছেন, 'ওয়ার্নারের থেকে একটি মেসেজ পেয়েছিলাম আমি। সেটা ব্যক্তিগত মেসেজ ছিল। আমি তারপর ওর সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু তা সম্ভব হয়নি। সেটাই হয়তো আমাকে ওয়ার্নারের বিরুদ্ধে কথা বলার জন্য তাতিয়ে দিয়েছিল। সত্যি বলতে, ওয়ার্নারের মেসেজটি আমার ভালো লাগেনি। সেখানে এমন কিছু বলা হয়েছিল যা সঠিক নয়। কী কথা হয়েছিল সেগুলি বলব না। ওয়ার্নার তা নিয়ে কথা বলবে কি না, সেটা ওর ব্যাপার। কিন্তু সেই মেসেজে এমন কিছু লেখা ছিল যা দেখে আমি হতাশ হয়েছিলাম।'

অনুশীলনে ঝগড়া সরফরাজ-শাকিলের

নতুন অধিনায়ক, ম্যানেজমেন্ট এলেও পাকিস্তান ক্রিকেট রয়েছে সেই আগের অবস্থাতেই। বুধবার থেকে প্রধানমন্ত্রী একাদশের বিরুদ্ধে চারদিনের প্রস্তুতি ম্যাচ খেলবে পাকিস্তান। তার আগে মঙ্গলবার অনুশীলনের মাঝে ঝামেলায় জড়ালেন প্রাক্তন অধিনায়ক সরফরাজ আহমেদ ও ব্যাটার সাউদ শাকিল। ঠিক কী বিষয় নিয়ে দুইজনের মধ্যে কথা কাটাকাটি হয়েছে বোঝা যায়নি। তবে শাকিলকে বলতে শোনা যায়, 'কতদিন আর আমাকে দিয়ে কাজ করাবে?' জবাবে সরফরাজ বলেন, 'তোমাকে আমি কোনওদিন কিছু করতে বলিনি। কাউকে কিছু বলতেও বলিনি। যাঁর সঙ্গে কথা বলার তাঁর সঙ্গেই বলেছি।' দুইজনের এদিনের ঝামেলা টেস্ট সিরিজে পাক ড্রেসিংরুমে প্রভাব ফেলে কি না সেটাই দেখার।

সোনার ছেলে বেলিংহাম

তুরিন, ৫ ডিসেম্বর : সেরা অনূর্ধ্ব-২১ ফুটবলারের শিরোপা কোপা ট্রফি জয় করেছিলেন। এবার ইউরোপের সেরা অনূর্ধ্ব-২১ ফুটবলার নির্বাচিত হয়ে গোল্ডেন বয় অ্যাওয়ার্ড জয় করলেন জুডে বেলিংহাম। তাঁর প্রাপ্ত ভোট ৪৮৫। যা মোট ভোটের ৯৭ শতাংশ। ওয়েন রুনি ও রাহিম স্টার্লিংয়ের পর গোল্ডেন বয় নির্বাচিত হওয়া তৃতীয় ইংলিশ ফুটবলার বেলিংহাম। শুধু তাই নয়, রিয়াল মাদ্রিদের ইতিহাসে প্রথম গোল্ডেন বয় হওয়ার নজিরও গড়লেন তিনি। চলতি মরশুমেই বরুসিয়া ডর্টমুন্ড ছেড়ে লস ব্লাঙ্কোস শিবিরে নাম লেখান বেলিংহাম। রিয়ালের হয়ে ১৭টি ম্যাচে ১৫টি গোল ও ৪টি অ্যাসিস্ট রয়েছে তাঁর। শিরোপা জয়ের পর জুডে জানালেন, ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড ও ইংল্যান্ড কিংবদন্তি রুনি তাঁর বাল্যসময়ের থেকে অনুপ্রেরণা। যদিও জয়ের পর তিনি মনে করছেন, জামাল মুসিয়ালা, রাসমুস হোজলুন্ড, লেভি কলউইন ও ওয়ারেন জাইরে-এমেরি এবছর শিরোপা জয়ের যোগ্য। আয়োজকদের তরফে শিরোপার ভবিষ্যৎ বিজেতা নিয়ে করা প্রশ্নে জুডে বলেছেন, 'আমি তিনটি নাম বলব। প্রথমে আরদা গুলের। ও অসাধারণ খেলোয়াড়। আমরা ওকে নিয়ে অনেক উচ্ছ্বসিত। এছাড়া আমার পুরোনো সতীর্থ বরুসিয়ার জেমি বাইনো-গিটেন্স। এবং সবশেষে আমার ভাই জোবে (বেলিংহাম)।'

ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রথম টি২০ ম্যাচে নামার আগে জগিংয়ে দীপ্তি শর্মার সঙ্গে খোশমেজাজে শিলিগুড়ির রিচা ঘোষ। মঙ্গলবার মুম্বইয়ে।

স্মৃতিদের থেকে ভয়ডরহীন ক্রিকেট চাইছেন অমল

মুম্বই, ৫ ডিসেম্বর : রাত পেরোলেই ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে তিন ম্যাচের টি২০ সিরিজে নামছে ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দল। সিনিয়ার দলের হেড কোচ হিসেবে নতুন ইনিংস শুরু করতে চলেছেন অমল মুজুমদার। বুধবার ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে প্রথম ম্যাচে নামার আগে স্মৃতি মান্ধানা, হরমনপ্রীত কাউরদের ভয়ডরহীন ক্রিকেট খেলার ডাক দিলেন তিনি। মঙ্গলবার সাংবাদিক সম্মেলনে অমল বলেছেন, 'আমি আক্রমণাত্মক ক্রিকেট ভালোবাসি। স্মৃতি, হরমনদের থেকেও এই ধরণের ক্রিকেট আশা করছি। শেফালি ভার্মা, জেমিমা রডরিগেজ আগে থেকেই আগ্রাসী ব্যাটিং করে। ওদের বলেছি, নিজেদের ক্রিকেটের ধরণ যেন না বদলায়। আগামী বছর টি২০ বিশ্বকাপ রয়েছে। ফলে ইংল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়া সিরিজ খুবই গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে।' ইংল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়া সিরিজে ভারতীয় মহিলা দলের বোলিং কোচ হয়েছেন ট্রয় কুলি।

ঈশানকে নিয়ে 'খেলা' চলছে, অভিযোগ জাদেজার

নয়াদিল্লি, ৫ ডিসেম্বর : কখনও দলে, কখনও বাদ। আবার সুযোগ পেলেও নির্দিষ্ট কোনও ব্যাটিং অর্ডার নেই। ভালো খেলার পরও টিম কম্বিনেশনের অজুহাতে ঈশান কিষানকে রিজার্ভ বেঞ্চে বসিয়ে রাখা হচ্ছে একের পর এক ম্যাচে। আজ যা নিয়ে নির্বাচক, টিম ম্যানেজমেন্টের বিরুদ্ধে তোপ দাগলেন অজয় জাদেজা। প্রাক্তন তারকার মতে, সদ্যসমাপ্ত অজি সিরিজে পাঁচটা ম্যাচে খেলিয়ে ঈশানকে সেট হওয়ার সুযোগ দেওয়া উচিত ছিল। যদিও উলটোটাই দেখা গিয়েছে।

বিশ্বকাপে আফগানিস্তানের মেন্টর হিসেবে সফল জাদেজার দাবি, ভারতীয় ক্রিকেটে হাতেগোনা কয়েকজনের দ্বিশতরান রয়েছে ওডিআইয়ে। তাদের একজন ঈশান। অথচ, শুধু পরীক্ষায় চলছে ঈশানের। ভারতীয় ক্রিকেটে এই সমস্যাটা নতুন নয়। চলে আসছে দীর্ঘদিন ধরে। বারবার প্রত্যাখ্যানের রোগের শিকার হচ্ছেন ঈশানের মতো খেলোয়াড়রা।

বিশ্বকাপে শুভমান গিলের অনুপস্থিতিতে ঈশান কয়েকটা ম্যাচ খেলার সুযোগ পেয়েছেন। কিন্তু টিম কম্বিনেশনের অজুহাতে ফের রিজার্ভ বেঞ্চে। জাদেজার দাবি, তিনি ঈশানের খেলার ভক্ত। ঝাড়খণ্ডের বাঁহাতি তরুণ উইকেটকিপার-ব্যাটারের ব্যাটিং ভালোবাসেন। কিন্তু যা চলছে, ঈশানের প্রতিভা নিয়ে কার্যত খেলা করা হচ্ছে।

বলেছেন, 'বিশ্বকাপের কথা বাদ দিন। আপাতত সামনের দিকে তাকানোর পালা। কিন্তু ৫ ম্যাচের টি২০ অজি সিরিজেও ঈশানকে নিয়ে ভাবনায় কোনও পরিবর্তন হয়নি। সেখানেও একই হাল। প্রথম তিনটি ম্যাচে খেলানো হল। রানও করেছে। তারপর বসিয়ে দেওয়া হল। তিনটি টি২০ ম্যাচ খেলে এতই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল যে বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হল!' এরপর ঈশানের দ্বিশতরানের প্রসঙ্গ টেনে নির্বাচকদের কাঠগড়ায় তোলেন জাদেজা। পালটা প্রশ্ন ছুড়ে দিয়ে বলেন, 'আপনাদের ভারতীয় দলে কজন খেলোয়াড় রয়েছে, যার ওডিআই ক্রিকেটে ডাবল সেঞ্চুরি রয়েছে? এতকিছুর পরও ঈশান প্রস্তুত নয়! তাহলে কবে প্রস্তুত হবে? পরীক্ষানিরীক্ষা কি অনন্তকাল ধরে চলবে?'

বিশ্বকাপ ফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার কাছে হার নিয়েও আঙুল তুললেন রাহুল দ্রাবিড়দের দিকে। জাদেজার যুক্তি, প্যাট কামিন্সরা পরিস্থিতি বুঝে বারবার পরিকল্পনা রদবদল করেছে। কখনও তিন নম্বরে গ্লেন ম্যাক্সওয়েলকেও খেলিয়েছে। ওপেনিং কম্বিনেশন পরিবর্তন করছে। সেখানে ভারত একটা স্ট্র্যাটেজি আঁকড়ে ধরে বসেছিল।

শ্রেয়সের শক্তি নিয়ে কথা হোক : কাইফ

মহম্মদ কাইফের মুখে আবার শ্রেয়স আইয়ারের প্রশংসা। পঞ্চম ম্যাচে প্রতিকূল পরিস্থিতিতে ৩৭ বলে শ্রেয়সের ৫৩ রানের ইনিংসে রীতিমতো উচ্ছ্বসিত। কাইফের দাবি, অতীতে শ্রেয়সের দুর্বলতা (শর্টপিচ ডেলিভারির বিরুদ্ধে) নিয়ে প্রচুর কথা হয়েছে। সমালোচনার মুখে ফেলা হয়েছে। এবার সময় এসেছে ওর শক্তি নিয়ে আলোচনা হোক। দুর্বলতা নিয়ে আঙুল না তুলে সবার জন্য কাইফের পরামর্শ, সবার উচিত শ্রেয়সের সাফল্যকে স্বীকৃতি দেওয়া, উৎসাহ জোগানো।

ভুবিকে নিয়ে সিঁদুরে মেঘ দেখছেন নেহেরা-আকাশ

নয়াদিল্লি, ৫ ডিসেম্বর : আশঙ্কার মেঘ দীর্ঘদিন ধরেই জমছিল।

আসন্ন দক্ষিণ আফ্রিকা সফরের দলে সুযোগ না পাওয়া কি সেই সম্ভাবনায় সিলমোহর লাগিয়ে দিল? একঝাঁক নতুন প্রতিভা নিয়ে আগামীর ভাবনা, আলোচনার মাঝেও একদা 'সুইং কিং' ভুবনেশ্বর কুমারের বাদ পড়া নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।

আন্তর্জাতিক কেরিয়ার নিয়ে সিঁদুরে মেঘ দেখছেন আশিস নেহেরা, আকাশ চোপড়ার মতো প্রাক্তনরা। নেহেরা বলেছেন, 'দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে তিনটি আলাদা দল। লম্বা তালিকায় বেশিরভাগ খেলোয়াড় জায়গা পেয়েছে। শুধু একটা নামই ঘুরছে আমার মনে। দক্ষিণ আফ্রিকা সফর। একঝাঁক পেসার সুযোগ পেলেও ভুবনেশ্বর কুমার নেই। ভারতের হাতে এই মুহূর্তে নতুন বলে বিকল্প আছে। অর্শদীপ সিং, মুকেশ কুমাররা রয়েছে। হয়তো তাই ভুবি নেই।'

আকাশ চোপড়ার মতে, তাঁরা নির্বাচক নন। তাই কারও কেরিয়ার নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া বা চূড়ান্ত কিছু বলার ক্ষমতাও নেই তাঁদের। ফলে ভুবনেশ্বর কেন বাদ, আর সুযোগ পাবেন কি না, আন্তর্জাতিক কেরিয়ারের দরজা আদৌ খোলা আছে কি না, এসব নিয়ে কিছু বলা কঠিন। অবশ্য বর্তমান পরিস্থিতি মোটেই ভুবনেশ্বরের জন্য সঠিক নয়। ভারতীয় দল এবং ভুবির মধ্যে একটা প্রাচীর তৈরি হয়েছে। যা সরানো সহজ নয়।

ভুবনেশ্বর কুমার

আকাশের কথায়, 'সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফিতে মোটামুটি সাফল্য পেয়েছে ভুবনেশ্বর। আইপিএলেও খারাপ করেনি। কিন্তু তারপরও কোনও ভারতীয় দলেই সুযোগ মেলেনি। ওডিআই ফর্ম্যাটে ভুবনেশ্বরকে নেওয়া হবে না, সেই ইঙ্গিত অনেক আগেই ছিল। কিন্তু এখন টি২০-তেও ব্রাত্য। প্রাক্তন টেস্ট ওপেনারের মতে, একঝাঁক পেসার উঠে এসেছে। নির্বাচকরা তাদেরকে নিয়েই এগোতে চান। সেই ভাবনারই ফল ভুবির দিকে না তাকানো।'

মাহির সঙ্গে রোহিতের তুলনা শ্রীসান্তের

শান্তাকুমার শ্রীসান্ত আবার রোহিত শর্মার মধ্যে মহেন্দ্র সিং ধোনির মিল পাচ্ছেন। তাঁর মতে, 'মাহির মতোই অত্যন্ত বুদ্ধিমান, ক্ষুরধার মস্তিষ্ক হিটম্যানের। ফাইনালে হারলেও গোটা বিশ্বকাপে দারুণভাবে দলকে সামলেছে। সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়েছে। অধিনায়কের গণ্ডি ছাড়িয়ে সতীর্থদের কাছে রোহিত বন্ধু, ভাই। একজন অধিনায়কের যা অন্যতম বড় গুণ।'

শুভেচ্ছা

জন্মদিন

☺ বিভান বণিক (তোজো) তোমার তৃতীয় জন্মদিনে থাকল আমাদের প্রাণভরা ভালোবাসা ও আশীর্বাদ। – ঠা, বাবা, মা, পিসি, দাদা, দিদি, পিসুন ও তোমার প্রিয়জনেরা। মিলপাড়া, ধূপগুড়ি।

বিজয়ওয়াড়ায় আটকে বাংলার প্যাডলাররা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৫ ডিসেম্বর : ঘূর্ণিঝড় 'মিচাং'–এর জের। জাতীয় জোনাল টুর্নামেন্ট খেলতে গিয়ে অন্ধ্রপ্রদেশের বিজয়ওয়াড়ায় আটকে পড়েছে বাংলার টেবিল টেনিস দল। ২৯ নভেম্বর শুরু হওয়া প্রতিযোগিতা মঙ্গলবার শেষ হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু বিপর্যয়ের আশঙ্কা করে সোমবারই শেষ করে দেন প্রতিযোগিতা পরিচালনকারীরা।

দলের কোচ অভিজিৎ রায়চৌধুরী বলেছেন, 'এখানে সেভাবে কিছু হয়নি। তবে ফেরার সব ফ্লাইট ও ট্রেন বাতিল হয়ে গিয়েছে। ৮ ডিসেম্বর পঞ্চকুলায় উত্তর জোনাল প্রতিযোগিতা শুরু হবে। তার আগে একদিনের জন্য সবার বাড়ি ফেরার কথা ছিল। কিন্তু যা পরিস্থিতি তাতে এখান থেকেই সরাসরি চলে যেতে হবে। শেষমুহূর্তে ট্রেনের রিজার্ভেশন নিয়ে চিন্তায় আছি।'

'মিচাং' বিপর্যস্তদের পাশে ওয়ার্নার, অশ্বীন

এদিকে বন্যা বিপর্যস্তদের পাশে তারকা ক্রিকেটাররা। মঙ্গলবার অজি ওপেনার ডেভিড ওয়ার্নার বলেছেন, 'চেন্নাইয়ের বিভিন্ন জায়গা যেভাবে বন্যা বিপর্যস্ত, তা নিয়ে আমি উদ্বিগ্ন। বিপর্যস্তদের পাশে আছি। যাদের সাহায্য প্রয়োজন, তাদের পাশে দাঁড়ান। আমি যেভাবে সাহায্য করা সম্ভব, করতে রাজি।' ভূমিপুত্র অলরাউন্ডার রবিচন্দ্রন অশ্বীনও জানান, 'আরও একদিন সকলে লড়াই করুন। বৃষ্টি থামলেও উদ্ধারকাজে সময় লাগবে।'

ফিরছেন মনবীর, নেই দিমিত্রিস

বদলার ম্যাচে আজ নামছে মোহনবাগান

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ৫ ডিসেম্বর : আইএসএলের শুরুতেই টানা পাঁচ ম্যাচ জয়ের রেকর্ড নিয়ে ওডিশা এফসি কাঁটার খোঁচায় দগদগে মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট।

দিন দশেকও হয়নি ওডিশার কাছে এই যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনেই ২–৫ গোলের হারের লজ্জা নিয়ে এখনও আলোচনা চলছে। হুয়ান ফেরান্দো ও তাঁর ছেলেরা জানেন, ফের না জেতা পর্যন্ত এই আলোচনা থামবে না। তাই বুধবার নতুনকরে শুরু করতে মরিয়া সবুজ–মেরুন শিবির। যাই হোক না কেন, হুয়ান ফেরান্দো অবশ্য তাঁর নিজস্ব ছক থেকে বেরোতে রাজি নন। তিনি বলেই দিলেন, 'বিশেষ কিছু পরিবর্তন করছি না। একই পদ্ধতিতে খেলাব। দেখুন জিততে গেলে একটা নিজস্ব ছক থাকতে হয়। আমি জানি সবাই ওই ম্যাচে আমাদের গোল খাওয়া নিয়ে আলোচনা করছে। কিন্তু আমাদের সামনে এখন দুইটি রাস্তা খোলা আছে। একটা হল, ঘরে বসে ওই হার নিয়ে ভেবে যাও। আর নাহলে সামনের দিকে তাকাও। আমরা এই দ্বিতীয়টাই করতে চাই।' গোল খেয়েছেন বলে চার ডিফেন্ডারে চলে যাওয়ার কোনও ইচ্ছা যে তাঁর নেই, সেই কথাও বুঝিয়ে দেন। নিজস্ব ছকে আটকে থাকার কারনটা অবশ্য বোঝা গেল, অনুশীলনের সময়ে। ফিট হয়ে গেছেন মনবীর সিং। দলসূত্রের খবর, তিনি বুধবারের ম্যাচে প্রথম একাদশেই থাকছেন। সেক্ষেত্রে নিশ্চিতভাবেই বসতে হবে আশিস রাইকে। ডানদিকে মনবীর খেলবেন। একইভাবে ওডিশার বিরুদ্ধে এএফসি কাপের ম্যাচে প্রথম একাদশে না থাকা অনিরুদ্ধ থাপাও এবার শুরু করবেন। আর তাঁর থাকা এবং না থাকার মধ্যে তফাৎটা এখন কোচ থেকে সতীর্থ, সকলেই বুঝতে পারছেন। মনবীর ফিট হয়ে গেলেও দিমিত্রিস পেত্রাতোস এখনও ফিজিকাল ট্রেনারের কাছেই ট্রেনিং করছেন। ফলে তাঁর খেলার সম্ভাবনা প্রায় নেই।

আর এই জায়গাতেই যেন ওডিশার থেকে খানিকটা পিছিয়ে মোহনবাগান। দলে দুই প্রাক্তন বিশ্বকাপার ও ইউরো কাপার থাকা সত্ত্বেও গোলমুখে দিশেহারা ফেরান্দোর দল। হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে দুই ডিফেন্ডারের পা থেকে গোল না এলে পয়েন্ট খুইয়ে আসতে হত। ফেরান্দো অবশ্য সবসময় বলেন, 'আমার দলে কে গোল করল, সেটা বড় কথা নয়। স্ট্রাইকাররা জায়গা তৈরি করেছে বলেই তো ব্রেন্ডান (হামিল) আর আশিস গোল পেয়েছে।' তবে জিততে হলে ডিফেন্ডার নয়, দলের স্ট্রাইকারদেরই গোল পেতে হবে এটা জানেন ফেরান্দোও। একইসঙ্গে তিনি যাই বলুন না কেন, প্রতিপক্ষ দলে রয় কৃষ্ণা ও দিয়েগো মৌরিসিওর মত জোড়া ফলার পাল্টা উত্তর এখনই নেই মোহনবাগানে। জেসন কামিংস ও আর্মান্দো সাদিকু দুইজনেই অত্যন্ত সাদামাটা এখনও পর্যন্ত। এই ডিসেম্বর পর্যন্তই সাদিকুকে দেখে নেওয়ার মেয়াদ। এর মধ্যে কিছু করতে না পারলে বিদায় নিতে হবে এই আলবেনিয়ানকেই। তাই বুধবারের ম্যাচে তাঁকেই রাখা হচ্ছে প্রথম একাদশে। তিনি ব্যর্থ হলে কামিংস পরে নামবেন। এই ম্যাচে সের্জিও লোবেরার দলে ফিরছেন মৌরতাদা ফল। নিশ্চিতভাবেই যা বাড়তি সুবিধা দেবে ওডিশাকে। তবু লোবেরা বলছেন, 'আগের ম্যাচে মোহনবাগান হেরেছে বলে বাড়তি উদ্যোগ থাকবে ওদের। তাছাড়া ওরা অনেক বড় বাজেটের দল। ভালো ভালো ফুটবলার রয়েছে দলে। তাই এএফসি কাপে কী হয়েছে সেটা ভুলে গিয়ে সামনে তাকাতে চাই।'

তিনি যাই বলুন না কেন, চাপ যে মোহনবাগানের উপরেই, সেটা নিশ্চিতভাবে জানেন লোবেরাও। আর সেই চাপ নিয়ে অনিরুদ্ধ–সাহাল আব্দুল সামাদরা ভালো খেলে জয় তুলে নিতে পারেন কিনা, সেটাই এখন দেখার।

আইএসএলে বুধবার

মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট
বনাম **ওডিশা এফসি**

স্থান : যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন
ম্যাচ শুরু : রাত ৮টা
সম্প্রচার : স্পোর্টস ১৮ চ্যানেলে

চোট সারিয়ে ফিরে ওডিশা এফসি ম্যাচের চ্যালেঞ্জ নেওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছেন মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের মনবীর সিং। মঙ্গলবার কলকাতায়। ছবি : ডি মণ্ডল

মহেশ কোথায় বল দেবে, না দেখেও বুঝতে পারি : নন্দ

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ৫ ডিসেম্বর : ডুরান্ড কাপে গ্রুপ পর্যায়ের ডার্বির পর আবার ঝলমলে ইস্টবেঙ্গল।

বোরহা হেরেরা–ক্লেইটন সিলভা যদি শুরুটা করে থাকেন তাহলে অবশ্যই শেষটা হল এক তামিল যুবকের মাধ্যমে। কাকতালীয় হলেও এই নন্দকুমার শেখরই ছিলেন ডার্বি জয়ের কারিগর। মাঝে কিছুটা হলেও তাঁর খানিকটা অফ ফর্ম যাচ্ছিল। দলও হারিয়েছিল জয়ের রাস্তা। ফের তিনি এবং ইস্টবেঙ্গল, একসঙ্গে জয়ের রাস্তায়। গোল পেয়ে এবং দলকে জিতিয়ে স্বাভাবিকভাবেই খুশি নন্দ, 'দারুণ লাগছে আইএসএলের ম্যাচে স্কোরশিটে নিজের নাম তুলতে পেরে। তবে তার থেকেও বেশি খুশি নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি–কে হারিয়ে দলকে জয়ের রাস্তায় নিয়ে আসতে পেরেছি বলে। সত্যি খুব ভালো লাগছে।'

তাঁকে প্রথম একাদশে রাখেননি কোচ। সম্ভবত নন্দ নিজেও বুঝতে পারছিলেন, গোলে ফিরতে না পারলে নিজের জায়গা হারাতে হতে পারে। তাই মাঠে তাঁর বাড়তি তাগিদ দেখানো স্পষ্ট। রিজার্ভ বেঞ্চ থেকে এসে গোল পেয়েছেন। নিজের উচ্ছ্বাস গোপন রাখলেন না তিনি, 'পরে নেমে দুটি গোল পাওয়ায় আরও বেশি ভালো লাগছে। বলতে পারেন, দলের জয় নিশ্চিত করতে পারায় আমার অবদান আছে বলে খুশি হয়েছি।' তাঁর সঙ্গে নাওরেম মহেশ সিংয়ের বোঝাপড়া নজরে পড়ার মতো। প্রথম গোলটাও তিনি পেলেন মহেশের ক্রস থেকে। এই নিয়ে জানতে চাইলে বলেন, 'হ্যাঁ, ওর সঙ্গে আমার বোঝাপড়া অসম্ভব ভালো। ও আগে যখন ইস্টবেঙ্গলে খেলত তখন থেকেই ওকে চিনি। পরবর্তী সময়ে এখানে এবং জাতীয় দলে আমরা সতীর্থ। এখন এতটাই ভালো নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়া যে ওর দিকে না তাকিয়েও বুঝতে পারি, কোথায় বলটা রাখবে বা ও কীভাবে জায়গা নেবে। আমরা সাজঘরেও অনেকটা সময় একসঙ্গে কাটাই বলে পরস্পরকে বুঝতে সুবিধা হয়। এর ফলে আমাদের দুজনেরই প্রতিপক্ষ বক্সে সুবিধা হয়।'

তিন ম্যাচে হার ও ড্রয়ের পর এরকম একটা বড় ব্যবধানে জয়। স্বাভাবিকভাবেই উচ্ছ্বাসটা বেশি। নন্দ বলছিলেন, 'আমাদের কাছে এই ম্যাচটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল। কারণ আমরা হঠাৎই জয়ের রাস্তা হারিয়ে ফেলি। তিনটে ম্যাচ হারা ছাড়াও ড্র হয় শেষটা। ফলে জয়ে ফেরাটা খুব জরুরি ছিল। নর্থইস্ট মোটেই সহজ প্রতিপক্ষ নয়। কিন্তু ম্যাচটা আমাদের ঘরের মাঠে হওয়ায় খানিকটা সুবিধা হয়। এখন আমাদের জয়ের এই ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে হবে।' পরবর্তী ম্যাচ লিগের ১১ নম্বর দল পাঞ্জাব এফসি–র বিরুদ্ধে যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে। তবু যেহেতু তাঁর দল এখনও ধারাবাহিক নয় তাই কার্লোস কোয়াদ্রাত মনে করেন, 'ফুটবলে সব ম্যাচেই একটা চাপ থাকে। তবে আমরা ভীত নই। চাপটাকে সদর্থক ভঙ্গিতে দেখতে হবে। শুরু থেকেই চাপের মোকাবিলা করার মনোভাব দেখাতে পারলে অনেক সমস্যার সমাধান হয়ে যায়।'

নর্থইস্ট ম্যাচের পর তাঁর দলের সমস্যা অবশ্য খেলার থেকেও বেশি চোট–আঘাত। শনিবারের ম্যাচে হরমনজ্যোৎ সিং খাবরা তো বটেই বোরহাও খেলতে পারবেন কি না প্রশ্ন রয়েছে। খাবরার বুধবার স্ক্যান হলে পরিষ্কার হবে কতদিন তাঁকে মাঠের বাইরে থাকতে হবে।

জোড়া গোলের পর নাওরেম মহেশ সিং (বাঁয়ে) ও মন্দার রাও দেশাইকে নিয়ে সেলিব্রেশন ইস্টবেঙ্গলের নন্দকুমার শেখরের (মাঝে)।

১৪ শহরে বসছে কোপার আসর

ওয়াশিংটন ডিসি, ৫ ডিসেম্বর : আগামী বছর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বসতে চলেছে কোপা আমেরিকার আসর। বৃহস্পতিবার প্রতিযোগিতার গ্রুপ বিন্যাসের আগে আয়োজক স্টেডিয়ামের তালিকা প্রকাশ করা হল। মঙ্গলবার দক্ষিণ আমেরিকা ফুটবল কনফেডারেশন (কনমেবল) ১৪টি শহরের নাম ঘোষণা করেছে। ২০ জুন–১৪ জুলাই এই আসরে ১৬টি দল নামবে। কনমেবল আগেই জানিয়েছিল কোপার উদ্বোধনী ম্যাচ আটলান্টার মার্সেডিজ–বেঞ্জ স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হবে। এদিন তারা জানায়, ফাইনাল মায়ামির হার্ড রক স্টেডিয়ামে খেলা হবে। প্রথম সেমিফাইনাল নিউ জার্সির পূর্ব রাদারফোর্ডে ও দ্বিতীয় সেমিফাইনাল উত্তর ক্যারোলিনার শার্লটে হবে। চারটি কোয়ার্টার ফাইনাল অনুষ্ঠিত হবে আর্লিংটন, হিউস্টন, লাস ভেগাস ও গ্লেনডেল শহরে।

ইতিহাস পাক মহিলা ক্রিকেট দলের

দুনেদিন, ৫ ডিসেম্বর : পাকিস্তানের মহিলা ক্রিকেটের সোনালি দিন। নিউজিল্যান্ড সফরে গিয়ে প্রথম টি২০ ম্যাচে ৭ রানে জেতার পর মঙ্গলবার দ্বিতীয় ম্যাচে ১০ রানে জিতে ৩ ম্যাচের সিরিজ পকেটে পুরলেন তাঁরা। সেইসঙ্গে পাক মহিলা ক্রিকেটের ইতিহাসে প্রথমবার কিউয়িদের বিরুদ্ধে টি২০ সিরিজ জিতলেন আলিয়া রিয়াজ, ফাতিমা সানারা। পাশাপাশি ২০১৮ সালের পর ঘরের বাইরে সিরিজ জিতলেন তাঁরা। প্রথমে ৬ উইকেটে ১৩৭ রান তোলে পাকিস্তান। জবাবে ৭ উইকেটে ১২৮ রানে আটকে যায় কিউয়িরা। ফাতিমা ২২ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট।

উত্তরের খেলা

প্রথম ডিভিশন শুরু আজ

কোচবিহার, ৫ ডিসেম্বর : জেলা ক্রীড়া সংস্থার সন্দীপ হিরো ও সুভাষচন্দ্র দে ট্রফি প্রথম ডিভিশন ক্রিকেট লিগ বুধবার শুরু হবে। কোচবিহার স্টেডিয়ামে উদ্বোধনী ম্যাচে খেলবে কল্যাণ স্পোর্টিং ক্লাব ও বিবেক সংঘ। মোট ১৯টি দল অংশ নেবে।

জয়ী ২০০৫

কোচবিহার, ৫ ডিসেম্বর : জেনকিন্স স্কুলের প্রাক্তনীদের জেনকিন্স প্রিমিয়ার লিগে ২০০৫ প্রাক্তনী ৬ উইকেটে ২০০৬ প্রাক্তনীকে হারিয়েছে। মঙ্গলবার টসে হেরে ২০০৬ নির্ধারিত ১০ ওভারে ৫ উইকেটে ৭৭ রান তোলে। তাপস মল্লিক ৪১ রান করেন। প্রণবকুমার মালাকার ২৬ রানে ৩ উইকেট পান। জবাবে ৯.৩ ওভারে ৪ উইকেটে ৮১ রান তুলে নেয় ২০০৫। ম্যাচের সেরা তীর্থঙ্কর দে ২৯ রান করেন। দেবব্রত সরকার ১৬ রানে ৩ উইকেট পান। বুধবার খেলবে ২০০৩ প্রাক্তনী ও ২০০৭ প্রাক্তনী।

কলকাতা ম্যারাথনে বিশ্ববন্দিত অ্যাথলিটরা

কলকাতা, ৫ ডিসেম্বর : কলকাতা ম্যারাথনের জৌলুস বাড়াতে বিশ্বের অন্যতম সেরারা প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে চলেছেন। এঁদের মধ্যে আছেন ১০ কিলোমিটার মহিলাদের বিভাগে বিশ্বরেকর্ডের মালকিন ইথিওপিয়ার ইয়ালেমজার্ফ ইয়েহুয়াল এবং পুরুষদের বিভাগে দুইবার বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে রুপোজয়ী কেনিয়ার ড্যানিয়েল সিমিউ ইবেনিও। ১৭ ডিসেম্বরে হতে যাওয়া রেসে পুরুষদের এলিট বিভাগে ১১ জন ও মহিলাদের এলিট বিভাগে ১০ জন অ্যাথলিট অংশ নেবেন। তাঁদের মধ্যে মোট ৯ জন কেনিয়া, ৮ জন ইথিওপিয়া, ২ জন ইরিত্রিয়া ও ১ জন করে উগান্ডা ও নেদারল্যান্ডসের অ্যাথলিট আছেন।

জয় পেল দিল্লি

কলকাতা, ৫ ডিসেম্বর : আই লিগের ম্যাচে দিল্লি এফসি ২–১ গোলে হারাল নামধারী এফসি–কে। ৩ মিনিটে দিল্লিকে এগিয়ে দেন বালি গগনদীপ সিং। ৬৮ মিনিটে পেনাল্টি থেকে হাডসন ব্যবধান বাড়ান। ম্যাচের শেষলগ্নে নামধারীর হয়ে একটি গোলশোধ করেন সেহাজদীপ সিং।

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী : মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি– ৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী– ৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ৭ ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রিট, কলকাতা–৭০০০০১, ফোন : ০৩৩–২২১০১২০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানামোড়, জলপাইগুড়ি– ৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড, কোচবিহার– ৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট, আলিপুরদুয়ার–৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, সরযুপ্রসাদ রোড, নেতাজি মোড়, মালদা– ৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২–২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ২৪৩৬২৫১, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭। Registration No. RN/35012/80 and Postal Reg. No. WB/NBSR/D-03/2003-08, E. Mail : uttarbanga@hotmail.com uttarbanga@yahoo.com uttarmail2014@gmail.com Website : http://www.uttarbangasambad.in